বুখারী শরীফ

তৃতীয় খন্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)
আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯৩
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৭৬/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭·১২৪১
ISBN : 984-06-0469-4

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯১

চতুর্থ সংস্করণ
মার্চ ২০০৩
ফাল্গুন ১৪০৯
মহররম ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (3RD PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
March 2003

Price : Tk 120.00 ; US Dollar : 5.00

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম	সদস্য
৫. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	সদস্য
৬. মাওলানা রুহুল আমিন খান	সদস্য
৭. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	সদস্য
৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	সদস্য
৪. মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী	সদস্য
৫. মাওলানা ইমদাদুল হক	সদস্য
৬. মাওলানা আবদুল মান্নান	সদস্য
৭. আবদুল মুকিত চৌধুরী	সদস্য সচিব

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে—'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ্ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী।' মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ্ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ্' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন ॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ হজ্জ

মদীনার ফযীলত

বুখারী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

كِتَابُ الزَّكَاة

অধ্যায় ঃ যাকাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় ঃ যাকাত

٨٨٢ بَابُ وَجُوْبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِى اَبُوْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ.

৮৮২. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়া

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) নবী ﷺ-এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত (প্রতিষ্ঠা করা), যাকাত (আদায় করা), আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পবিত্রতা রক্ষা করার আদেশ দেন।

١٣١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اُدْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ .

১৩১৩ আবূ 'আসিম যাহ্‌হাক ইবন মাখলাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মু'আয (রা)-কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন, সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) ﷺ আল্লাহর রাসূল– এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদকা

(যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (যাকাত) উসূল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

١٣١٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَبٌ مَالَهُ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَاَبُوْهُ عُثْمَانَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَمِعَا مُوْسٰى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوْظٍ اِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو

১৩১৪ হাফ্স ইব্ন 'উমর (র) ... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে বলল, আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ তার প্রয়োজন রয়েছে তো। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] বাহ্য (র) শু'বা (র)-র সূত্রে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবন 'উসমান ও তাঁর পিতা 'উসমান ইবন 'আবদুল্লাহ উভয়ে মূসা ইবন তালহা (রা) আবূ আইউব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন, (শু'বা, রাবীর নাম বলতে ভুল করেছেন) আমার আশংকা হয় যে, মুহাম্মদ ইবন 'উসমান-এর উল্লেখ সঠিক নয়, বরং এখানে রাবীর নাম হবে 'আমর ইবন 'উসমান।

١٣١٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِى عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ . قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا .

১৩১৫ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রাহীম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মরুবাসী সাহাবী নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে এমন আমলের পথনির্দেশ করুন যা আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, (পাঁচ ওয়াক্ত) ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে ও রমযানের সাওম পালন করবে। সাহাবী বললেন, আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম, আমি এর উপর বৃদ্ধি করব না। তিনি যখন ফিরে গেলেন

তখন নবী ﷺ বললেন ঃ কেউ যদি জান্নাতী লোক দেখতে আগ্রহী হয় সে যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখে।

١٣١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا .

১৩১৬ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ যুর'আ (র)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣١٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْا اِلَيْهِ مَنْ وَرَائَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَشَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَاغَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَاَبُوْ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৩১৭ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক, আমাদের ও আপনার (মদীনার) মাঝে মুযার গোত্রের কাফিররা প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আমরা আপনার নিকট কেবল নিষিদ্ধ মাস (যুদ্ধ বিরতির মাস) ব্যতীত নির্বিঘ্নে আসতে পারি না। কাজেই এমন কিছু আমলের নির্দেশ দিন যা আমরা আপনার নিকট থেকে শিখে (আমাদের গোত্রের) অনুপস্থিতদেরকে সেদিকে দাওয়াত দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ করছি ও চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। (পালনীয় বিষয়গুলো হলো ঃ) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা তথা সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (রাবী বলেন) এ কথা বলার সময় নবী ﷺ (একক নির্দেশক) তাঁর হাতের অঙ্গুলী বদ্ধ করেন, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও তোমরা গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করবে এবং আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি যে, (اَلدُّبَّاءِ) শুষ্ক কদু খোলস, (اَلْحَنْتَمُ) সবুজ রং প্রলেপযুক্ত পাত্র, (اَلنَّقِيْرِ) খেজুর কাণ্ড নির্মিত পাত্র, (اَلْمُزَفَّتُ), তৈলজ পদার্থ প্রলেপযুক্ত মাটির পাত্র ব্যবহার করতে। সুলায়মান ও আবূ নু'মান (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এরূপ বর্ণনা করেছেন (واو ব্যতীত)।

١٣١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ

اللّٰهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

১৩১৮ আবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি' (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন 'উমর (রা) [আবূ বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেনি বরং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে মাত্র)? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে, যে কেউ তা বলল, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে), আর তার অন্তরের গভীরে (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। 'উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর (রা)-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

٨٨٣ بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى اِيْتَاءِ الزَّكَاةِ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

৮৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত দেওয়ার বায়'আত। (মহান আল্লাহর বাণী) যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। (৯ ঃ ১১)

١٣١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

১৩১৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)... জরীর ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি।

۸۸٤ بَابُ اِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .... فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

৮৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীর গুনাহ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না..... (জাহান্নামে শাস্তি প্রদানকালে তাদেরকে বলা হবে) এখন সম্পদ জমা করে রাখার প্রতিফল ভোগ কর। (৯ ঃ ৩৪-৩৫)

١٣٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَاْتِى الْاِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِى الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَاْتِىْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَاْتِىْ بِبَعِيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ .

১৩২০ আবুল ইয়ামান হাকাম ইবন নাফি‘ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের উটের (উপর দরিদ্র, বঞ্চিত, মুসাফিরের) হক আদায় না করবে, (কিয়ামত দিবসে) সে উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে আসবে এবং যে ব্যক্তি নিজের বকরীর হক আদায় না করবে, সে বকরী দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে ও শিং দিয়ে আঘাত করবে। উট ও বকরীর হক হলো পানির নিকট (জনসমাগম স্থলে) ওদের দোহন করা (ও দরিদ্র বঞ্চিতদের মধ্যে দুধ বন্টন করা)। নবী ﷺ আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কিয়ামত দিবসে (হক অনাদায়জনিত কারণে শাস্তিস্বরূপ) কাঁধের উপর চিৎকাররত বকরী বহন করে (আমার নিকট) না আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব ঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (হক অনাদায়ের পরিণতির কথা) পৌঁছে দিয়েছি। আর কেউ যেন চিৎকাররত উট কাঁধের উপর বহন করে এসে না বলে, হে মুহাম্মদ! (আমাকে রক্ষা করুন)। তখন আমি বলব ঃ তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (শেষ পরিণতির কথা) পৌঁছে দিয়েছি।

١٣٢١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ لاَيَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰــهُمُ اللّٰــهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًالَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

১৩২১ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করেন ঃ "আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে।" (৩ ঃ ১৮০)

৮৮৫ بَابٌ مَا اُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ .

৮৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তা কানয (জমাকৃত সম্পদ)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, নবী ﷺ-এর এ উক্তির কারণে যে, পাঁচ উকিয়া[১]-এর কম পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত নেই।

১৩২২ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ اَخْبِرْنِيْ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ .

১৩২২ আহমদ ইবন শাবীব ইবন সা'ঈদ (র)... খালিদ ইবন আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর সাথে বের হলাম। এক মরুবাসী তাঁকে বলল, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে—এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। ইবন উমর (রা) বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে আর এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য রয়েছে শাস্তি— এ তো ছিল যাকাত

১. এক উকিয়া ৪০ দিরহাম পরিমাণ, ৫ উকিয়া × ৪০=২০০ দিরহাম সমান।

বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের কথা। এরপর যখন যাকাত বিধান অবতীর্ণ হলো তখন একে আল্লাহ্ সম্পদের পবিত্রতা লাভের উপায় করে দিলেন।

১৩২৩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩২৩ ইসহাক ইবন ইয়াযীদ (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়া পরিমাণের কম সম্পদের উপর যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কমের উপর যাকাত নেই। পাঁচ ওসাক[১] এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত নেই।

১৩২৪ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ اَبِيْ هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَاِذَا اَنَا بِاَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هٰذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ اَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيْهِمْ فَكَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فِيْ ذٰلِكَ وَكَتَبَ اِلٰى عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْكُوْنِيْ فَكَتَبَ اِلَيَّ عُثْمَانُ اَنْ اَقْدَمِ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتّٰى كَاَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِيْ قَبْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِيْ اِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيْبًا فَذَاكَ الَّذِيْ اَنْزَلَنِيْ هٰذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ اَمَّرُوْا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَاَطَعْتُ .

১৩২৪ 'আলী ইবন আবূ হাশিম (র)... ইয়াযীদ ইবন ওহ্ব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাবাযা নামক স্থান দিয়ে চলার পথে আবূ যার (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এখানে কি কারণে আসলেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় অবস্থানকালে নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে আমার মতানৈক্য হয় ঃ (الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) "যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না.....।" মু'আবিয়া (রা) বলেন, এ আয়াত কেবল আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের ও তাদের সকলের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এক সময় মু'আবিয়া (রা) 'উসমান (রা)-এর নিকট আমার নামে অভিযোগ করে পত্র পাঠালেন। তিনি পত্রযোগে আমাকে মদীনায় ডেকে পাঠান। মদীনায় পৌঁছলে আমাকে দেখতে লোকেরা এত ভিড় করলো যে, এর পূর্বে যেন তারা কখনো আমাকে

১. এক ওসাক ৬০ স্যা-এর সমান; ৫ ওসাকে × ৬০=৩০০ সা। ১ সা প্রায় ৩ সের ১১ ছটাকের সমান।

দেখেনি। 'উসমান (রা)-এর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি আমাকে বললেন, ইচ্ছা করলে আপনি মদীনার বাইরে নিকটে কোথাও থাকতে পারেন। এ হল আমার এ স্থানে অবস্থানের কারণ। খলীফা যদি কোন হাবশী লোককেও আমার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন তবুও আমি তাঁর কথা শুনব এবং আনুগত্য করব।

১৩২৫ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ ح وَحَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيْرِ اَنَّ الْاَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ اِلَى مَلَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتّٰى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوْضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْىِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوْضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلّٰى فَجَلَسَ اِلَى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ اِلَيْهِ وَاَنَا لَا اَدْرِىْ مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا اُرَى الْقَوْمَ اِلَّا قَدْ كَرِهُوْا الَّذِىْ قُلْتَ قَالَ اِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ لِىْ خَلِيْلِىْ قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلِيْلُكَ تَعْنِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتُبْصِرُ اُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِىَ مِنَ النَّهَارِ وَاَنَا اُرَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرْسِلُنِىْ فِىْ حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ كُلَّهُ اِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ وَاِنَّ هٰؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُوْنَ اِنَّمَا يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا لَا وَاللّٰهِ لَا اَسْأَلُهُمْ دُنْيَا ، وَلَا اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتّٰى اَلْقَى اللّٰهَ .

১৩২৫ 'আয়্যাশ ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)... আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কুরাইশ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে বসেছিলাম, এমন সময় রুক্ষ চুল, মোটা কাপড় ও খসখসে শরীর বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে সালাম দিয়ে বলল, যারা সম্পদ জমা করে রাখে তাদেরকে এমন গরম পাথরের সংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা তাদের স্তনের বোঁটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশী ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের ওপর স্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে একটি স্তম্ভের পাশে বসলো। আমিও তাঁর অনুগমন করলাম ও তাঁর কাছে বসলাম। এবং আমি জানতাম না সে কে। আমি তাকে বললাম,আমার মনে হয় যে, আপনার বক্তব্য লোকেরা পসন্দ করেনি। তিনি বললেন, তারা কিছুই বুঝে না। কথাটি আমাকে আমার বন্ধু বলেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার বন্ধু কে? সে বলল, তিনি হলেন নবী ﷺ। [রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন] হে আবূ যার! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখেছ? তিনি বলেন, তখন আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দিনের কতটুকু অংশ বাকি রয়েছে। আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠাবেন। আমি জওয়াবে বললাম, জী-হাঁ। তিনি বললেন ঃ

তিনটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যতীত উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণস্তূপ আমার কাছে আসুক আর আমি সেগুলো দান করে দেই তাও আমি নিজের জন্য পসন্দ করি না। [আবূ যার (রা) বলেন] তারা তো বুঝে না, তারা শুধু দুনিয়ার সম্পদই একত্রিত করছে। আল্লাহর কসম, না! না! আমি তাদের নিকট দুনিয়ার কোন সম্পদ চাই না এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত দীন সম্পর্কেও তাদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবো না।

٨٨٦ بَابُ اِنْفَاقِ الْمَالِ فِىْ حَقِّهِ .

৮৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ সম্পদ যথাস্থানে ব্যয় করা

১৩২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

১৩২৬ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)... ইবন মাস'ঊদ (রা)... থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কেবল মাত্র দু'ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা রাখা যেতে পারে, একজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায়পথে তা ব্যয় করার মত ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। অপরজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান দান করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেন ও অন্যান্যকে তা শিক্ষা দেন।

٨٨٧ : بَابُ الرِّيَاءِ فِى الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى اِلٰى قَوْلِهِ الْكٰفِرِيْنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَابِلٌ مَطَرٌ شَدِيْدٌ وَالطَّلُّ النَّدٰى

৮৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা প্রদানে রিয়া (লোক দেখানো)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমাদের দানকে নিষ্ফল করো না, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (২ ঃ ২৬৪) ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, صَلْدًا মসৃণ পাথর, ইকরিমা (র) বলেন, وَابِلٌ প্রবল বৃষ্টি, اَلطَّلُّ কুয়াশা

٨٨٨ : بَابٌ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ وَلاَ يَقْبَلُ اِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ .

৮৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ খিয়ানত-এর মাল থেকে আদায়কৃত সাদকা আল্লাহ কবূল করেন না এবং হালাল উপার্জন থেকে আদায়কৃত সাদকাই কবূল করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ যে দানের

পর ক্লেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। (২ ঃ ২৬৩)

٨٨٩ بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ - إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

৮৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ হালাল উপার্জন থেকে সাদকা

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী ঃ আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও সাদকা বর্ধিত করেন, আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ ঃ ২৭৬-২৭৭)

١٣٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৩২৭ 'আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সাদকা করবে, (আল্লাহ তা কবূল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবূল করেন আর আল্লাহ তাঁর কুদরতী ডান হাত দিয়ে তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সাদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়। সুলায়মান (র) ইবন দীনার (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় 'আবদুর রহমান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং ওয়ারকা (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এবং মুসলিম ইবন আবূ মারয়াম, যায়দ ইবন আসলাম ও সুহায়ল (র) আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٨٩٠ بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ.

৮৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ফেরত দেয়ার পূর্বেই সাদকা করা

١٣٢٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَاِنَّهُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِىْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ بِهَا .

১৩২৮ আদম (র)... হারিসা ইবন ওহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদকা কর, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ আপন সাদকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (যাকে দাতা দেওয়ার ইচ্ছা করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

١٣٢٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتّٰى يَهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِىْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ اَرَبَ .

১৩২৯ আবুল ইয়ামান (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে উপচে না পড়বে, এমনকি সম্পদের মালিকগণ তার সাদকা কে গ্রহণ করবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যাকেই দান করতে চাইবে সে-ই বলবে, প্রয়োজন নেই।

١٣٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ اَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا يَشْكُوْ الْعَيْلَةَ وَالْاٰخَرُ يَشْكُوْ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَاِنَّهُ لاَ يَأْتِىْ عَلَيْكَ اِلاَّ قَلِيْلٌ حَتّٰى تَخْرُجَ الْعِيْرُ اِلٰى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ وَاَمَّا الْعَيْلَةُ فَاِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُوْمُ حَتّٰى يَطُوْفَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ اَلَمْ اُوْتِكَ مَالاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ

النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى اِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

১৩৩০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর কাছে ছিলাম, এমন সময় দু' জন সাহাবী আসলেন, তাদের একজন দারিদ্র্যের অভিযোগ করছিলেন আর অপরজন রাহাজানির অভিযোগ করছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ রাহাজানির অবস্থা এই যে, কিছু দিন পর এমন সময় আসবে যখন কাফেলা মক্কা পর্যন্ত বিনা পাহারায় পৌছে যাবে। আর দারিদ্র্যের অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ সাদকা নিয়ে ঘোরাফিরা করবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। এমন সময় না আসা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তারপর (বিচার দিবসে) আল্লাহর নিকট তোমাদের কেউ এমনভাবে খাড়া হবে যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকবে না বা কোন ব্যাখ্যাকারী দোভাষীও থাকবে না। এরপর তিনি বলবেন, আমি কি তোমার নিকট রাসূল প্রেরণ করিনি? সে অবশ্যই বলবে হাঁ, তখন সে ব্যক্তি ডান দিকে তাকিয়ে শুধু আগুন দেখতে পাবে, তেমনিভাবে বাম দিকে তাকিয়েও আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সাদকা) দিয়ে হলেও যেন আগুন থেকে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায় তবে যেন উত্তম কথা দিয়ে হলেও।

١٣٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ اَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ إِمْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ .

১৩৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (রা).. আবূ মূসা (আশ'আরী) (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের উপর অবশ্যই এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা সাদকার সোনা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু একজন গ্রহীতাও পাবে না। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অনুগমন করবে এবং তার আশ্রয়ে আশ্রিতা হবে।

٨٩١ بَابُ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيْلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اِلَى قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ .

৮৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সাদকা করে হলেও। আল্লাহর বাণী ঃ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও নিজেদের আত্মার দৃঢ়তার জন্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান ...... এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে। (২ ঃ ২৬৫-৬৬)

١٣٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمصْرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَىْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا مُرَائِىْ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا فَنَزَلَتْ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ الْاٰيَةَ .

১৩৩২ আবূ কুদামা উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ (র)... আবূ মাস'ঊদ (রা)... থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। এক ব্যক্তি এসে প্রচুর মাল সাদকা করলো। তারা (মুনাফিকরা) বলতে লাগল, এ ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করেছে, আর এক ব্যক্তি এসে এক সা' পরিমাণ দান করলে তারা বললো, আল্লাহ তো এ ব্যক্তির এক সা' থেকে অমুখাপেক্ষী। এ প্রসংগে অবতীর্ণ হয় ঃ মু'মিনগণের মধ্যে যারা নিজ ইচ্ছায় সাদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে.........। (৯ ঃ ৭৯)

١٣٣٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ اِنْطَلَقَ اَحَدُنَا اِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَاِنَّ لِبَعْضِهِمِ الْيَوْمَ لَمِائَةَ اَلْفٍ .

১৩৩৩ সা'ঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)... আবূ মাস'ঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকা করতে আদেশ করলেন তখন আমাদের কেউ বাজারে গিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করে মুদ পরিমাণ অর্জন করত (এবং তা থেকেই সাদকা করত) অথচ আজ তাদের কেউ লাখপতি।

١٣٣٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

১৩৩৪ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সাদকা করে হলেও।

١٣٣٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا اَبْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اَبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا

فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

১৩৩৫ বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি শিশু কন্যা সংগে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নবী ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন ঃ যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় তবে সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে।

٨٩٢ بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيْحِ الصَّحِيْحِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْاٰيَةَ وَقَوْلِهِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ الاية .

৮৯২. পরিচ্ছেদ ঃ সুস্থ কৃপণের সাদকা দেওয়ার ফযীলত। এ পর্যায়ে আল্লাহর বাণী ঃ আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে....... শেষ পর্যন্ত। (৬৩ ঃ ১০) আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সে দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না...... শেষ পর্যন্ত। (২ ঃ ২৫৪)

١٣٣٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .

১৩৩৬ মূসা ইব্ন ইস্মা'ঈল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সাদকার সওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি ﷺ বললেন ঃ কৃপণ অবস্থায় তোমার সাদকা করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশংকা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সাদকা করতে দেরী করবে না। অবশেষে যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য একটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে যাচ্ছে।

৮৯৩. পরিচ্ছেদ

٨٩٣ بَابٌ

١٣٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهٖ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ .

১৩৩৭ মূসা ইব্‌ন ইসমা‘ঈল (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন নবী-সহধর্মিণী নবী ﷺ-কে বললেন, আমাদের মধ্য থেকে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘতর। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির সাহায্যে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। সাওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে দীর্ঘতর বলে প্রমাণিত হল। পরে আমরা অনুধাবন করতে পারলাম যে, সাদকার আধিক্য তাঁর হাত দীর্ঘ করে দিয়েছিল। আমাদের মাঝে তিনিই সবার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হন। তিনি সাদ্‌কা করা ভালবাসতেন।[১]

٨٩٤ بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ قَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

৮৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রকাশ্যে সাদকা করা। আল্লাহর বাণী ঃ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ ঃ ২৭৪)

٨٩٥ بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَقَوْلُهُ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

৮৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ গোপনে সাদকা করা

আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি গোপনে সাদকা করলো এমনভাবে যে তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানতে পারেনি। এবং আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা যদি প্রকাশ্যে সাদকা কর তবে তা ভাল আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপমোচন করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবহিত। (২ ঃ ২৭১)

১. নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে হযরত যায়নব (রা) সবার আগে ইন্তেকাল করেন।

٨٩٦ بَابُ اِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ .

৮৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাদাতা অজান্তে (ফকীর মনে করে) কোন ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দিলে

١٣٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِيٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَاُوْتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَاَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَاَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

১৩৩৮ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে) এক ব্যক্তি বলল, আমি কিছু সাদকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে (ভুলে) সে এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, চোরকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। এতে সে বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, আমি অবশ্যই সাদকা করব। সাদকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পৌঁছল! আমি অবশ্যই সাদকা করব। এরপর সে সাদকা নিয়ে বের হয়ে কোন এক ধনী ব্যক্তির হাতে দিল। সকালে লোকেরা বলতে লাগলো, ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই, (আমার সাদকা) চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়লো! পরে স্বপ্নযোগে তাকে বলা হলো, তোমার সাদকা চোর পেয়েছে, সম্ভবত সে চুরি করা হতে বিরত থাকবে, তোমার সাদকা ব্যভিচারিণী পেয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, সে তার ব্যভিচার থেকে পবিত্র থাকবে আর ধনী ব্যক্তি তোমার সাদকা পেয়েছে, সম্ভবত সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে সাদকা করবে।

٨٩٧ بَابُ اِذَا تَصَدَّقَ عَلَى اِبْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

৮৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ অজান্তে কেউ তার পুত্রকে সাদকা দিলে

١٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْجُوَيْرِيَةِ اَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ

قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَبِيْ وَجَدِّيْ وَخَطَبَ عَلَيَّ فَاَنْكَحَنِيْ وَخَاصَمْتُ اِلَيْهِ كَانَ اَبِيْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكَ اَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَايَزِيْدُ وَلَكَ مَا اَخَذْتَ يَا مَعْنُ .

১৩৩৯। মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... মা'ন ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, আমার পিতা (ইয়াযীদ) ও আমার দাদা (আখনাস) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত করলাম। তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং আমার বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। আমি তাঁর কাছে (একটি বিষয়ে) বিচার প্রার্থী হই। তা হলো, একদা আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু স্বর্ণমুদ্রা সাদকা করার নিয়্যাতে মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রেখে (তাকে তা বিতরণ করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে) আসেন। আমি সে ব্যক্তির নিকট থেকে তা গ্রহণ করে পিতার নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করলাম। তিনি বললেন ঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যে নিয়্যাত করেছ, তা তুমি পাবে আর হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।[১]

٨٩٨ بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ .

৮৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা ডান হাতে প্রদান করা

١٣٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

১৩৪০। মুসাদ্দাদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১। ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২। যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। ৩। যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে। ৪। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। ৫। এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে। তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬। যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সাদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। ৭। যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।

১. এখানে সাদকা দ্বারা নফল সাদকা উদ্দেশ্য। আলিমগণের সর্বসম্মত মত, পিতা নিজ সন্তানকে যাকাত দিলে তা আদায় হয় না। (আইনী, ৮ম খণ্ড)

١٣٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا .

১৩৪১ 'আলী ইব্‌ন জা'দ (র)... হারিসা ইব্‌ন ওহ্‌ব খুযা'য়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা সাদকা কর। কেননা অচিরেই তোমাদের উপর এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সাদকার মাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তখন গ্রহীতা বলবে, গতকাল নিয়ে এলে অবশ্যই গ্রহণ করতাম কিন্তু আজ এর কোন প্রয়োজন আমার নেই।

٨٩٩ بَابُ مَنْ اَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ

৮৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতে সাদকা না দিয়ে খাদেমকে তা দিয়ে দেওয়ার আদেশ করে। আবূ মূসা (আশ্‌'আরী) (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, সাদকার আদেশদাতার ন্যায় খাদেমও সাদকাকারী হিসাবে গণ্য

١٣٤٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৩৪২ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি তার ঘর থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে খাদ্যদ্রব্য সাদকা করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব পাবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্যজনের সওয়াবে কোন কম হবে না।

٩٠٠ بَابٌ لاَ صَدَقَةَ اِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ اَوْ اَهْلُهُ مُحْتَاجٌ اَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ اَنْ يُتْلِفَ اَمْوَالَ النَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَعْرُوْفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلٰى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَذٰلِكَ اٰثَرَ الْاَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُضَيِّعَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ

أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ .

৯০০. পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা ব্যতীত সাদকা না করা। যে ব্যক্তি সাদকা করতে চায়; অথচ সে নিজেই দরিদ্র বা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত অথবা সে ঋণগ্রস্ত, এ অবস্থায় তার জন্য সাদকা করা, গোলাম আযাদ করা ও দান করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। এরূপ সাদকা করা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার অধিকার তার নেই। নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি বিনষ্ট করার ইচ্ছায় অন্যের সম্পদ হস্তগত করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] তবে এ ধরনের ব্যক্তি যদি ধৈর্যশীল বলে পরিচিত হয়, তথা নিজের দারিদ্র্য উপেক্ষা করে অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে সাদকা করতে পারে। যেমন আবূ বাকর (রা)-এর (অমর) কীর্তি, তিনি সমুদয় সম্পদ সাদকা করে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে আনসারী সাহাবাগণ মুহাজির সাহাবাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নবী ﷺ সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই (ঋণ পরিশোধ না করে) সাদকা করার বাহানায় অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করার কোন অধিকার কারো নেই। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্যে সাদকা করে আপন তাওবা সম্পূর্ণ করতে চাই। তিনি বলেন ঃ তোমার কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দিবে। আর এটাই তোমার জন্য শ্রেয়। আমি বললাম, আমি খায়বারে প্রাপ্ত অংশটুকু রেখে দিব।

١٣٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

১৩৪৩ 'আবদান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে, প্রথমে তাদেরকে দিবে।

١٣٤٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهٰذَا .

১৩৪৪ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। ওহায়ব (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٣٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى هِيَ السَّائِلَةُ .

১৩৪৫ আবূ নু'মান (র) ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) ... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মিম্বরের উপর থাকা অবস্থায় সাদকা করা ও ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকা ও ভিক্ষা করা সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন ঃ উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতার, আর নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের।

---

٩٠١ بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا اَعْطٰى لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى الاية

৯০১. পরিচ্ছেদ ঃ কিছু দান করে যে বলে বেড়ায়

এ প্রসংগে মহান আল্লাহর বাণী ঃ (তারাই মু'মিন) যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না...। (২ ঃ ২৬২)

٩٠٢ بَابُ مَنْ اَحَبَّ تَعْجِيْلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا .

৯০২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যথাশীঘ্র সাদকা দেওয়া পসন্দ করে

١٣٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ اَوْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ

فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ .

১৩৪৬ আবূ 'আসিম (র)... 'উকবা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দেরী না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, তখন তিনি বললেন ঃ ঘরে সাদকার একখণ্ড সোনা রেখে এসেছিলাম কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পসন্দ করিনি। কাজেই তা বন্টন করে দিয়ে এলাম।

٩٠٣ بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيْهَا .

৯০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও সুপারিশ করা

١٣٤٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ .

১৩৪৭ মুসলিম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন বের হলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের কাছে গেলেন। তাদের উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও হাতের কংকন ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

١٣٤٨ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِيْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ اَوْطُلِبَتْ اِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ .

১৩৪৮ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... আবূ মূসা (আশ'আরী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কেউ কিছু চাইলে বা প্রয়োজনীয় কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর সওয়াব পাবে, আল্লাহ যেন তাঁর ইচ্ছা তাঁর রাসূলের মুখে চূড়ান্ত করেন।

١٣٤٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوْكِي فَيُوْكَى عَلَيْكِ .

১৩৪৯ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন ঃ

তুমি এরূপ করলে তোমার জন্য (আল্লাহর দান) (সম্পদ কমে যাওয়ার আশংকায় সাদকা দেওয়া বন্ধ করবে না) বন্ধ করে দেওয়া হবে।

١٣٥٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لاَ تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ .

১৩৫০ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... 'আব্‌দা (র) থেকে বর্ণিত যে, [পূর্বোক্ত সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন] তুমি (সম্পদ) জমা করে রেখো না, (এরূপ করলে) আল্লাহ তোমার রিযক বন্ধ করে দিবেন।

٩٠٤ بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ .

৯০৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাধ্যানুসারে সাদকা করা

١٣٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا جَائَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تُوْعِى فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ارْضَخِى مَااسْتَطَعْتِ .

১৩৫১ আবূ 'আসিম (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রাহীম (র)... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক সময় নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে বললেন ঃ তুমি সম্পদ জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহ তোমা থেকে তা আটকে রাখবেন। কাজেই সাধ্যানুসারে দান করতে থাক।

٩٠٥ بَابُ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيْئَةَ .

৯০৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা গুনাহ মিটিয়ে দেয়

١٣٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ اَنَا اَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِىٌّ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوْفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ اَلصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هٰذِهِ اُرِيْدُ وَلٰكِنِّى اُرِيْدُ الَّتِى تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَاِنَّهُ اِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ اَبَدًا قَالَ قُلْتُ اَجَلْ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ قَالَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَقُلْنَا أَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِى قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً وَذٰلِكَ اَنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالاَغَالِيْطِ .

১৩৫২ কুতায়বা (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ফিত্‌না সম্পর্কিত হাদীস স্মরণ রেখেছ? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বলেছেন, আমি ঠিক সে ভাবেই তা স্মরণ রেখেছি। 'উমর (রা) বললেন, তুমি [রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে] বড় দুঃসাহসী ছিলে, তিনি কী ভাবে বলেছেন (বলত)? তিনি বলেন, আমি বললাম, (হাদীসটি হলো ঃ) মানুষ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী নিয়ে ফিত্‌নায় পতিত হবে আর সালাত, সাদকা ও নেক কাজ সেই ফিতনা মিটিয়ে দিবে। সুলায়মান [অর্থাৎ 'আমাশ (র)] বলেন, আবূ ওয়াইল কোন কোন সময় صَلٰوةٌ (নামায) صَدَقَةٌ (সাদকা) এরপর مَعْرُوْفٌ (সৎকাজ শব্দের স্থলে) اَلاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) বলতেন। 'উমর (রা) বলেন, আমি এ ধরনের ফিতনার কথা জানতে চাইনি, বরং যে ফিত্‌না সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় প্রবল বেগে ছুটে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জীবনকালে ঐ ফিতনার কোন আশংকা নেই। সেই ফিত্‌না ও আপনার মাঝে বন্ধ দরজা রয়েছে। 'উমর (রা) প্রশ্ন করলেন, দরজা কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে না কি খুলে দেওয়া হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, না, বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। 'উমর (রা) বললেন, দরজা ভেঙ্গে দেওয়া হলে কোন দিন তা আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, সত্যই বলেছেন। আবূ ওয়াইল (রা) বলেন, দরজা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এ কথা হুযায়ফা (রা) -এর নিকট প্রশ্ন করে জানতে আমরা কেউ সাহসী হলাম না। তাই প্রশ্ন করতে মাসরূককে অনুরোধ করলাম। মাসরূক (র) হুযায়ফা (রা)-কে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিলেন ঃ দরজা হলেন 'উমর (রা)। আমরা বললাম, আপনি দরজা বলে যাকে উদ্দেশ্য করেছেন, 'উমর (রা) কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আগামীকালের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত (তেমনি নিঃসন্দেহে তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন)। এর কারণ হলো, আমি তাঁকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছি, যাতে কোন ভুল ছিল না।

٩٠٦ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِى الشِّرْكِ ثُمَّ اَسْلَمَ ·

৯০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক থাকাকালে সাদকা করার পর যে ইসলাম গ্রহণ করে (তার সাদকা কবূল হবে কি না)

١٣٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَجْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ·

১৩৫৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) আমি সাদকা প্রদান, দাসমুক্ত করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ন্যায় যত কাজ করেছি সেগুলোতে সওয়াব হবে কি? তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ তা নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছ (তুমি সেসব কাজের সওয়াব পাবে)।

٩٠٧ بَابٌ : اَجْرِ الْخَادِمِ اِذَا تَصَدَّقَ بِاَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ .

৯০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মালিকের আদেশে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত খাদিমের সাদকা করার সওয়াব

١٣٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৩৫৪ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রী তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী থেকে বিপর্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাদকা করলে সে সাদকা করার সওয়াব পাবে, উপার্জন করার কারণে স্বামীও এর সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে।

١٣٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنَفِّذُ وَرُبَمَا قَالَ يُعْطِىْ مَا اُمِرَبِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَلَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ .

১৩৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা' (র)... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী (আপন মালিক কর্তৃক) নির্দেশিত পরিমাণ সাদকার সবটুকুই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সানন্দচিত্তে আদায় করে, কোন কোন সময় তিনি يُنَفِّذُ (বাস্তবায়িত করে) শব্দের স্থলে يُعْطِىْ (আদায় করে) শব্দ বলেছেন, সে খাজাঞ্চীও নির্দেশদাতার ন্যায় সাদকাদানকারী হিসাবে গণ্য।

٩٠٨ بَابُ اَجْرِ الْمَرْأَةِ اِذَا تَصَدَّقَتْ اَوْ اَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ .

৯০৮. পরিচ্ছেদ ঃ ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু সাদ্‌কা করলে বা কাউকে আহার করালে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে

١٣٥٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ .

১৩৫৬ আদম ও 'উমর ইব্ন হাফ্স (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু সাদকা করলে বা আহার করালে স্ত্রী এর সওয়াব পাবে, স্বামীও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও সেই পরিমাণ সওয়াব পাবে। স্বামী উপার্জন করার কারণে আর স্ত্রী দান করার কারণে সওয়াব পাবে।

١٣٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا اَجْرُهَا ، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اِكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৩৫৭ ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)... 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য সামগ্রী থেকে সাদকা করলে সে এর সওয়াব পাবে। উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।

---

٩٠٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى الاية اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا .

৯০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ যে ব্যক্তি দান করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন (আল্লাহকে ভয়) করে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে.... (৯২ ঃ ৫-৮)। হে আল্লাহ! তার দানে উত্তম প্রতিদান দিন।

١٣٥٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ مُزَرِّدٍ عَنْ اَبِي الْحُبَابِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

১৩৫৮ ইসমা'ঈল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিদিন সকালে দু'জন

ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।

٩١٠ بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ .

৯১০. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকা দানকারী ও কৃপণের দৃষ্টান্ত

١٣٥٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ اِلاَّ سَبَغَتْ اَوْ وَفَرَتْ عَلٰى جِلْدِهِ حَتّٰى تُخْفِىَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا اِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِى الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ جُنَّتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرٌ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ جُنَّتَانِ .

১৩৫৯ মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ কৃপণ ও সাদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির মত যাদের পরিধানে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। অপর সনদে আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কৃপণ ও সাদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু'ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে যা তাদের বুক থেকে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহ পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। এমনকি হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে ও (পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলন্ত বর্ম) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন যেন বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না। হাসান ইবন মুসলিম (র) তাউস (র) থেকে "فى الجبتين" বর্ণনায় ইবন তাউস (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর হানযালা (র) তাউস (র) থেকে "جنتان" উল্লেখ করেছেন। লায়স (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে "جنتان" (ঢাল) শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

٩١١ بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ : اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ .

৯১১. পরিচ্ছেদ ঃ উপার্জিত সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্যের সাদ্‌কা। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট, তা ব্যয় কর.... আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২ ঃ ২৬৭)

٩١٢ بَابٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ .

৯১২. পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক মুসলিমের সাদ্‌কা করা উচিত। কারো নিকট সাদ্‌কা দেওয়ার মত কিছু না থাকলে সে যেন সৎকাজ করে

١٣٦٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

১৩৬০ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ প্রত্যেক মুসলিমের সাদকা করা উচিত। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! কেউ যদি সাদ্‌কা দেওয়ার মত কিছু না পায়? (তিনি উত্তরে) বললেন ঃ সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সাদকাও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি এরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন ঃ কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন ঃ এ অবস্থায় সে যেন নেক আমল করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা তার জন্য সাদকা বলে গণ্য হবে।

٩١٣ بَابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ اَعْطَى شَاةً .

৯১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ও সাদ্‌কা কি পরিমাণ দিতে হবে এবং যে বকরী সাদ্‌কা করে

١٣٦١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ بُعِثَ اِلَى نُسَيْبَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَاَرْسَلَتْ اِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَكُمْ شَيْئٌ فَقَالَتْ لَا اِلَّا مَا اَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১৩৬১ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)......উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুসায়বা নাম্নী আনসারী মহিলার জন্য একটি বকরী (সাদকা স্বরূপ) পাঠানো হলো। তিনি বকরীর কিছু অংশ 'আয়িশা (রা)-কে (হাদিয়া স্বরূপ) পাঠিয়ে দিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কাছে (আহার্য) কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন,

নুসায়বা কর্তৃক প্রেরিত সেই বকরীর গোশত ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন ঃ তাই নিয়ে এসো, কেননা বকরী (সাদকা) যথাস্থানে পৌঁছে গেছে (সাদকা গ্রহীতার নিকট)।

٩١٤ بابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ .

৯১৪. পরিচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত

١٣٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الاِبِلِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩৬২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ যাওদ (পাঁচটি) উটের কম সংখ্যকের উপর যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া-এর কম পরিমাণ রূপার উপর যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসক-এর কম পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সাদকা (উশর/নিসফে উশর) নেই।

١٣٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ اَبَاهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهٰذَا .

১৩৬৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি শুনেছি।

٩١٥ بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُوْنِيْ بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيْسٍ اَوْ لَبِيْسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لاَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوْضِ .

৯১৫. পরিচ্ছেদ ঃ পণ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাত আদায় করা। তাউস (র) বলেন, মু'আয (ইবনে জাবাল) (রা) ইয়ামনবাসীদেরকে বললেন, তোমরা যব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর বা পরিধেয় বস্ত্র আমার কাছে যাকাত স্বরূপ নিয়ে এস। ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদীনায় নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের জন্যও উত্তম। নবী ﷺ বলেন ঃ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর ব্যাপার

হলো এই যে, সে তার বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। (মহিলাদের লক্ষ্য করে) নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের অলংকার থেকে হলেও সাদকা কর। [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] নবী ﷺ পণ্যদ্রব্যের যাকাত সেই পণ্য দ্বারাই আদায় করতে হবে এমন নির্দিষ্ট করে দেননি। তখন মহিলাগণ কানের দুল ও গলার হার খুলে দিতে আরম্ভ করলেন, [ইমাম বুখারী (র) বলেন,] সোনা ও রূপার বিষয়টি পণ্যদ্রব্য থেকে পৃথক করেননি (বরং উভয় প্রকারেই যাকাত স্বরূপ গ্রহণ করা হতো)।

١٣٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلٰى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ .

১৩৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বক্‌র (রা) আনাস (রা)-এর কাছে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন সে সম্পর্কে লিখে জানালেন, যে ব্যক্তির উপর যাকাত হিসাবে বিনত্ মাখায[১] ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তা নেই বরং বিনত্ লাবূন[২] রয়েছে, তা হলে তা-ই (যাকাত স্বরূপ) গ্রহণ করা হবে। এ অবস্থায় যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাকে বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। আর যদি বিনত্ মাখায না থাকে বরং ইব্‌ন লাবূন থাকে তা হলে তা-ই গ্রহণ করা হবে। এমতাবস্থায় আদায়কারীর যাকাতদাতাকে কিছু দিতে হবে না।

١٣٦٥ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَاٰى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِىْ وَاَشَارَ اَيُّوْبُ اِلٰى اُذُنِهِ وَاِلٰى حَلْقِهِ .

১৩৬৫ মুআম্মাল (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্‌বা প্রদানের পূর্বেই (ঈদের) সালাত আদায় করেন, এরপর বুঝতে পারলেন যে, (সকলের পিছনে থাকা বিধায়) মহিলাগণকে খুত্‌বার আওয়াজ পৌঁছাতে পারেননি। তাই তিনি মহিলাগণের নিকট আসলেন, তাঁর সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। তিনি একখণ্ড বস্ত্র প্রসারিত করে ধরলেন। নবী ﷺ তাদেরকে উপদেশ দিলেন ও সাদকা করতে আদেশ করলেন। তখন মহিলাগণ তাদের (অলংকারাদি) ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

---

১. বিন্‌ত মাখায ঃ যে উটের এক বছর পূর্ণ হয়েছে।
২. বিন্‌ত লাবূন ঃ যে উটের দু'বছর পূর্ণ হয়েছে।

(রাবী) আইয়ূব (র) তার কান ও গলার দিকে ইংগিত করে (মহিলাগণের অলংকারাদি দান করার বিষয়) দেখালেন।

٩١٦ بَابٌ لاَيُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ .

৯১৬. পরিচ্ছেদ ঃ পৃথকগুলো একত্রিত করা যাবে না। আর একত্রিতগুলো পৃথক করা যাবে না। সালিম (র) থেকে ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

١٣٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنْ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

১৩৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বক্‌র (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান, যাকাত-এর (পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার) আশংকায় পৃথক (প্রাণী)-গুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে পৃথক করা যাবে না।

٩١٧ بَابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ اِذَا عَلِمَ الْخَلِيْطَانِ اَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا ، وَقَالَ سُفْيَانُ لاَ تَجِبُ حَتّٰى يَتِمَّ لِهٰذَا اَرْبَعُوْنَ شَاةً وَلِهٰذَا اَرْبَعُوْنَ شَاةً .

৯১৭. পরিচ্ছেদ ঃ দুই অংশীদার (এর একজনের নিকট থেকে সমুদয় মালের যাকাত উসুল করা হলে) একজন অপরজন থেকে তার প্রাপ্য অংশ আদায় করে নিবে। তাউস ও 'আতা (র) বলেন, প্রত্যেক অংশীদার যদি নিজের মালের পরিচয় করতে সমর্থ হয়, তা হলে (যাকাতের ক্ষেত্রে) তাদের মাল একত্রিত করা হবে না। সুফিয়ান (সাওরী) (র) বলেন, (দুই অংশীদারের) প্রত্যেকের বকরীর সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।

١٣٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

১৩৬৭ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন আবূ বাক্‌র (রা) তা তাকে লিখে জানালেন, এক অংশীদার অপর অংশীদারের নিকট থেকে তার প্রাপ্য আদায় করে নিবে।

٩١٨ بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَأَبُوْ ذَرٍّ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৯১৮. পরিচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত। আবূ বাক্‌র, আবূ যার ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেন

١٣٦٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

১৩৬৮ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমার তো বড় সাহস! হিজরতের ব্যাপারটি কঠিন, বরং যাকাত দেওয়ার মত তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ, আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সাগরের ওপারে হলেও (যেখানেই থাক) তুমি আমল করবে। তোমার সামান্যতম আমলও আল্লাহ নষ্ট করবেন না।

٩١٩ بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ .

৯১৯. পরিচ্ছেদ ঃ যার উপর বিন্‌ত মাখায যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে অথচ তার কাছে তা নেই

١٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ أَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ

الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِى شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ .

১৩৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা লিখে পাঠান ঃ যে ব্যক্তির উপর উটের যাকাত হিসাবে জাযা‘আ[1] ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে জাযা‘আ নেই বরং তার নিকট হিক্‌কা রয়েছে, তখন হিক্‌কা[2] গ্রহণ করা হবে। এর সাথে সম্ভব হলে (পরিপূরকরূপে) দু'টি বকরী দিবে, অথবা বিশটি দিরহাম দিবে। আর যার উপর যাকাত হিসাবে হিক্‌কা ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে হিক্‌কা নেই বরং জাযা‘আ রয়েছে, তখন তার থেকে জাযা‘আ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত উসূলকারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। যার উপর হিক্‌কা ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট বিনত্ লাবূন রয়েছে, তখন বিন্‌তে লাবূনই গ্রহণ করা হবে। তবে মালিক দু'টি বকরী বা বিশটি দিরহাম দিবে। আর যার ওপর বিন্‌ত লাবূন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে হিক্‌কা রয়েছে, তখন তার থেকে হিক্‌কা গ্রহণ করা হবে এবং আদায়কারী মালিককে বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে। আর যার ওপর বিনত্ লাবূন ফরয হয়েছে কিন্তু তার নিকট তা নেই বরং বিনত্ মাখায রয়েছে, তবে তাই গ্রহণ করা হবে, অবশ্য মালিক বিশটি দিরহাম বা দু'টি বকরী দিবে।

٩٢٠ بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ .

৯২০. পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর যাকাত

١٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، وَالَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ اِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ اِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثَى ، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ اِلَى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثَى ، فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَاَرْبَعِيْنَ اِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ اِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ يَعْنِى

১. জাযা'আ ঃ যে উটের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়েছে।
২. হিক্কা ঃ যে উটের বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়েছে।

سِتًّا وَسَبْعِيْنَ اِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ ، فَاذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِأَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ ، فَاذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْاِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ ، وَفِىْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِىْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَاذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلَى مِأَتَيْنِ شَاتَانِ، فَاذَا زَادَتْ عَلَى مِأَتَيْنِ اِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شَاةٍ، فَاذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِى كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ فَاذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

১৩৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মুসান্না আনসারী (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বক্‌র (রা) তাঁকে বাহরাইন পাঠানোর সময় এই বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটাই যাকাতের নিসাব–যা নির্ধারণ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের প্রতি এবং যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যার কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে বেশী চাওয়া হলে তা যেন আদায় না করে। চব্বিশ ও তার চাইতে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে। প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি মাদী বিন্‌ত মাখায (এক বছর বয়স্কা উষ্ট্র শাবক)। ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি মাদী বিন্‌ত লাবূন (দু' বছর বয়স্কা উটের শাবক)। ছয়চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত ষাড়ের পালযোগ্য একটি হিক্‌কা (তিন বছর পূর্ণ হয়েছে এমন উট), একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'আ (চার বছর পূর্ণ দাঁতাল উট), ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দু'টি বিন্‌ত লাবূন, একানব্বইটি থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত ষাঁড়ের পালযোগ্য দুইটি হিক্‌কা। সংখ্যায় একশ' বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে বিন্‌ত লাবূন এবং (অতিরিক্ত) প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্‌কা। যার চারটির বেশী উট নেই, সেগুলোর উপর কোন যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন পাঁচে পৌঁছে তখন একটি বকরী ওয়াজিব। আর বকরীর যাকাত সম্পর্কে ঃ সায়েমা বকরী চল্লিশটি থেকে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী। এর বেশী হলে দু'শটি পর্যন্ত দু'টি বকরী। দু'শর অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী। তিনশ'র অধিক হলে প্রতি এক শ'-তে একটি করে বকরী। কারো সায়েমা বকরীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে। রূপার যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। একশ নব্বই দিরহাম হলে তার যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দান করলে করতে পারে।

٩٢١ بَابُ لاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ .

৯২১. পরিচ্ছেদ ঃ অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা হবে না, তবে উসূলকারী যা ইচ্ছা করেন

١٣٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَابَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ وَلاَ يُخْرَجُ فِىْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ اِلاَّ مَاشَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৩৭২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবূ বক্র (রা) তাঁর নিকট লিখে পাঠান তাতে রয়েছে : অধিক বয়সে দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ বকরী এবং পাঁঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না, তবে উসূলকারী যা ইচ্ছা করেন।

٩٢٢ بَابُ اَخْذِ الْعَنَاقِ فِى الصَّدَقَةِ .

৯২২. পরিচ্ছেদ : বকরীর (চার মাস বয়সের মাদী) বাচ্চা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَأَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

১৩৭৩ আবুল ইয়ামান ও লায়স (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বক্র (রা) বলেছেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি (যাকাতের) ঐ রূপ একটি ছাগল ছানাও দিতে অস্বীকার করে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিত, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যাকাত না দেওয়ার কারণে আমি লড়াই করব। উমর (রা) বলেন, আমি স্পষ্ট বুঝেছি যে; যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ আবূ বক্রের হৃদয় খুলে দিয়েছেন, তাই বুঝলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

٩٢٣ بَابُ لاَتُؤْخَذُ كَرَائِمُ اَمْوَالِ النَّاسِ فِى الصَّدَقَةِ .

৯২৩. পরিচ্ছেদ : যাকাতের ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম মাল নেওয়া হবে না

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ فَاِذَا عَرَفُوْا

اللّٰهُ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوٰتٍ فِىْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاِذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ ‏.

১৩৭৩ উমায়্যা ইব্‌ন বিসতাম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মু'আয (ইব্‌ন জাবাল) (রা)-কে ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে পাঠান, তখন বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাব লোকদের কাছে যাচ্ছ। কাজেই প্রথমে তাদের আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে, তখন তাদের তুমি বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। যখন তারা তা আদায় করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। যখন তারা এর অনুসরণ করবে তখন তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং লোকের উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

٩٢٤ بَابُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ‏.

৯২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই

١٣٧٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ ‏.

১৩৭৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওসাক-এর কম পরিমাণ খেজুরের যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপার যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই।

٩٢٥ بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللّٰهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ وَيُقَالُ جُؤَارٌ يَجْأَرُوْنَ يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ ‏.

৯২৫. পরিচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত। আবূ হুমাইদ (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই সে লোকদের চিনতে পারব, যে হাশরের দিন হাম্বা হাম্বা চিৎকাররত গাভী নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। বলা হয়, خُوَارٌ শব্দের স্থলে جُؤَارٌ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে تَجْأَرُوْنَ মানে গরু যেমন চিৎকার করে, তারা তেমন চিৎকার করবে। (দ্র. সূরা মু'মিনূন ঃ ৬৪)

١٣٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ اِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا اِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৩৭৫ 'উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ (বা তিনি বললেন) কসম সেই সত্তার, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অথবা অন্য কোন শব্দে শপথ করলেন, উট, গরু বা বকরী থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এদের হক আদায় করেনি সেগুলো যেমন ছিল তার চেয়ে বৃহদাকার ও মোটা তাজা করে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করবে এবং শিং দিয়ে গুঁতো দিবে। যখনই দলের শেষটি চলে যাবে তখন পালাক্রমে আবার প্রথমটি ফিরিয়ে আনা হবে। মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে এরূপ চলতে থাকবে। হাদীসটি বুকায়র (র) আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٩٢٦ بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْاَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ .

৯২৬. পরিচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া

নবী ﷺ বলেন ঃ এরূপ দাতার দ্বিগুণ সাওয়াব। আত্মীয়কে দান করার সওয়াব এবং যাকাত দেওয়ার সওয়াব

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّي أَرٰى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ تَابَعَهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاِسْمٰعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ رَايِحٌ بِالْيَاءِ .

১৩৭৬ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা (রা) সবচাইতে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না (৩ ঃ ৯২) তখন আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ বলছেন ঃ তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সাদকা করা হলো, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপন জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। আবূ তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন। রাবী রাওহ (র) رَابِحٌ শব্দে 'আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর রাবী ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ও ইসমা'ঈল (র) মালিক (র) থেকে رَايِحٌ শব্দ বলেছেন।

١٣٧٧ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى زَيْدٌ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَضْحَى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلَّى ، ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَاَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوْا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ اِلَى مَنْزِلِهِ جَائَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ تَسْتَئْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ اَىُّ الزَّيَانِبُ فَقِيْلَ اِمْرَاَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوْا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّكَ اَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِىْ حُلِيٌّ لِىْ فَأَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ وَوَلَدَهُ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ .

১৩৭৭ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিত্‌র দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং সালাত শেষ করলেন। পরে লোকদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের সাদকা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন আর বললেন ঃ লোক সকল! তোমরা সাদকা দিবে। তারপর

মহিলাগণের নিকট গিয়ে বললেন ঃ মহিলাগণ! তোমরা সাদকা দাও। আমাকে জাহান্নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা বেশী অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক। হে মহিলাগণ! জ্ঞান ও দীনে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের মত কাউকে দেখিনি। যখন তিনি ফিরে এসে ঘরে পৌঁছলেন, তখন ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যায়নাব এসেছেন। তিনি বললেন, কোন্ যায়নাব? বলা হলো, ইব্‌ন মাস'ঊদের স্ত্রী। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাকে আসতে দাও। তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ ﷺ আজ আপনি সাদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা সাদকা করব ইচ্ছা করেছি। ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) মনে করেন, আমার এ সাদকায় তাঁর এবং তাঁর সন্তানদেরই হক বেশী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) ঠিক বলেছে। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ সাদকায় অধিক হক্‌দার।

٩٢٧ بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

৯২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমের উপর তার ঘোড়ার কোন যাকাত নেই

١٣٧٨ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ .

১৩৭৮ আদম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমের উপর তার ঘোড়া ও গোলামের কোন যাকাত নেই।

٩٢٨ بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .

৯২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমের উপর তার গোলামের যাকাত নেই

١٣٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِىْ عَبْدِهِ وَلَا فِىْ فَرَسِهِ .

১৩৭৯ মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমের উপর তার গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

٩٢٩ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامٰى .

৯২৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমকে সাদকা দেওয়া

١٣٨٠- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِى مَيْمُوْنَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنِّى مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَاشَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ اِنَّهُ لاَيَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا اُمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اِسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا اَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَاِبْنَ السَّبِيْلِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৩৮০ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তিনি বললেন ঃ আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যা আশংকা করছি তা হলো এই যে দুনিয়ার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য (ধন-সম্পদ) তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে। এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কল্যাণ কি কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে? এতে নবী ﷺ নিরব রইলেন। প্রশ্নকারীকে বলা হলো, তোমার কি হয়েছে? তুমি নবী ﷺ-এর সাথে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমাকে জওয়াব দিচ্ছেন না? তখন আমরা অনুভব করলাম যে, নবী ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি তাঁর ঘাম মুছলেন এবং বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? যেন তার প্রশ্নকে প্রশংসা করে বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্ত মৌসুম যে ঘাস উৎপন্ন করে তা (সবটুকুই সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে তবে) অনেক সময় হয়ত (ভোজনকারী প্রাণীর) জীবন নাশ করে অথবা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী জন্তু, যে পেট ভরে খাওয়ার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে এবং মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে এবং পুনরায় চরে (সেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তেমনি) এই সম্পদ হলো আকর্ষণীয় সুস্বাদু। কাজেই সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম, যে এই সম্পদ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরকে দান করে অথবা নবী ﷺ যেরূপ বলেছেন, আর যে ব্যক্তি এই সম্পদ অন্যায়ভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে খেতে থাকে এবং তার পেট ভরে না। কিয়ামত দিবসে ঐ সম্পদ তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

٩٣٠ بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْاَيْتَامِ فِى الْحَجْرِ قَالَهُ اَبُوْسَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৯৩০. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী ও পোষ্য ইয়াতীমকে যাকাত দেওয়া। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে আবূ সা'ঈদ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন

١٣٨١- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِهَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَجْزِىْءُ عَنِّىْ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِىْ اَنْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِىْ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ ﷺ اَيَجْزِىْءُ عَنِّىْ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَلٰى زَوْجِىْ وَاَيْتَامٍ لِىْ فِىْ حَجْرِىْ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْبِنَا فَدَخَلَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ اِمْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ .

১৩৮১ 'উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ) (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত; (রাবী আ'মাশ (র) বলেন,) আমি ইবরাহীম (র)-এর সাথে এ হাদীসের আলোচনা করলে তিনি আবূ 'উবায়দা সূত্রে 'আমর ইবন হারিস (র)-এর মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে হুবহু বর্ণনা করেন। তিনি [যায়নাব (রা)] বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। তখন নবী ﷺ-কে দেখলাম তিনি বলছেন ঃ তোমরা সাদকা দাও যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। যায়নাব (রা) 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর পোষ্য ইয়াতীমের প্রতি খরচ করতেন। তখন তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জেনে এসো যে, তোমার প্রতি এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের প্রতি খরচ করলে আমার পক্ষ থেকে সাদকা আদায় হবে কি? তিনি [ইব্‌ন মাস'উদ (রা)] বললেন, বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এসো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তাঁর দরজায় আরো একজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। তখন বিলাল (রা)-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করুন, স্বামী ও আপন (পোষ্য) ইয়াতীমের প্রতি সাদকা করলে কি আমার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে? এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমাদের কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তারা কে? বিলাল (রা) বললেন, যায়নাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ যায়নাব? তিনি উত্তর দিলেন, 'আবদুল্লাহর স্ত্রী। নবী ﷺ বললেন ঃ তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে, আত্মীয়কে দেওয়ার সাওয়াব আর সাদকা দেওয়ার সাওয়াব।

١٣٨٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلِىَ اَجْرٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ فَقَالَ اَنْفِقِىْ عَلَيْهِمْ فَلَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

১৩৮২ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমার স্বামী) আবূ সালমার সন্তান, যারা আমারও সন্তান, তাদের প্রতি ব্যয় করলে আমার সাওয়াব হবে কি? তিনি বললেন ঃ তাদের প্রতি ব্যয় কর। তাদের প্রতি ব্যয় করার সাওয়াব তুমি অবশ্যই পাবে।

٩٣١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِى فِى الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ اِذَا اشْتَرَى اَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِى فِى الْمُجَاهِدِيْنَ وَالَّذِىْ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ تَلاَ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ الاٰيَةَ ، فِىْ اَيِّهَا اُعْطِيَتْ اَجْزَاَتْ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ لاَسٍ حَمَلَنَا النَّبِىُّ ﷺ عَلَى اِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ .

৯৩১. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য ও আল্লাহর পথে (৯ ঃ ৬০)। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিজের মালের যাকাত দ্বারা দাস মুক্ত করবে এবং হজ্জ আদায়কারীকে দিবে। হাসান (বসরী) (র) বলেন, কেউ যাকাতের অর্থ দিয়ে তার পিতাকে ক্রয় করলে তা জায়েয হবে। আর মুজাহিদীন এবং যে হজ্জ করেনি (তাকে হজ্জ করার জন্য) তাদেরও (যাকাত) দিবে। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন (আল্লাহর বাণী ঃ) যাকাত পাবে দরিদ্রগণ.... (৯ ঃ ৬০)। এর যে কোন খাতে দিলেই যাকাত আদায় হবে। নবী ﷺ বলেন ঃ খালিদ (ইব্‌ন ওয়ালিদ) (রা) তার বর্মসমূহ জিহাদের কাজে আবদ্ধ রেখেছেন। আবূ লাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আমাদের হজ্জ আদায় করার জন্য বাহনরূপে যাকাতের উট দেন।

١٣٨٣ - حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدْ اِحْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ، تَابَعَهُ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ اِبْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ هِىَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ عَنِ الْاَعْرَجِ مِثْلَهُ .

১৩৮৩ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিলে বলা হলো, ইব্‌ন জামীল, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ও 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত প্রদানে অস্বীকার করছে। নবী ﷺ বললেন ঃ ইব্‌ন জামীলের যাকাত না দেওয়ার কারণ এ ছাড়া কিছু

নয় যে, সে দরিদ্র ছিল, পরে আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রাসূলের বরকতে সম্পদশালী হয়েছে। আর খালিদের ব্যাপার হলো তোমরা খালিদের উপর অন্যায় করেছ, কারণ সে তার বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে আবদ্ধ রেখেছে। আর 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) তো আল্লাহর রাসূলের চাচা। তাঁর যাকাত তাঁর জন্য সাদকা এবং সমপরিমাণও তার জন্য সাদকা। ইব্ন আবুয্ যিনাদ (র) তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'আইব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর ইব্ন ইসহাক (র) আবুয্ যিনাদ (র) থেকে হাদীসের শেষাংশে 'সাদকা' শব্দের উল্লেখ করেন নি। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আ'রাজ (র) থেকে অনুরূপ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।

٩٣٢ بَابُ الْاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْئَلَةِ .

৯৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যাচনা থেকে বিরত থাকা

١٣٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ .

১৩৮৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছুসংখ্যক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে, যে যাচনা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চাইতে উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।

١٣٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ اَعْطَاهُ اَوْمَنَعَهُ .

১৩৮৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে যাচনা করার চাইতে অনেক ভাল, চাই সে দিক বা না দিক।

١٣٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَاْتِىَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ .

১৩৮৬ মূসা (র)... যুবাইর ইব্‌ন 'আওয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাচনা করার অপমান থেকে) রক্ষা করেন, তা মানুষের কাছে সাওয়াল করার চাইতে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।

١٣٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْعُوْ حَكِيْمًا اِلَى الْعَطَاءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى حَكِيْمٍ اَنِّىْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هٰذَا الْفَىْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ .

১৩৮৭ 'আবদান (র)... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। তারপর বললেন ঃ হে হাকীম, এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ছাড়া) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত (সাওয়াল করে) আমি কাউকে সামান্যতমও ক্ষতিগ্রস্ত করব না। এরপর আবূ বকর (রা) হাকীম (রা)-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর 'উমর (রা) (তাঁর যুগে) তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। 'উমর (রা) বললেন, মুসলিমগণ! হাকীম (র)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি। আমি তাঁর কাছে এই গনীমত থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ

করতে অস্বীকার করেছে। (সত্য সত্যই) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হাকীম (রা) মৃত্যু পর্যন্ত কারো নিকট কিছু চেয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন নি।

---

٩٣٣ بَابُ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلاَ اِشْرَافِ نَفْسٍ وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ .

৯৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাকে আল্লাহ সাওয়াল ও অন্তরের লোভ ছাড়া কিছু দান করেন। (আল্লাহ্র বাণী) তাদের (ধনীদের) সম্পদে হক রয়েছে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের (৫১ ঃ ১৯)

١٣٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذْهُ اِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَىْءٌ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

১৩৮৮ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, যে আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত, তাকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ তা গ্রহণ কর। যখন তোমার কাছে এসব মালের কিছু আসে অথচ তার প্রতি তোমার অন্তরের লোভ নেই এবং তার জন্য তুমি যাচনাকারীও নও, তখন তা তুমি গ্রহণ করবে। এরূপ না হলে তুমি তার প্রতি অন্তর ধাবিত করবে না।

٩٣٤ بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا .

৯৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ সম্পদ বাড়ানোর জন্য যে মানুষের কাছে সাওয়াল করে

١٣٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الاُذُنِ فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ ، ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَزَادَ عَبْدُ اللّٰهِ ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ فَيَشْفَعُ لِيُقْضٰى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِى حَتّٰى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَحْمَدُهُ اَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ، وَقَالَ مُعَلّٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ اَخِى الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَسْئَلَةِ .

১৩৮৯ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চাইতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশ্‌ত থাকবে না। তিনি আরো বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য তাদের অতি কাছে আসবে, এমনকি ঘাম কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছবে। যখন তারা এই অবস্থায় থাকবে, তখন তারা সাহায্য চাইবে আদম ('আ)-এর কাছে, তারপর মূসা ('আ)-এর কাছে, তারপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে। 'আবদুল্লাহ (র) লায়স (র)-এর মাধ্যমে ইবন আবূ জা'ফর (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সৃষ্টের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি যেতে যেতে জান্নাতের ফটকের কড়া ধরবেন। সেদিন আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন। হাশরের ময়দানে সমবেত সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে। রাবী মু'আল্লা (র).... ইব্‌ন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যাচনা করা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٩٣٥ باب قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لاَيَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَكَمِ الْغِنٰى وَقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ اِلٰى قَوْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ .

৯৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচনা করে না। (২ ঃ ২৭৩) আর ধনী হওয়ার পরিমাণ কত? নবী ﷺ-এর বাণী এবং এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার কাছে নেই, যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারবে। (আল্লাহ বলেন) তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না, (তারা) যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে ধারণা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ ঃ ২৭৩)

١٣٩٠- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِ اَوْ لاَ يَسْاَلُ النَّاسَ اِلْحَافًا .

১৩৯০ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয়, যাকে এক দু' লোকমা ফিরিয়ে দেয় (যথেষ্ট হয়) বরং সে-ই প্রকৃত মিসকীন যার কোন সম্পদ নেই, অথচ সে (চাইতে) লজ্জাবোধ করে অথবা লোকদেরকে আঁকড়ে ধরে সাওয়াল করে না।

١٣٩١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ اَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِىْ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ اكْتُبْ اِلَىَّ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ .

১৩৯১ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (র)-এর কাতিব (একান্ত সচিব) বলেছেন, মু'আবিয়া (রা) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর কাছে লিখে পাঠালেন যে, নবী ﷺ-এর কাছ থেকে আপনি যা শুনেছেন তার কিছু আমাকে লিখে জানান। তিনি তাঁর কাছে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, (১) অনর্থক কথাবার্তা, (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অত্যধিক সাওয়াল করা।

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ فَقُمْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُرَاهُ مُؤْمِنًا اَوْ قَالَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا اَوْ قَالَ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا اَوْ قَالَ مُسْلِمًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنِّيْ لَاُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهِ ، وَعَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِيْ وَكَتِفِيْ ثُمَّ قَالَ اَقْبِلْ اَيْ سَعْدُ اِنِّيْ لَاُعْطِي الرَّجُلَ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فَكُبْكِبُوْا قُلِبُوْا مُكِبًّا اَكَبَّ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلٰى اَحَدٍ فَاِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللّٰهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَبْتُهُ اَنَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ هُوَاَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ اَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ .

১৩৯২ মুহাম্মদ ইব্‌ন গুরাইর যুহরী (র)... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। আমি তাদের মধ্যে বসা ছিলাম। নবী ﷺ তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না। অথচ সে ছিল আমার বিবেচনায় তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আমি তো তাকে অবশ্য মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন ঃ বরং মুসলিম (বল)। সা'দ (রা) বলেন, এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন ঃ বরং মুসলিম। এবারও কিছুক্ষণ নিরব রইলাম। আবার তার সম্পর্কে আমার ধারণা প্রবল হয়ে উঠলে আমি বললাম, অমুক সম্পর্কে আপনার কি হলো? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলে মনে করি। নবী ﷺ বললেন ঃ অথবা মুসলিম! এভাবে তিনবার বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি একজনকে দিয়ে থাকি অথচ অন্য ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় এই আশঙ্কায় যে, তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অপর সনদে ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে এভাবে বলতে শুনেছি, তিনি

হাদীসটি বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধে হাত রাখলেন, এরপর বললেন, হে সা'দ! অগ্রসর হও। আমি তো এক ব্যক্তিকে দিয়ে থাকি....। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, فَكُبْكِبُوْا অর্থ উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। مُكِبًّا আরবী বাগধারা অনুসারে اَكَبَّ الرَّجُلُ থেকে গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ কর্তার কর্ম যখন কারো প্রতি না বর্তায় তখনই এরূপ বলা হয়ে থাকে। আর যদি কর্ম কারোর উপর বর্তায়, তখন বলা হয় كَبَّهُ اللّٰهُ لِوَجْهِهِ ও كَبَبْتُهُ اَنَا আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, সালিহ ইবন ফায়সাল (র) যুহরী (র) থেকে বয়সে বড় ছিলেন আর তিনি ইবন 'উমর (রা)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন।

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ .

১৩৯৩ ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, প্রকৃত মিসকীন সে নয়, যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দু' লুকমা অথবা এক-দু'টি খেজুর পেলে ফিরে যায় বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে যাচনা করে বেড়ায় না।

١٣٩٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ اَحْسِبُهُ قَالَ اِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ

১৩৯৪ 'উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে সকালবেলা বের হয়, (রাবী বলেন) আমার ধারণা যে, তিনি বলেছেন, পাহাড়ের দিকে, তারপর লাকড়ী সংগ্রহ করে এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং দানও করে, তা তার পক্ষে লোকের কাছে যাচনা করার চাইতে উত্তম।

٩٣٦ بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ .

৯৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের পরিমাণ আন্দাজ করা

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِىَ الْقُرٰى اِذَا اِمْرَاَةٌ فِىْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اُخْرُصُوْا وَخَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا اَحْصِىْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا اَتَيْنَا تَبُوْكَ

قَالَ اَمَّا اِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيْدَةٌ فَلاَ يَقُوْمَنَّ اَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَاَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ وَاَهْدَى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ ، فَلَمَّا اَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيْقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيْ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ اِبْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى اُحُدًا قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِيْ سَاعِدَةَ اَوْ دُوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيْقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَقُلْ حَدِيْقَةٌ . وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِيْ سَاعِدَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ .

১৩৯৫ সাহল ইব্‌ন বাক্কার (র)... আবূ হুমাইদ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে শরীক হয়েছি। যখন তিনি ওয়াদিল কুরা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন এক মহিলা তার নিজের বাগানে উপস্থিত ছিল। নবী ﷺ সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা এই বাগানের ফলগুলোর পরিমাণ আন্দাজ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দশ ওসাক পরিমাণ আন্দাজ করলেন। তারপর মহিলাকে বললেন ঃ উৎপন্ন ফলের হিসাব রেখো। আমরা তাবূক পৌঁছলে, তিনি বললেন ঃ সাবধান! আজ রাতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং প্রত্যেকেই যেন তার উট বেঁধে রাখে। তখন আমরা নিজ নিজ উট বেঁধে নিলাম। প্রবল ঝড় হতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে তায় নামক পর্বতে নিক্ষেপ করল। আয়লা নগরীর শাসনকর্তা নবী ﷺ-এর জন্য একটি সাদা খচ্চর ও চাদর হাদিয়া দিলেন। আর নবী ﷺ তাকে সেখানকার শাসনকর্তারূপে বহাল থাকার লিখিত নির্দেশ দিলেন। (ফেরার পথে) ওয়াদিল কুরা পৌঁছে সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল হয়েছে? মহিলা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমিত পরিমাণ, দশ ওসাকই হয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছতে ইচ্ছুক। তোমাদের কেউ আমার সাথে দ্রুত যেতে চাইলে জলদী কর। ইব্‌ন বাক্কার (র) এমন একটি বাক্য বললেন, যার অর্থ, যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন তখন বললেন ঃ ইহা ত্বাবা (মদীনার অপর নাম)। এরপর যখন তিনি উহুদ পর্বত দেখতে পেলেন তখন বললেন ঃ এই পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। আনসারদের সর্বোত্তম গোত্রটি সম্পর্কে আমি তোমাদের খবর দিব কি? তারা বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ বনূ নাজ্জার গোত্র, তারপর বনূ 'আবদুল আশহাল গোত্র, এরপর বনূ সা'য়ীদা গোত্র অথবা বনূ হারিস

ইব্ন খাযরাজ গোত্র। আনসারদের সকল গোত্রেই কল্যাণ রয়েছে। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, যে বাগান দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত তাকে বলা হয় حَدِيْقَةٌ এবং যা দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত নয় তাকে حَدِيْقَةٌ বলা হয় না। সাহল ইব্ন বাক্কার (র) সুলায়মান ইবন বিলাল সূত্রে 'আমর (র) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এরপর বনূ হারিস ইবন খাযরাজ গোত্র, এরপর বনূ সায়িদা গোত্র। এবং সুলায়মান (র)... নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।

٩٣٧ بابُ الْعُشْرُ فِيْمَا يُسْقى مِنْ مَاءِ السَّمَآءِ وَالْمَاءِ الْجَارِىْ وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى الْعَسَلِ شَيْئًا .

৯৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির পানি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমির উৎপাদিত ফসলের উপর 'উশর। 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) মধুর ওপর ('উশর) ওয়াজিব মনে করেননি

১৩৯৬ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا تَفْسِيْرُ الْاَوَّلِ لاَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِى الْاَوَّلِ يَعْنِى حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِىْ هٰذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُوْلَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِىْ عَلَى الْمُبْهَمِ اِذَا رَوَاهُ اَهْلُ الثَّبْتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِى الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ بِلاَلٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ، وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ .

১৩৯৬ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ছাড়া উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর 'উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ 'উশর। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এই হাদীসটি প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, প্রথম হাদীস অর্থাৎ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে 'উশর বা অর্ধ 'উশর-এর ক্ষেত্র নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি। আর এই হাদীসে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে। রাবী নির্ভরযোগ্য হলে তাঁর বর্ণনায় অন্য সূত্রের বর্ণনা অপেক্ষা বর্ধিত অংশ থাকলে গ্রহণযোগ্য হয় এবং এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনা অস্পষ্ট বর্ণনার ফয়সালাকারী হয়। যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফাযল ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ কা'বাগৃহে সালাত আদায় করেন নি। বিলাল (রা) বলেন, সালাত আদায় করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিলাল (রা)-এর বর্ণনা গৃহীত হয়েছে আর ফাযল (রা)-এর বর্ণনা গৃহীত হয়নি।

٩٣٨ بَابٌ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

৯৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই

١٣٩٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِىْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِّنَ الْاِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِىْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ .

১৩৯৭ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওসাক-এর কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যেরও যাকাত নেই।

٩٣٩ بَابُ اَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِىُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ :

৯৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর সংগ্রহের সময় যাকাত দিতে হবে এবং শিশুকে যাকাতের খেজুর নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে কি?

١٣٩٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْاَسَدِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِىْءُ هٰذَا بِتَمْرِهِ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتّٰى يَصِيْرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذٰلِكَ التَّمْرِ فَاَخَذَ اَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِىْ فِيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَاْكُلُوْنَ الصَّدَقَةَ .

১৩৯৮ 'উমর ইবন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আসাদী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর কাটার মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (সাদকার) খেজুর আনা হতো। অমুকে তার খেজুর নিয়ে আসতো, অমুকে এর খেজুর নিয়ে আসতো। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খেজুর স্তূপ হয়ে গেল। হাসান ও হুসাইন (রা) সে খেজুর নিয়ে খেলতে লাগলেন, তাদের একজন একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ থেকে খেজুর বের করে বললেন, তুমি কি জান না যে, মুহাম্মদের বংশধর (বনূ হাশিম) সাদকা খায় না।

٩٤٠ - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ اَوْ نَخْلَهُ اَوْ اَرْضَهُ اَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيْهِ الْعُشْرُ اَوِ الصَّدَقَةُ فَاَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ اَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيْهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَةَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلٰى اَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ .

৯৪০. পরিচ্ছেদ ঃ এমন ফল বা খেজুর গাছ, অথবা (ফসল) সহ জমি, কিংবা শুধু (জমির) ফসল বিক্রয় করা, যেগুলোর উপর যাকাত বা 'উশর ফরয হয়েছে, আর ঐ যাকাত বা 'উশর অন্য ফল বা ফসল দ্বারা আদায় করা বা এমন ফল বিক্রয় করা যেগুলোর উপর সাদকা ফরয হয়নি। নবী ﷺ-এর উক্তি ঃ ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করবে না, কাজেই ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পর কাকেও বিক্রি করতে নিষেধ করেন নি এবং কার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে আর কার উপর ওয়াজিব হবে না, তা নির্দিষ্ট করেন নি।

١٣٩٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَكَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتّٰى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ .

১৩৯৯ হাজ্জাজ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খেজুর ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যখন তাঁকে ব্যবহারযোগ্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন ঃ ফল নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হওয়া।

١٤٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى خَالِدُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا .

১৪০০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফল ব্যবহারযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

١٤٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِىَ قَالَ حَتّٰى تَحْمَارَّ .

১৪০১ কুতায়বা (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রং ধরার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এর অর্থ লালচে হওয়া।

٩٤١ بَابٌ هَلْ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ وَلاَ بَأْسَ اَنْ يَشْتَرِىَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ .

৯৪১. পরিচ্ছেদ ঃ নিজের সাদকাকৃত বস্তু কেনা যায় কি? অন্যের সাদকাকৃত বস্তু ক্রয় করতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী ﷺ বিশেষভাবে সাদকা প্রদানকারীকে তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যকে নিষেধ করেন নি।

١٤٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ

اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ فَبِذٰلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ اَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ اِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً .

১৪০২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করতেন যে, 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাস্তায় তাঁর একটি ঘোড়া সাদকা করেছিলেন। পরে তা বিক্রয় করা হচ্ছে জেনে তিনি নিজেই তা ক্রয় করার ইচ্ছায় নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর মত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না। সে নির্দেশের কারণে ইব্ন 'উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল নিজের দেওয়া সাদকার বস্তু কিনে ফেললে সেটি সাদকা না করে ছাড়তেন না।

١٤٠٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِيْهِ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهِ .

১৪০৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য) দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিবে না, সে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সাদকা ফিরিয়ে নেয় সে যেন আপন বমি পুনঃ গলাধঃকরণ করে।

٩٤٢ بَابُ مَا يُذْكَرُ فِى الصَّدَقَةِ لِلنَّبِىِّ ﷺ وَاٰلِهِ .

৯৪২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-ও তাঁর বংশধরদের সাদ্‌কা দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা

١٤٠٤– حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِى فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ .

১৪০৪ আদম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ইব্ন 'আলী (রা) সাদকার একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। নবী ﷺ তা ফেলে দেওয়ার জন্য কাখ্ কাখ্ (ওয়াক ওয়াক) বললেন। তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকা খাই না!

٩٤٣ بَابُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَوَالِى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের আযাদকৃত দাস-দাসীদেরকে সাদকা দেওয়া

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا .

১৪০৫ সা'দ ইবন 'উফাইর (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) কর্তৃক আযাদকৃত জনৈক দাসীকে সাদ্‌কা স্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন? তারা বললেন ঃ এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা কেবল খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

١٤٠٢ - حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ وَاَرَادَ مَوَالِيْهَا اَنْ يَشْتَرِطُوْا وَلاَئَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَتْ وَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هٰذَا مَاتُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

১৪০৬ আদম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বারীরা নাম্নী দাসীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে কিনতে চাইলেন, তার মালিকরা বারীরার "ওয়ালা" (অভিভাবকত্বের অধিকার)-এর শর্ত আরোপ করতে চাইল। 'আয়িশা (রা) (বিষয়টি সম্পর্কে) নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় কর। কারণ যে (তাকে) আযাদ করবে "ওয়ালা" তারই। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একটু গোশত হাযির করা হলো। আমি বললাম ঃ এ বারীরাকে সাদ্‌কা স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, এ বারীরা'র জন্য সাদ্‌কা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

٩٤٤ بَابُ اِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ .

৯৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাদ্‌কার প্রকৃতি পরিবর্তন হলে

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ

الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ فَقَالَتْ لاَ اِلاَّ شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ اِلَيْهَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِى بَعَثْتَ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১৪০৭ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... উম্মে 'আতিয়্যা আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ 'আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাছে (খাওয়ার) কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ না, তবে আপনি সাদ্‌কা স্বরূপ নুসায়বাকে বকরীর যে গোশত পাঠিয়েছিলেন, সে তার কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিল (তা ছাড়া কিছু নেই)। তখন নবী (সা) বললেন ঃ সাদকা তার যথাস্থানে পৌঁছেছে।

١٤٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৪০৮ ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা (রা)-কে সাদ্‌কাকৃত গোশতের কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হল। তিনি বললেন, তা বারীরার জন্য সাদ্‌কা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। আবূ দাঊদ (র) বলেন যে, শু'বা (র) কাতাদা (র) সূত্রে আনাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٤٥ بَابُ اَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ فِى الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوْا

৯৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ ধনীদের থেকে সাদকা গ্রহণ করা এবং যে কোন স্থানের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা

١٤٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

১৪০৯ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদ্‌কা (যাকাত) ফরয করেছেন– যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে (কেবল) তাদের উত্তম মাল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে এবং মযলূমের বদদু'আকে ভয় করবে। কেননা, তার (বদদু'আ) এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

---

٩٤٦ بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَقَوْلِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

৯৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাদাতার জন্য ইমামের কল্যাণ কামনা ও দু'আ এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন। আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন, আপনার দু'আ তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। (৯ ঃ ১০৩)

١٤١٠– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى .

১৪১০ হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন যখন নবী ﷺ-এর নিকট নিজেদের সাদকা নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ! অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। একবার আমার পিতা সাদকা নিয়ে হাযির হলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবূ আওফা'র বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

٩٤٧ بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَىْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِى الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِى الَّذِى يُصَابُ فِى الْمَاءِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي اِسْرَائِيلَ بِاَنْ يُسْلِفَهُ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَاَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَاَدْخَلَ فِيهَا اَلْفَ دِيْنَارٍ فَرَمٰى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ اَسْلَفَهُ فَاِذَا بِالْخَشَبَةِ فَاَخَذَهَا لاَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

৯৪৭ পরিচ্ছেদ ঃ সাগর থেকে সংগৃহীত সম্পদ। ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, আম্বর রিকায[১] নয়, বরং তা এমন বস্তু সাগর যা তীরে নিক্ষেপ করে। হাসান (র) বলেন, আম্বর ও মতীর ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। অথচ নবী ﷺ রিকাযের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ধার্য করেছেন। আর যা পানিতে পাওয়া যায় তা রিকায নয়। লাইস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার (কর্জ) চাইলে, সে তাকে তা দিল। সে সাগরপথে যাত্রা করল কিন্তু কোন নৌযান পেল না। তখন একটি কাঠের টুকরা নিয়ে তা ছিদ্র করে এক হাজার দীনার তাতে ভরে তা সাগরে নিক্ষেপ করল। ঋণদাতা সাগর তীরে পৌঁছে একটি কাঠ (ভেসে আসতে) দেখে তার পরিবারের জন্য লাকড়ি হিসাবে নিয়ে আসল। তারপর (রাবী) পুরা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। (সবশেষে রয়েছে) কাঠ চেরাই করার পর সে তার প্রাপ্য মাল পেয়ে গেল।

٩٤٨ بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ اِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَاَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَاكَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي اَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ اَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَاِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِي اَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَاِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَنَّهُ يُقَالُ اَرْكَزَ الْمَعْدِنُ اِذَا اُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ وَرَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا اَوْكَثُرَ ثَمَرُهُ اَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ اَنْ يَكْتُمَهُ وَلاَ يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ

৯৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। ইমাম মালিক ও ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) (ইমাম শাফি‘য়ী) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদই রিকায। তার অল্প ও অধিক পরিমাণে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আর মা‘দিন[২] রিকায নয়। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মা‘দিনে (খননের ঘটনায়) নিসাব নেই, রিকাযের এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। ‘উমর ইবন ‘আবদুল ‘আযীয (র) মা‘দিন-এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করতেন। হাসান (র) বলেন, যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত ভূমির রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব এবং সন্ধিকৃত ভূমির রিকাযের যাকাত ওয়াজিব। শত্রুর ভূমিতে লুক্‌তা[৩] পাওয়া গেলে লোকদের মধ্যে তা ঘোষণা

১. রিকায ঃ ভূগর্ভে প্রাপ্ত বা প্রোথিত সম্পদ।
২. মা'দিন ঃ খনিজদ্রব্য।
৩. লুক্‌তা ঃ পড়ে থাকা বস্তু।

করবে। বস্তুটি শত্রুর হলে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। জনৈক ব্যক্তি [ইমাম আবূ হানীফা (র)] বলেন ঃ মা'দিন রিকাযই, (তার প্রকারবিশেষ মাত্র) জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদের ন্যায়। তাঁর যুক্তি হলো ঃ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ তখন বলা হয়, যখন খনি থেকে কিছু উত্তোলন করা হয়। তাঁকে বলা যায়, কাউকে কিছু দান করলে এবং এতে সে এ দিয়ে প্রচুর লাভবান হলে অথবা কারো প্রচুর ফল উৎপাদিত হলে বলা হয় أَرْكَزْتَ এরপর তিনি নিজেই স্ব-বিরোধী কথা বলেন। তিনি বলেন ঃ মা'দিন থেকে উত্তোলিত সম্পদ গোপন রাখায় ও এক-পঞ্চমাংশ না দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

١٤١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

১৪১১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

٩٤٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِيْنَ مَعَ الْاِمَامِ

৯৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ এবং যে সব কর্মচারী যাকাত উসূল করে (৯ ঃ ৬০) এবং যাকাত উসূলকারীর ইমামের নিকট হিসাব প্রদান

١٤١٢- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَسْدِ عَلٰى صَدَقَاتِ بَنِىْ سُلَيْمٍ يُدْعٰى اِبْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ .

১৪১২ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)... আবূ হুমাইদ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আস্‌দ গোত্রের ইব্ন লুত্‌বিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ সুলাইম গোত্রের যাকাত উসূল করার কাজে নিয়োগ করেন। তিনি ফিরে আসলে তার নিকট থেকে নবী ﷺ হিসাব নিলেন।

٩٥٠ بَابُ اِسْتِعْمَالِ اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَاَلْبَانِهَا لِاَبْنَاءِ السَّبِيْلِ

৯৫০. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাতের উট ও তার দুধ মুসাফিরের জন্য ব্যবহার করা

١٤١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ

إِجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَأْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعُضُّوْنَ الْحِجَارَةَ ، تَابَعَهُ اَبُوْ قِلَابَةَ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ .

১৪১৩ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যাকাতের উটের কাছে গিয়ে উটের দুধ পান করার ও পেশাব (ব্যবহার করার) অনুমতি প্রদান করেন। তারা রাখালকে (নির্মমভাবে) হত্যা করে এবং উট হাঁকিয়ে নিয়ে (পালিয়ে) যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে লোক প্রেরণ করেন, তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাদের হাত পা কেটে দেন এবং তাদের চোখে তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করেন আর তাদেরকে হাররা নামক উত্তপ্ত স্থানে ফেলে রাখেন। তারা (যন্ত্রণায়) পাথর কামড়ে ধরে ছিল। আবূ কিলাবা, সাবিত ও হুমাইদ (র) আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় কাতাদা (র)-এর অনুসরণ করেন।

٩٥١ بَابُ وَسْمِ الْاِمَامِ اِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

৯৫১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম নিজ হাতে যাকাতের উটে চিহ্ন দেওয়া

١٤١٤– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِيْ يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ اِبِلَ الصَّدَقَةِ .

১৪১৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ তালহাকে সাথে নিয়ে আমি একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁকে তাহ্‌নীক[১] করানোর উদ্দেশ্যে গেলাম। তখন আমি তাঁকে নিজ হাতে একটি শলাকা দিয়ে যাকাতের উটের গায়ে চিহ্ন লাগাতে দেখলাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

٩٥٢ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَاَى اَبُوْ الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيْضَةً

৯৫২. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিতর ফরয। আবুল ‘আলীয়া ‘আতা ও ইব্‌ন সীরীন (র)-এর অভিমত হলো সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করা ফরয

١٤١٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ هُوَ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا

১. খেজুর বা মধু জাতীয় কিছু চিবিয়ে বরকতের জন্য সদ্যজাত শিশুর মুখে প্রদান করা।

مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

১৪১৫ ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাকান (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ্কাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٥٣ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

৯৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের গোলাম ও অন্যান্যের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা

١٤١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

১৪১৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুসলিমদের প্রত্যেক আযাদ, গোলাম পুরুষ ও নারীর পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিত্র হিসাবে খেজুর অথবা যব-এর এক সা' পরিমাণ আদায় করা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয করেছেন।

٩٥٤ بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ

৯৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিত্র এক সা' পরিমাণ যব

١٤١٧ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ .

১৪১৭ কাবীসা ইব্ন 'উকবা (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ যব দ্বারা সাদকাতুল ফিত্র আদায় করতাম।

٩٥٥ بَابٌ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

৯৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিত্র এক সা' পরিমাণ খাদ্য

١٤١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ

صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ .

১৪১৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পরিমাণ যব অথবা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ পনির অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম।

٩٥٦ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

৯৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাদকাতুল ফিত্‌র এক সা' পরিমাণ খেজুর

١٤١٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

১৪১৯ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [redacted] সাদকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব দিয়ে আদায় করতে নির্দেশ দেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তারপর লোকেরা যবের সমপরিমাণ হিসেবে দু' মুদ (অর্ধ সা') গম আদায় করতে থাকে।

٩٥٧ بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيْبٍ

৯৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ (সাদকাতুল ফিত্‌র) এক সা' পরিমাণ কিসমিস

١٤٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَكِيْمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ اُرٰى مُدًّا مِنْ هٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ .

১৪২০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনীর (র)... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী [redacted]-এর যুগে এক সা' খাদ্যদ্রব্য বা এক সা' খেজুর বা এক সা' যব বা এক সা' কিসমিস দিয়ে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম। মু'আবিয়া (রা)-র যুগে যখন গম আমদানী হল তখন তিনি বললেন, এক মুদ গম (পূর্বোক্তগুলোর) দু' মুদ-এর সমপরিমাণ বলে আমার মনে হয়।

٩٥٨ بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ

৯৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের সালাতের পূর্বেই সাদ্‌কাতুল ফিত্‌র আদায় করা

١٤٢١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ .

১৪২১ আদম (র).... (আবদুল্লাহ) ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ লোকদেরকে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দেন।

١٤٢٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْاَقِطُ وَالتَّمْرُ .

১৪২২ মু‘আয ইব্‌ন ফাযালা (রা).... আবূ সা‘ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে ঈদের দিন এক সা‘ পরিমাণ খাদ্য সাদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করতাম। আবূ সা‘ঈদ (রা) বলেন, আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিসমিস, পনির ও খেজুর।

٩٥٩ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ ، وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِى الْمَمْلُوْكِيْنَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكّٰى فِى التِّجَارَةِ وَيُزَكّٰى فِى الْفِطْرِ

৯৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব। যুহরী (র) বলেন, (বাণিজ্যপণ্য হিসেবে) ব্যবসায়ের জন্য ক্রয় করা গোলামের যাকাত দিতে হবে এবং তাদের সাদ্‌কাতুল ফিত্‌রও দিতে হবে

١٤٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اَوْقَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّفَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُعْطِى التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ التَّمْرِ فَاَعْطٰى شَعِيْرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتّٰى اَنْ كَانَ يُعْطِىْ عَنْ بَنِىَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِىَّ يَعْنِىْ بَنِىْ نَافِعٍ قَالَ كَانُوْا يُعْطُوْنَ لِيُجْمَعَ لَا لِلْفُقَرَاءِ .

১৪২৩ আবূ নু‘মান (র)... ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা,

আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর অথবা (বলেছেন) সাদকা-ই-রামাযান হিসাবে এক সা' খেজুর বা এক এক সা' যব আদায় করা ফরয করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ সা' গমকে এক সা' খেজুরের সম মান দিতে লাগল। (রাবী নাফি' বলেন) ইব্ন 'উমর (রা) খেজুর (সাদকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে 'উমর (রা) প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদকাতুল ফিত্‌র আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু' দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমার সন্তান অর্থাৎ নাফি' (র)-এর সন্তান। তিনি আরও বলেন, সাদকার মাল একত্রিত করার জন্য দিতেন, ফকীরদের দেওয়ার জন্য নয়।

٩٦٠ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ. قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو وَرَاَى عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ وَطَاؤُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيْرِيْنَ اَنْ يُزَكّٰى مَالُ الْيَتِيْمِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يُزَكّٰى مَالُ الْمَجْنُوْنِ

৯৬০. পরিচ্ছেদ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। আবূ 'আমর (র) বলেন, 'উমর, 'আলী, ইবন 'উমর, জাবির, 'আয়িশা (রা) তাউস, 'আতা ও ইবন সীরীন (র) ইয়াতীমের মাল থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুহরী (র) বলেন, পাগলের মাল থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা হবে

١٤٢٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ .

১৪২৪ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, আযাদ ও গোলাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর সাদকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন।

كِتَابُ الْمَنَاسِك

অধ্যায় ঃ হজ্জ

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الْمَنَاسِك

অধ্যায় ঃ হজ্জ

٩٦١ بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

৯৬১. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও এর ফযীলত

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (৩ ঃ ৯৭)

١٤٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَائَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَيَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ .

১৪২৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা) একই বাহনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এরপর খাশ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা উপস্থিত হল। তখন ফযল (রা) সেই মহিলার দিকে তাকাতে থাকেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকেন। মহিলাটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর বান্দার উপর ফরযকৃত হজ্জ আমার বয়োবৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ হাঁ (আদায় কর)। ঘটনাটি হজ্জাতুল বিদা'র সময়ের।

٩٦٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ فِجَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ

৯৬২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তারা তোমার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটগুলোর পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোয় উপস্থিত হতে পারে। (২২ ঃ ২৭) فِجَاجًا অর্থ হলো প্রশস্ত পথ।

১٤٢٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِىْ بِهِ قَائِمَةً .

১৪২৬ আহমদ ইব্‌ন 'ঈসা (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফা নামক স্থানে তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করেন, বাহনটি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকেন।

١٤٢٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِىُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اِهْلاَلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ رَوَاهُ اَنَسٌ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَعْنِى حَدِيْثَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسٰى .

১৪২৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাল্‌বিয়া পাঠ যুল-হুলাইফা থেকে শুরু হত যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতো। হাদীসটি আনাস ও ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ ইবরাহীম ইবন মূসা (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি।

٩٦٣ بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ وَقَالَ اَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهَا اَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ شُدُّوْا الرِّحَالَ فِى الْحَجِّ فَاِنَّهُ اَحَدُ الْجِهَادَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ حَجَّ اَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيْحًا وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ

৯৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ উটের হাওদায় আরোহণ করে হজ্জে গমন

আবান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'আয়িশা (রা)- এর সাথে তাঁর

ভাই 'আবদুর রাহমান (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি 'আয়িশাকে "তান'ঈম" নামক স্থান থেকে ছোট্ট একটি হাওদায় বসিয়ে 'উমরা করাতে নিয়ে যান। 'উমর (রা) বলেন, তোমরা হজ্জে (গমনের উদ্দেশ্যে) উটের পিঠে হাওদা মজবুত করে বাঁধ (সফর কর)। কেননা, হজ্জও এক প্রকারের জিহাদ। মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (র)... সুমামা ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনাস (রা) হাওদায় আরোহণ অবস্থায় হজ্জে গমন করেছেন অথচ তিনি কৃপণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি আরো বলেন, নবী ﷺ হাওদায় আরোহণ করে হজ্জে গমন করেন এবং সেই উটটিই তাঁর মালের বাহন ছিল।

١٤٢٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا اَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ اَعْتَمِرْ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِذْهَبْ بِاُخْتِكَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاَحْقَبَهَا عَلٰى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ .

১৪২৮ 'আমর ইব্ন 'আলী (র) .... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা 'উমরা করলেন, আর আমি 'উমরা করতে পারলাম না! নবী ﷺ বললেন ঃ হে 'আবদুর রাহমান! তোমার বোন ('আয়িশা)-কে সাথে করে নিয়ে তান'ঈম থেকে গিয়ে 'উমরা করিয়ে নিয়ে এসো। তিনি 'আয়িশাকে উটের পিঠে ছোট একটি হাওদার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়ে দেন এবং তিনি 'উমরা সমাপন করেন।

٩٦٤ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ

৯৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জে মাব্রূর (মাকবূল হজ্জ)-এর ফযীলত

١٤٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৪২৯ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোন্‌টি? তিনি বলেন ঃ হজ্জ-ই-মাবরূর (মাকবূল হজ্জ)।

١٤٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ اَخْبَرَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَا

لَكِنَّ اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৪৩০ 'আবদুর রাহমান ইবন মুবারক (র)... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আমল হলো, হজ্জে মাবরূর।

١٤٣١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ اَبُوْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৪৩১ আদম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।

٩٦٥ بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৯৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও 'উমরার মীকাত নির্ধারণ

١٤٣٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّهُ اَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَاَلْتُهُ مِنْ اَيْنَ يَجُوْزُ اَنْ اَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَلِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ .

১৪৩২ মলিক ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... যায়দ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর কাছে তাঁর অবস্থান স্থলে যান, তখন তাঁর জন্য তাঁবু ও চাদওয়া টানানো হয়েছিল। [যায়দ (রা) বলেন] আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ স্থান থেকে 'উমরার ইহ্রাম বাঁধা জায়িয হবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদ্বাসীদের জন্য কারন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা ও সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা (ইহরামের মীকাত) নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٩٦٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

৯৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয় (২ ঃ ১৯৭)

١٤٣٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَاَلُوْا النَّاسَ ،

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً .

১৪৩৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশ্র (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীগণ হজ্জে গমনকালে পাথেয় সংগে নিয়ে যেতো না এবং তারা বলছিল, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কায় উপনীত হয়ে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচনা করে বেড়াতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ অবতীর্ণ করেন ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হাদীসটি ইব্ন 'উয়ায়না (র) 'আমর (র) সূত্রে 'ইক্রিমা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٩٦٧ بَابُ مُهَلِّ اَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

৯৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জ ও 'উমরার ইহ্রাম বাঁধার স্থান

١٤٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪৩৪ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইহ্রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজ্দবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। হজ্জ ও 'উমরা নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীকাতরূপে গণ্য এবং যারা এ সব মীকাতের ভিতরে (অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা যেখান হতে হজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে (সেখান হতে ইহরাম বাঁধবে)। এমন কি মক্কাবাসী মক্কা থেকেই (হজ্জের) ইহরাম বাঁধবে।

٩٦٨ بَابُ مِيْقَاتِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَلاَ يُهِلُّوْا قَبْلَ ذِى الْحُلَيْفَةِ

৯৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত ও তারা যুল-হুলায়ফা পৌঁছার পূর্বে ইহ্রাম বাঁধবে না

١٤٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .

১৪৩৫ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসীগণ জুহ্‌ফা থেকে ও নজদবাসীগণ কারন থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (অন্যের মাধ্যমে) জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

٩٦٩ بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأمِ

৯৬৯. পরিচ্ছেদ : সিরিয়াবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

١٤٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا .

১৪৩৬ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও 'উমরার নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে স্থানের লোকেরা নিজ বাড়ি থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

٩٧٠ بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

৯৭০. পরিচ্ছেদ : নজদবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান

١٤٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا زَعَمُوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ .

১৪৩৭ 'আলী ও আহমদ (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মীকাতের সীমা নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মীকাত হলো যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত মাহয়া'আ যার অপর নাম জুহফা এবং নাজদবাসীদের মীকাত হলো কারন। ইবন 'উমর (রা) বলেন, আমি শুনিনি, তবে লোকেরা বলে যে, নবী ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসীর মীকাত হলো ইয়ালামলাম।

٩٧١ بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُوْنَ الْمَوَاقِيْتِ

৯৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মীকাতের ভিতরের অধিবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান

١٤٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِهِ حَتّٰى اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا .

১৪৩৮. কুতায়বা (রা)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেন যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম ও নাজদবাসীদের জন্য কারন। উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও 'উমরার নিয়তকারী সে স্থানের অধিবাসী এবং সে সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য এলাকার অধিবাসদিের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান। আর যে মীকাতের ভিতরের অধিবাসী সে নিজ বাড়ি থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে। এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

٩٧٢ بَابُ مُهَلِّ اَهْلِ الْيَمَنِ .

৯৭২. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়ামানবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান

١٤٣٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لاَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪৩৯. মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম মীকাত নির্ধারণ করেছেন। উক্ত মীকাতসমূহ হজ্জ ও 'উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী সে স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যে কোন অঞ্চলের লোক ঐ সীমা দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও। এ ছাড়াও যারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তারা যেখান থেকে সফর শুরু করবে সেখান থেকেই (ইহরাম আরম্ভ করবে) এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই (ইহরাম বাঁধবে)।

٩٧٣ بَابُ ذَاتُ عِرْقٍ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ

৯৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ যাতু 'ইরক ইরাকবাসীদের মীকাত

١٤٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فُتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ اَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّ لِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيْقِنَا وَاِنَّا اِنْ اَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوْا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ فَحَدَّلَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ .

১৪৪০ 'আলী ইব্‌ন মুসলিম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ শহর দু'টি (কূফা ও বস্‌রা) বিজিত হলো, তখন সে স্থানের লোকগণ 'উমর (রা)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদবাসীগণের জন্য (মীকাত হিসাবে) সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন কারন, কিন্তু তা আমাদের পথ থেকে দূরে। কাজেই আমরা কারন–সীমায় অতিক্রম করতে চাইলে তা হবে আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। 'উমর (রা) বললেন, তা' হলে তোমরা লক্ষ্য কর তোমাদের পথে কারন–এর সম দূরত্ব–রেখা কোন্ স্থানটি? তারপর তিনি যাতু'ইরক মীকাতরূপে নির্ধারণ করেছেন।

٩٧٤ بَابُ الصَّلٰوةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

৯৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুল-হুলায়ফায় সালাত

١٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৪৪১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফার বাত্‌হা নামক উপত্যকায় উট বসিয়ে সালাত আদায় করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইবন 'উমর (রা)-ও তাই করতেন।

٩٧٥ بَابُ خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ

৯৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ (হজ্জের সফরে) "শাজারা"-এর রাস্তা দিয়ে নবী ﷺ-এর গমন

١٤٤٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ يُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلّٰى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيْ وَبَاتَ حَتّٰى يُصْبِحَ .

১৪৪২ ইবরাহীম ইব্ন মুন্‌যির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হজ্জের সফরে) শাজারা নামক পথ দিয়ে গমন করতেন এবং মু'আররাস নামক পথ দিয়ে (মদীনায়) প্রবেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার দিকে সফর করতেন, মসজিদুশ-শাজারায় সালাত আদায় করতেন ও ফিরার পথে যুল-হুলাইফা'র বাত্‌নুল-ওয়াদীতে সালাত আদায় করতেন এবং সেখানে সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করতেন।

٩٧٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَقِيْقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

৯৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ 'আকীক বরকতময় উপত্যকা

١٤٤٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيْسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِيْ الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ اَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِى حَجَّةٍ .

১৪৪৩ হুমায়দী (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আকীক উপত্যকায় অবস্থানকালে আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার নিকট এসে বললেন, আপনি এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, (আমার এ ইহরাম) হজ্জের সাথে 'উমরারও।

١٤٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اُرِيَ وَهُوَ فِى مُعَرَّسٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِىْ قِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِيْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِبَطْنِ الْوَادِىْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ .

১৪৪৪ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, যুল-হুলাইফার ('আকীক) উপত্যকায় রাত যাপনকালে তাঁকে স্বপ্নযোগে বলা হয়, আপনি বরকতময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। [রাবী মূসা ইবন 'উকবা (র) বলেন] সালিম (র) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে উট বসিয়ে ঐ উট বসাবার স্থানটির সন্ধান চালান, যেখানে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) উট বসিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত যাপনের স্থানটি সন্ধান করতেন। সে স্থানটি উপত্যকায় মসজিদের নীচু জায়গায় অবতরণকারীদের ও রাস্তার একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

٩٧٧ بَابُ غَسْلِ الْخَلُوْقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

৯৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ (ইহরামের) কাপড়ে খালূক লেগে থাকলে তিনবার ধোওয়া

١٤٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَرِنِى النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحَى اِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ بِالْجِعْرَّانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرَى فِىْ رَجُلٍ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْىُ فَاَشَارَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ اُظِلَّ بِهِ فَاَدْخَلَ رَأْسَهُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ الَّذِىْ سَاَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأُتِىَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِىْ بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ اَرَادَ الْاِنْقَاءَ حِيْنَ اَمَرَهُ اَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ نَعَمْ *

১৪৪৫ মুহাম্মদ ... সাফ্ওয়ান ইব্ন ই'য়ালা (র) থেকে বর্ণিত যে, ই'য়ালা (রা) 'উমর (রা)-কে বললেন, নবী ﷺ-এর উপর ওহী অবতরণ মুহূর্তটি আমাকে দেখাবেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ "জি'রানা" নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তাঁর সংগে কিছু সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরে 'উমরার ইহরাম বাঁধলে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? নবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর তাঁর নিকট ওহী আসল। 'উমর (রা) ই'য়ালা (রা)-কে ইংগিত করায় তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন একখণ্ড কাপড় দিয়ে নবী ﷺ উপর ছায়া করা হয়েছিল, ই'য়ালা (রা) মাথা প্রবেশ করিয়ে দেখতে পেলেন, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল লাল বর্ণ, তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করছেন। এরপর সে অবস্থা দূর হলো। তিনি বললেন ঃ 'উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকারীকে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমার শরীরের সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে ফেল ও জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হজ্জে যা করে থাক 'উমরাতেও তাই কর। (রাবী ইবন জুরাইজ বলেন) আমি 'আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনবার ধোয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি কি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তাই।

٩٧٨ بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِى الْمِرْاٰةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَاْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ تَعْنِىْ لِلَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ هَوْدَجَهَا .

৯৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম বাঁধাকালে সুগন্ধি ব্যবহার ও কি প্রকার কাপড় পরে ইহরাম বাঁধবে এবং চুল দাঁড়ি আঁচড়াবে ও তেল লাগাবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি ফুলের ঘ্রাণ

নিতে পারবে। আয়নায় চেহারা দেখতে পারবে এবং তৈল ও ঘি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা করতে পারবে। 'আতা (র) বলেন, আংটি পরতে পারবে, (কোমরে) থলে বাঁধতে পারবে। ইব্ন 'উমর (রা) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পেটের উপর কাপড় কষে তাওয়াফ করেছেন। জাংগিয়া পরার ব্যাপারে 'আয়িশা (রা)-র আপত্তি ছিল না। [আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন], 'আয়িশা (রা)-র অনুমতির অর্থ হলো, যারা উটের পিঠে এর হাওদা বাধে

১৪٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَاتَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৪৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন 'উমর (রা) (ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায়) যায়তুন তেল ব্যবহার করতেন। (রাবী মানসূর বলেন) এ বিষয় আমি ইব্রাহীম (র)-এর নিকট পেশ করলে তিনি বললেন, তাঁর কথায় তোমার কি দরকার! আমাকে তো আস্ওয়াদ (র) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে যে সুগন্ধি তেল চকচক করছিল তা যেন আজও আমি দেখতে পাচ্ছি।

١٤٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

১৪৪৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহ্রাম বাঁধার সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে ইহ্রাম খোলার সময়ও।

٩٧٩ بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

৯৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্রাম বাঁধে

١٤٤٨ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

১৪৪৮ আস্বাগ (র).... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্রাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

٩٨٠ بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

৯৮০. পরিচ্ছেদ ঃ যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা

١٤٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

১৪৪৯ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

٩٨١ بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

৯৮১. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি যে প্রকার কাপড় পরবে না

١٤٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ اَوْ وَرْسٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَغْدُ الْمُحْرِمُ رَاسَهُ وَلاَ يَتَرَجَّلُ وَلاَ يَحُكُّ جَسَدَهُ وَيَلْقِيْ الْقَمْلُ مِنْ رَاْسِهٖ وَجَسَدِهٖ فِي الْاَرْضِ .

১৪৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহরিম ব্যক্তি কি প্রকারের কাপড় পরবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো জুতা না থাকলে সে টাখ্‌নুর নিচ পর্যন্ত মোজা কেটে (জুতার ন্যায়) পরবে। তোমরা জাফরান বা ওয়ারস (এক প্রকার খুশবু) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারবে। চুল আঁচড়াবে না, শরীর চুলকাবে না। মাথা ও শরীর থেকে উকুন যমীনে ফেলে দিবে।

٩٨٢ بَابُ الرُّكُوْبِ وَالْاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

৯৮২. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের সফরে বাহনে একাকী আরোহণ করা ও অপরের সাথে আরোহণ করা

١٤٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ الْاَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ

اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ اُسَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاَ لَمْ يَزَلِ النَّبِىُّ ﷺ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৪৫১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আরাফা থেকে মুয্‌দালিফা পর্যন্ত একই বাহনে নবী ﷺ-এর পিছনে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযল [ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)]-কে তাঁর পিছনে আরোহণ করান। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, নবী (সা) জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

٩٨٣ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْاَرْدِيَةِ وَالْاُزُرِ وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِىَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لاَ تَلَثَّمْ وَلاَ تَتَبَرْقَعْ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ وَقَالَ جَابِرٌ لاَ اَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِىِّ وَالثَّوْبِ الْاَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْاَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ اَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ

৯৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি প্রকার কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরবে। 'আয়িশা (রা) ইহরাম অবস্থায় কুসুমী রঙ্গে রঞ্জিত কাপড় পরেন এবং তিনি বলেন, নারীগণ ঠোঁট ও মুখমণ্ডল আবৃত করবে না। ওয়ারস ও জাফরান রঙে রঞ্জিত কাপড়ও পরবে না। জাবির (রা) বলেন, আমি উসফুরী (কুসুমী) রংকে সুগন্ধি মনে করি না। 'আয়িশা (রা) (ইহরাম অবস্থায়) নারীদের জন্য অলঙ্কার পরা এবং কাল ও গোলাপী রং-এর কাপড় ও মোজা পরা দূষণীয় মনে করেন নি। ইবরাহীম (নাখ'য়ী) (র) বলেন, (ইহরাম অবস্থায়) পরনের কাপড় পরিবর্তন করায় কোন দোষ নেই

١٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ اِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَاَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْئٍ مِنَ الْاَرْدِيَةِ وَالْاُزُرِ اَنْ تُلْبَسَ اِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِى تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَاَصْبَحَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اُسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدْنَهُ وَذٰلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ اَجْلِ بُدْنِهِ لِاَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِاَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُوْنِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا مِنْ رُؤُسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوْا وَذٰلِكَ

لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ أَمْرَاتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيْبُ وَالثِّيَابُ .

১৪৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ চুল আঁচড়িয়ে, তেল মেখে, লুঙ্গি ও চাদর পরে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) মদীনা থেকে রওয়ানা হন। তিনি কোন প্রকার চাদর বা লুঙ্গি পরতে নিষেধ করেন নি, তবে শরীরের চামড়া রঞ্জিত হয়ে যেতে পারে এরূপ জাফরানী রঙের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। যুল-হুলাইফা থেকে সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তালবিয়া পাঠ করেন এবং কুরবানীর উটের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেন, তখন যুলকা'দা মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট ছিল। যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম কা'বাঘরের তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেন। তাঁর কুরবানীর উটের গলায় মালা পরিয়েছেন বলে তিনি ইহরাম খুলেন নি। তারপর মক্কার উঁচু ভূমিতে হাজূন নামক স্থানের নিকটে অবস্থান করেন, তখন তিনি হজ্জের ইহরামের অবস্থায় ছিলেন। (প্রথমবার) তাওয়াফ করার পর 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে আর কা'বার নিকটবর্তী হন নি। অবশ্য তিনি সাহাবাগণকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী সম্পাদনা করে মাথার চুল ছেটে হালাল হতে নির্দেশ দেন। কেননা যাদের সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই, এ বিধানটি কেবল তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যার সাথে তার স্ত্রী রয়েছে তার জন্য স্ত্রী-সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার ও যে কোন ধরনের কাপড় পরা বৈধ।

٩٨٤ بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ভোর পর্যন্ত যুল-হুলাইফায় রাত যাপন করা ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে এ বিষয় বর্ণনা করেছেন

١٤٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ .

১৪৫৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় চার রাক'আত ও যুল-হুলাইফায় পৌঁছে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। তারপর ভোর পর্যন্ত সেখানে রাত যাপন করেন। এর পর যখন তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করেন এবং তা তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

١٤٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ .

১৪৫৪ কুতাইবা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনায় যোহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেন এবং যুল-হুলাইফায় পৌঁছে আসরের সালাত দু' রাক'আত আদায় করেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি ভোর পর্যন্ত সেখানে রাত যাপন করেন।

٩٨٥ بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

৯৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা

١٤٥٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

১৪৫৫ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত মদীনায় চার রাক'আত আদায় করলেন এবং 'আসরের সালাত যুল-হুলাইফায় দু' রাক'আত আদায় করেন। আমি শুনতে পেলাম তাঁরা সকলে উচ্চস্বরে হজ্জ ও 'উমরার তালবিয়া পাঠ করছেন।

٩٨٦ بَابُ التَّلْبِيَةِ

৯৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ তালবিয়া-এর শব্দসমূহ

١٤٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

১৪৫৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া নিম্নরূপ ঃ আমি হাযির হে আল্লাহ, আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।

١٤٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا .

১৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কিভাবে তালবিয়া

পাঠ করতেন তা আমি ভালরূপে অবগত (তাঁর তালবিয়া ছিল ঃ) আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি হাযির, সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনারই। আবূ মু'আবিয়া (র) আ'মাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সফিয়া (র)-র অনুসরণ করেছেন। শু'বা (র)... আবূ 'আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা) থেকে শুনেছি।

٩٨٧ بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوْبِ عَلَى الدَّابَّةِ

৯৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ তালবিয়া পাঠ করার পূর্বে সাওয়ারীতে আরোহণকালে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা

١٤٥٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَنَسٍ .

১৪৫৮ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে মদীনায় যুহরের সালাত আদায় করেন চার রাক'আত এবং যুল-হুলাইফায় (পৌঁছে) 'আসরের সালাত আদায় করলেন দু' রাক'আত। এরপর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত কাটালেন। সকালে সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র হামদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করছিলেন। এরপর তিনি হজ্জ ও 'উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন। সাহাবীগণও উভয়ের তালবিয়া পাঠ করলেন। যখন আমরা (মক্কার উপকণ্ঠে) পৌঁছলাম তখন তিনি সাহাবীগণকে ('উমরা শেষ করে) হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন। অবশেষে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে তাঁরা হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রাবী বলেন, নবী ﷺ নিজ হাতে কিছুসংখ্যক দাঁড়ানো উট নহর (যবেহ্) করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় সাদা কাল মিশ্রিত রং-এর দু'টি মেষ যবেহ্ করেছিলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, কোন কোন রাবী হাদীসটি আইয়্যূব (র) সূত্রে জনৈক রাবীর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

٩٨٨ بَابُ مَنْ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

৯৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারী আরোহীকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ করা

١٤٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً .

১৪৫৯ আবূ 'আসিম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে নিয়ে তাঁর সাওয়ারী সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তালবিয়া পাঠ করেন।

٩٨٩ بَابُ الْاِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا صَلّٰى الْغَدَاةَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَمَرَ بِرَاحِلَتِهٖ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَاِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّى حَتّٰى يَبْلُغَ الْحَرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهٖ حَتّٰى يُصْبِحَ فَاِذَا صَلّٰى الْغَدَاةَ اِغْتَسَلَ وَزَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ ، تَابَعَهُ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ فِى الْغُسْلِ

৯৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করা।

আবূ মা'মার (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) যুল-হুলাইফায় ফজরের সালাত শেষ করে সাওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন, প্রস্তুত হলে আরোহণ করতেন। সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সোজা কিবলামুখী হয়ে হারাম শরীফের সীমারেখায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকতেন। এরপর বিরতি দিয়ে যূ-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করতেন এবং তারপর ফজরের সালাত আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করে ছিলেন। ইসমা'ঈল (র) আইয়্যূব (রা) থেকে গোসল সম্পর্কে বর্ণনায় 'আবদুল ওয়ারিস (র)-র অনুসরণ করেছেন

١٤٦٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا اَرَادَ الْخُرُوْجَ اِلٰى مَكَّةَ اِدَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَأْتِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّىْ ثُمَّ يَرْكَبُ فَاِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً اَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৬০ সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ আবূ রবী' (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) মক্কা গমনের ইচ্ছা করলে দেহে সুগন্ধিহীন তেল লাগাতেন। তারপর যুল-হুলাইফা'র মসজিদে পৌঁছে সালাত আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করতেন। তাঁকে নিয়ে সাওয়ারী সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তিনি ইহ্‌রাম বাঁধতেন। এরপর তিনি (ইব্‌ন 'উমর রা) বলতেন, আমি নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

٩٩٠ بَابُ التَّلْبِيَةِ اِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِى

৯৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করা

١٤٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوْا الدَّجَّالَ اَنَّهُ قَالَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا مُوْسٰى كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ اِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُلَبِّىْ .

১৪৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকটে ছিলাম, লোকেরা দাজ্জালের আলোচনা করে বলল যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তার দু' চোখের মাঝে (কপালে) কা-ফি-র লেখা থাকবে। রাবী বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বললেন, এ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে কিছু শুনিনি। অবশ্য তিনি বলেছেন ঃ আমি যেন দেখছি মূসা ('আ) নীচু ভূমিতে অবতরণকালে তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

٩٩١ بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ اَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهْلَلْنَا وَاَهْلَلْنَا الْهِلَالَ كُلُّهُ مِنَ الظُّهُوْرِ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ ، وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلَالِ الصَّبِىِّ

৯৯১. পরিচ্ছেদ ঃ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাগণ কিরূপে ইহরাম বাঁধবে? اهل অর্থ কথা বলা اهللنا الهلال ও استهلنا কথা বলা প্রকাশ পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত এবং استهل المطر অর্থ মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়া وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়। এ অর্থ استهلال الصبى (সদ্যজাত শিশুর আওয়াজ) অর্থ থেকে গৃহীত

١٤٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِى النَّبِىُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اُخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا .

১৪৬২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র)... 'আয়িশা (রা) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ-এর সাথে বের হয়ে 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধি। নবী ﷺ

বললেন ঃ যার সঙ্গে কুরবানীর পশু আছে সে যেন 'উমরার সাথে হজ্জের ইহ্‌রামও বেঁধে নেয়। তারপর সে 'উমরা ও হজ্জ উভয়টি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারবে না। ['আয়িশা (রা) বলেন] এরপর আমি মক্কায় ঋতুবতী অবস্থায় পৌঁছলাম। কাজেই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী কোনটিই আদায় করতে সমর্থ হলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ মাথার চুল খুলে নাও এবং তা আঁচড়িয়ে নাও এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বহাল রাখ এবং 'উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম, হজ্জ সম্পন্ন করার পর আমাকে নবী ﷺ 'আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে তান'ঈম-এ প্রেরণ করেন। সেখান থেকে আমি 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধি। নবী ﷺ বলেন ঃ এ তোমার (ছেড়ে দেওয়া) 'উমরার স্থলবর্তী। 'আয়িশা (রা) বলেন, যাঁরা 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তাঁরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সমাপ্ত করে হালাল হয়ে যান এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন আর যাঁরা হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন তাঁরা একবার তাওয়াফ করেন।

٩٩٢ بَابُ مَنْ اَهَلَّ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَاِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৯২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর জীবনকালে তাঁর ইহরামের অনুরূপ যিনি ইহরাম বেঁধেছেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কিত বর্ণনা করেছেন

١٤٦٣ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ يُقِيْمَ عَلٰى اِحْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا اَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ.

১৪৬৩ মক্কী ইবন ইব্‌রাহীম (র)... জাবির (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'আলী (রা)-কে ইহ্‌রাম বহাল রাখার আদেশ দিলেন, এর পর জাবির (রা) সুরাকা (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইবন বকর (র) ইবন জুরাইজ (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; নবী ﷺ 'আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে 'আলী! তুমি কোন্ প্রকার ইহ্‌রাম বেঁধেছ? 'আলী (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর ইহ্‌রামের অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে কুরবানীর পশু প্রেরণ কর এবং ইহরাম অবস্থায় যেভাবে আছ সে ভাবেই থাক।

١٤٦٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْاَصْفَرَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لَاَحْلَلْتُ .

১৪৬৪ হাসান ইব্‌ন 'আলী খাল্লাল হুযালী (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে এসে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কী প্রকার ইহ্‌রাম

বেঁধেছ? 'আলী (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমার সংগে কুরবানীর পশু না হলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।

١٤٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ مُوسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى قَوْمِي بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ كَاِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لاَ فَاَمَرَنِي اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَمَرَنِي فَاَحْلَلْتُ فَاَتَيْتُ اِمْرَاَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي اَوْ غَسَلَتْ رَاْسِي فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنْ نَاْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَاْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللّٰهُ : وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَاِنْ نَاْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى نَحَرَ الْهَدْيَ .

১৪৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)... আবূ মূসা (আশ'আরী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে ইয়ামানে আমার গোত্রের নিকট পাঠিয়েছিলেন; তিনি (হজ্জ-এর সফরে) বাত্‌হা নামক স্থানে অবস্থানকালে আমি (ফিরে এসে) তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কোন্ প্রকার ইহ্‌রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর ইহ্‌রামের অনুরূপ আমি ইহরাম বেঁধেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার সংগে কুরবানীর পশু আছে কি? আমি বললাম, নেই। তিনি আমাকে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করতে আদেশ করলেন। আমি বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করলাম। পরে তিনি আদেশ করলে আমি হালাল হয়ে গেলাম। তারপর আমি আমার গোত্রীয় এক মহিলার নিকট আসলাম। সে আমার মাথা আঁচড়িয়ে দিল অথবা বলেছেন, আমার মাথা ধুয়ে দিল। এরপর 'উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে এক উপলক্ষে আসলেন। (আমরা তাঁকে বিষয়টি জানালে) তিনি বললেন ঃ কুরআনের নির্দেশ পালন কর। কুরআন তো আমাদেরকে হজ্জ ও 'উমরা পৃথক পৃথকভাবে যথাসময়ে পূর্ণরূপে আদায় করার নির্দেশ দান করে। আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা হজ্জ ও 'উমরা আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে পূর্ণ কর" (২ ঃ ১৯৬)। আর যদি আমরা নবী ﷺ-এর সুন্নাতকে অনুসরণ করি, তিনি তো কুরবানীর পশু যবেহ্ করার আগে হালাল হননি।

٩٩٣ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ اِلاَّ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ اَوْ كَرْمَانَ

৯৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "হজ্জ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে। তারপর যে কেউ এ

মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে, তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয়।" (২ ঃ ১৯৭) এবং (তাঁর বাণী ঃ) "নতুন চাঁদ সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, বলুন, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।" (২ ঃ ১৮৯) ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, হজ্জ-এর মাসগুলো হল ঃ শাওয়াল, যিলকদ, এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, সুন্নাত হল, হজ্জের মাসগুলোতেই যেন হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা হয়। কিরমান ও খুরাসান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বের হওয়া 'উসমান (রা) অপছন্দ করেন

١٤٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَلَيَالِى الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ اِلَى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْىٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلاَ قَالَتْ فَالْاٰخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ اَصْحَابِهِ قَالَتْ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَكَانُوْا اَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْىُ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ يَاهَنْتَاهُ ، قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِاَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَاْنُكِ ، قُلْتُ لاَ اُصَلِّىْ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنَّمَا اَنْتِ امْرَاَةٌ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكِ مَاكَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِىْ فِىْ حَجَّتِكِ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَرْزُقَكِيْهَا ، قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِىْ حَجَّتِهِ حَتّٰى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهُرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَاَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِى النَّفْرِ الْاٰخِرِ حَتّٰى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اُخْرُجْ بِاُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا فَاِنِّىْ اَنْظُرُكُمَا حَتّٰى تَاْتِيَانِىْ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاٰذَنَ بِالرَّحِيْلِ فِىْ اَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَضِيْرُ مِنْ ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُوْرُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا .

১৪৬৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জ-এর মাসে, হজ্জ-এর দিনগুলোতে, হজ্জ-এর মৌসুমে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে (হজ্জে) বের হয়ে সারিফ নামক স্থানে আমরা অবতরণ করলাম। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী (সা) তাঁর সাহাবাগণের কাছে বেরিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু নেই এবং যে এ ইহ্‌রাম 'উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করতে আগ্রহী, সে তা করতে পারবে। আর যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে তা পারবে না। 'আয়িশা (রা) বলেন, কয়েকজন সাহাবী 'উমরা করলেন, আর কয়েকজন তা করলেন না। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর কয়েকজন সাহাবী (দীর্ঘ ইহ্‌রাম

রাখতে) সক্ষম ছিলেন এবং তাঁদের সাথে কুরবানীর পশুও ছিল। তাই তাঁরা (শুধু) 'উমরা করতে (ও পরে হালাল হয়ে যেতে) সক্ষম হলেন না। তিনি আরো বলেন, আমি কাঁদছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ওহে কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি সাহাবাদের যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি, কিন্তু আমার পক্ষে 'উমরা করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করতে পারছি না (আমি ঋতুবতী)। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই, তুমি আদম-সন্তানের এক মহিলা। সকল নারীর জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তোমার জন্যেও তাই নির্ধারণ করেছেন। কাজেই তুমি হজ্জ-এর ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক। আল্লাহ তোমাকে 'উমরা করার সুযোগও দিতে পারেন। তিনি বলেন, আমরা হজ্জ-এর জন্য বের হয়ে মিনায় পৌঁছলাম। সে সময় আমি পবিত্র হলাম। পরে মিনা থেকে ফিরে (বায়তুল্লাহ পৌঁছে) তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করি। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে সর্বশেষ দলে বের হলাম। তিনি মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবতরণ করেন, আমি তাঁর সাথে অবতরণ করলাম। এখানে এসে নবী ﷺ 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ তোমার বোন ('আয়িশা)-কে নিয়ে হরম সীমারেখা হতে বেরিয়ে যাও। সেখান থেকে সে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা থেকে 'উমরা সমাধা করলে তাকে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। আমি তোমাদের আগমণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকব। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমরা বের হয়ে গেলাম এবং আমি ও আমার ভাই তাওয়াফ সমাধা করে ফিরে এসে প্রভাত হওয়ার আগেই নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ কাজ সমাধা করেছ কি? আমি বললাম জী-হাঁ। তখন তিনি রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। সকলেই মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, يَضِيْرُ শব্দটি ضَارَ – يَضِيْرُ – ضَيْرًا (ক্ষতিকর) শব্দ হতে উদগত। এমনই ভাবে ضَارَ – يَضُوْرُ – ضَوْرًا ও ضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا একই অর্থ বোঝায়।

٩٩٤ بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

৯৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ তামাত্তু', কিরান ও ইফরাদ হজ্জ করা এবং যার সাথে কুরবানীর পশু নেই তার জন্য হজ্জের ইহরাম ছেড়ে দেওয়া

١٤٦٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ، قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ : قَالَ فَاذْهَبِيْ مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّيْ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِيْ إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ ، قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى ، قَالَ لاَ بَأْسَ اِنْفِرِيْ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْأَنَا مُصْعِدَةٌ

وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا .

১৪৬৭ 'উসমান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম এবং একে হজ্জের সফর বলেই আমরা জানতাম। আমরা যখন (মক্কায়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ-এর তাওয়াফ করলাম তখন নবী ﷺ নির্দেশ দিলেন ঃ যারা কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে আসেনি তারা যেন ইহরাম ছেড়ে দেয়। তাই যিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি তিনি ইহরাম ছেড়ে দেন। আর নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ তাঁরা ইহরাম ছেড়ে দিলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি ঋতুবতী হয়েছিলাম বিধায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারিনি। (ফিরতি পথে) মুহাসসাব নামক স্থানে রাত যাপনকালে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলেই 'উমরা ও হজ্জ উভয়টি সমাধা করে ফিরছে আর আমি কেবল হজ্জ করে ফিরছি। তিনি বললেন ঃ আমরা মক্কা পৌঁছলে তুমি কি সে দিনগুলোতে তওয়াফ করনি? আমি বললাম, জী-না। তিনি বললেন, তোমার ভাই-এর সাথে তান্'ঈম চলে যাও, সেখান থেকে 'উমরার ইহ্রাম বাঁধবে। তারপর অমুক স্থানে তোমার সাথে সাক্ষাত ঘটবে। সাফিয়্যা (রা) বললেন, আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে রাখার কারণ হয়ে যাচ্ছি। নবী ﷺ বললেন ঃ কি বললে! তুমি কি কুরবানীর দিনগুলোতে তাওয়াফ করনি! আমি বললাম, হাঁ করেছি। তিনি বললেন ঃ তবে কোন অসুবিধা নেই, তুমি চল। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর সাথে এমতাবস্থায় আমার সাক্ষাত হলো যখন তিনি মক্কা ছেড়ে উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি মক্কার দিকে অবতরণ করছি। অথবা 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি উঠছি ও তিনি অবতরণ করছেন।

١٤٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ .

১৪৬৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জাতুল বিদার বছর আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ কেবল 'উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন, আর কেউ হজ্জ ও 'উমরা উভয়টির ইহ্রাম বাঁধলেন। আর কেউ শুধু হজ্জ-এর ইহ্রাম বাঁধলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ-এর ইহ্রাম বাঁধলেন। যারা কেবল হজ্জ বা এক সংগে হজ্জ ও 'উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন তাদের একজনও কুরবানী দিনের পূর্বে ইহ্রাম খোলেন নি।

١٤٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَاَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَاٰى عَلِىٌّ اَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، قَالَ مَا كُنْتُ لِاَدَعَ سُنَّةَ النَّبِىِّ ﷺ لِقَوْلِ اَحَدٍ .

১৪৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উসমান ও 'আলী (রা)-কে (উসফান নামক স্থানে) দেখেছি, 'উসমান (রা) তামাত্তু' ও হজ্জ ও 'উমরা একত্রে আদায় করতে নিষেধ করতেন। 'আলী (রা) এ অবস্থা দেখে হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম একত্রে বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেন– لَبَّيْكَ لِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (হে আল্লাহ! আমি 'উমরা ও হজ্জ-এর ইহরাম বেঁধে হাযির হলাম) এবং বললেন, কারো কথায় আমি নবী ﷺ-এর সুন্নাত বর্জন করতে পারব না।

١٤٧٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِى الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ ، وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَاَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْاَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ .

১৪৭০ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা হজ্জ-এর মাসগুলোতে 'উমরা করাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপের কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের স্থলে সফর মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মনে করত। তারা বলত, উটের পিঠের যখম ভাল হলে, রাস্তার মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং সফর মাস অতিক্রান্ত হলে 'উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি 'উমরা করতে পারবে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বেঁধে (যিলহজ্জ মাসের) চার তারিখ সকালে (মক্কায়) উপনীত হন। তখন তিনি তাঁদের এই ইহরামকে 'উমরার ইহরামে পরিণত করার নির্দেশ দেন। তাঁরা এ কাজকে কঠিন মনে করলেন ('উমরা শেষ করে) তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল? তিনি বললেন ঃ সবকিছু হালাল (ইহরামের পূর্বে যা হালাল ছিল তার সব কিছু এখন হালাল)।

١٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَهُ بِالْحِلِّ .

১৪৭১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে (ইহরাম ভঙ্গ করে) হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

١٤٧٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَاْسِىْ ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلَا اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ.

১৪৭২ ইস্‌মা'ঈল ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের কি হল, তারা 'উমরা শেষ করে হালাল হয়ে গেল, অথচ আপনি আপনার

'উমরা থেকে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন ঃ আমি মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং কুরবানীর জানোয়ারের গলায় মালা ঝুলিয়েছি। কাজেই কুরবানী করার পূর্বে হালাল হতে পারি না।

١٤٧٣ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِيْ نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِيْ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُوْلُ لِيْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيْ أَقِمْ عِنْدِيْ وَاجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِيْ ، قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِيْ رَأَيْتُ .

১৪৭৩ আদম (র)... আবূ জামরা নাসর ইব্‌ন 'ইমরান যুবা'য়ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তামাত্তু' হজ্জ করতে ইচ্ছা করলে কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। আমি তখন ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা করতে আমাকে নির্দেশ দেন। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, উত্তম হজ্জ ও মাকবূল 'উমরা। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর নিকট স্বপ্নটি বললাম। তিনি বললেন, তা নবী ﷺ-এর সুন্নাত। এরপর আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমাকে আমার মালের কিছু অংশ দিব। রাবী শু'বা (র) বলেন, আমি (আবূ জামরাকে) বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে জন্যে।

١٤٧٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِيْ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيْرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوْا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوْا الَّتِيْ قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوْا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوْا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّيْ سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِيْ أَمَرْتُكُمْ وَلٰكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّيْ حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوْا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُوْ شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلَّا هٰذَا .

১৪৭৪ আবূ নু'আইম (র)... আবূ শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমি 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জে তামাত্তু'র নিয়্যতে তারবিয়্যা দিবস (আট তারিখ)-এর তিন দিন পূর্বে মক্কায় প্রবেশ করলাম, মক্কাবাসী কিছু লোক আমাকে বললেন, এখন তোমার হজ্জের কাজ মক্কা থেকে শুরু হবে। আমি বিষয়টি জানার জন্য 'আতা (র)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেছেন, যখন নবী ﷺ কুরবানীর উট সংগে নিয়ে হজ্জে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাহাবীগণ ইফরাদ হজ্জ-এর নিয়্যাতে শুধু

হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। কিন্তু নবী ﷺ (মক্কায় পৌঁছে) তাদেরকে বললেন ঃ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'য়ী সমাধা করে তোমরা ইহ্রাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যাও এবং চুল ছোট কর। এরপর হালাল অবস্থায় থাক। যখন যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হবে তখন তোমরা হজ্জ-এর ইহ্রাম বেঁধে নিবে, আর যে ইহ্রাম বেঁধে এসেছ তা তামাত্তু' হজ্জের 'উমরা বানিয়ে নিবে। সাহাবীগণ বললেন, এই ইহরামকে আমরা কিরূপে 'উমরার ইহরাম বানাব? আমরা হজ্জ-এর নাম নিয়ে ইহ্রাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে যা আদেশ করেছি তাই কর। কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে না আসলে তোমাদেরকে যা করতে বলছি, আমিও সেরূপ করতাম। কিন্তু কুরবানী করার পূর্বে (ইহরামের কারণে) নিষিদ্ধ কাজ (আমার জন্য) হালাল নয়। সাহাবীগণ সেরূপ পশু যবেহ করলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, আবূ শিহাব (র) থেকে মারফূ' বর্ণনা মাত্র এই একটিই পাওয়া যায়।

١٤٧٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِى الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَاتُرِيْدُ اِلٰى اَنْ تَنْهٰى عَنْ اَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنِى عَنْكَ قَالَ فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ عَلِيٌّ اَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا .

১৪৭৫ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)... সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসফান নামক স্থানে অবস্থানকালে 'আলী ও 'উস্মান (রা)-এর মধ্যে হজ্জে তামাত্তু' করা সম্পর্কে পরস্পরে দ্বিমত সৃষ্টি হয়। 'আলী (রা) 'উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেছেন, আপনি কি তা থেকে বারণ করতে চান? 'উসমান (রা) বললেন, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন। 'আলী (রা) এ অবস্থা দেখে তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহ্রাম বাঁধেন।

٩٩٥ بَابُ مَنْ لَبّٰى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

৯৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ-এর নাম উল্লেখ করে যে তালবিয়া পাঠ করে

١٤٧٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلْنَا هَا عُمْرَةً .

১৪৭৬ মুসাদ্দাদ (র)... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে (মক্কায়) উপনীত হলাম। এরপর নবী ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন, আমরা হজ্জকে 'উমরায় পরিণত করলাম।

٩٩٦ بَابُ التَّمَتُّعِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

৯৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর যুগে হজ্জে তামাত্তু'

١٤٧٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

১৪৭৭ মূসা ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল (র)... 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর যুগে হজ্জে তামাত্তু' করেছি, কুরআনেও তার বিধান নাযিল হয়েছে অথচ এক ব্যক্তি তার ইচ্ছামত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٩٩٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَالَ اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ اَهَلَّ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَاَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاَهْلَلْنَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا اِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً اِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْىَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْىَ فَاِنَّهٗ لَا يَحِلُّ لَهٗ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ثُمَّ اَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ اَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَاِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْىُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلٰى اَمْصَارِكُمْ ، الشَّاةُ تَجْزِىْ فَجَمَعُوْا نُسُكَيْنِ فِىْ عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْزَلَهٗ فِىْ كِتَابِهٖ وَسَنَّهٗ نَبِيُّهٗ ﷺ وَاَبَاحَهٗ لِلنَّاسِ غَيْرَ اَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِىْ هٰذِهِ الْاَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ اَوْصَوْمٌ وَالرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ وَالْفُسُوْقُ اَلْمَعَاصِىْ وَالْجِدَالُ اَلْمِرَاءُ

৯৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তা (হজ্জে তামাত্তু') তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল হারামের (হারমের সীমার) মধ্যে বাস করে না (২ ঃ ১৯৬)। আবূ কামিল ফুযাইল ইব্‌ন হুসায়ন (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, বিদায় হজ্জের বছর আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ, নবী-সহধর্মিণীগণ ইহরাম বাঁধলেন, আর আমরাও ইহ্‌রাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা হজ্জ-এর ইহরামকে 'উমরায় পরিণত কর। তবে যারা

কুরবানীর পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, তাদের কথা ব্যতিক্রম (তারা ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতে পারবে না)। আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী করলাম। এরপর স্ত্রী-সহবাস করলাম এবং কাপড়-চোপড় পরিধান করলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে পশুর গলায় মালা ঝুলিয়েছে, পশু কুরবানীর স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত সে হালাল হতে পারে না। এরপর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ বিকালে আমাদেরকে হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। যখন আমরা হজ্জ-এর সকল কার্য শেষ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সা'য়ী করে অবসর হলাম, তখন আমাদের হজ্জ পূর্ণ হল এবং আমাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হলো। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ যার পক্ষে সম্ভব সে একটি কুরবানী করবে, আর যার পক্ষে সম্ভব নয় সে হজ্জ চলাকালে তিনটি সাওম পালন করবে এবং ফিরে এসে সাত দিন অর্থাৎ নিজ দেশে ফিরে (২ ঃ ১৯৮) একটি বকরীই দম হিসাবে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। একই বছরে সাহাবীগণ হজ্জ ও 'উমরা একসাথে আদায় করলেন। আল্লাহ তাঁর কুরআনে এ বিধান নাযিল করেছেন এবং নবী ﷺ এ তরীকা জারী করেছেন আর মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যদের জন্য তা বৈধ করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ (হজ্জে তামাত্তু') তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের (হরমের সীমায়) মধ্যে বাস করে না। আল্লাহ তাঁর কুরআনে হজ্জের যে মাসগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো ঃ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ। যারা এ মাসগুলোতে তামাত্তু' হজ্জ করবে তাদের অবশ্য দম দিতে হবে অথবা সাওম পালন করতে হবে। رَفَثْ অর্থ স্ত্রী সহবাস, فُسُوْقٌ অর্থ গুনাহ, جِدَالٌ অর্থ বিবাদ

٩٩٨ بَابُ الاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ

৯৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা প্রবেশের সময় গোসল করা

١٤٧٨ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا دَخَلَ اَدْنَى الْحَرَمِ اَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِىْ طُوًى ثُمَّ يُصَلِّىْ بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৪৭৮ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) হারামের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন। তারপর যী-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। এরপর সেখানে ফজরের সালাত আদায় করতেন ও গোসল করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

٩٩٩ بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ نَهَارًا وَلَيْلاً

৯৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ দিনে ও রাতে মক্কায় প্রবেশ করা

١٤٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِىُّ ﷺ بِذِى طُوًى حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ .

১৪৭৯ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ভোর পর্যন্ত যী-তুয়ায় রাত যাপন করেন, তারপর মক্কায় প্রবেশ করেন। (রাবী নাফি' বলেন) ইব্‌ন 'উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

١٠٠٠ بَابُ مِنْ اَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

১০০০. পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে

١٤٨٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى .

১৪৮০ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সানিয়্যা 'উলয়া (হরমের উত্তর-পূর্বদিকে কাদা নামক স্থান দিয়ে) মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যা সুফলা (হরমের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে কুদা নামক স্থান) দিয়ে বের হতেন।

١٠٠١ بَابُ مِنْ اَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

১০০১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ দিক দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে

١٤٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِىْ بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى .

১৪৮১ মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ বাসরী (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাত্‌হায় অবস্থিত সানিয়্যা 'উলয়ার কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সানিয়্যা সুফ্‌লার দিক দিয়ে বের হন।

١٤٨٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ اَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا .

১৪৮২ হুমাইদী (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন এর উচ্চ স্থান দিয়ে প্রবেশ করেন এবং নীচু স্থান দিয়ে ফিরার পথে বের হন।

١٤٨٣ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ وَخَرَجَ مِنْ كُدًى مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ .

১৪৮৩ মাহমূদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা-র পথে (মক্কায়) প্রবেশ করেন এবং বের হন কুদা-র পথে যা মক্কার উঁচু স্থানে অবস্থিত।

١٤٨٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ اَعْلٰى مَكَّةَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلٰى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءَ وَكُدًى وَاَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَتْ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِهِ .

১৪৮৪ আহমদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা নামক স্থান দিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, (আমার পিতা) 'উরওয়া (র) কাদা ও কুদা উভয় স্থান দিয়ে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। তবে অধিকাংশ সময় কুদা দিয়ে প্রবেশ করতেন, কেননা তাঁর বাড়ি এ পথে অধিক নিকটবর্তী ছিল।

١٤٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِهِ .

১৪৮৫ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল ওহ্হাব (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কার উঁচু ভূমি কাদা দিয়ে (মক্কায়) প্রবেশ করেন। [রাবী হিশাম (র) বলেন] 'উরওয়া (র) অধিকাংশ সময় কুদা-র পথে প্রবেশ করতেন, কেননা তাঁর বাড়ি এ পথের অধিক নিকটবর্তী ছিল।

١٤٨٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ اَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى اَقْرَبِهِمَا اِلٰى مَنْزِلِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَدَاءٌ وَكُدًى مَوْضِعَانِ.

১৪৮৬ মূসা (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর কাদা-র পথে মক্কায় প্রবেশ করেন। [রাবী হিশাম (র) বলেন] 'উরওয়া উভয় পথেই প্রবেশ করতেন, তবে কুদা-র পথে তাঁর বাড়ি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সে পথেই অধিকাংশ সময় প্রবেশ করতেন। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, কাদা ও কুদা দু'টি স্থানের নাম।

١٠٠٢ بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ

مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ، وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ، وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *

১০০২. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা ও তার ঘরবাড়ির ফযীলত এবং মহান আল্লাহর বাণী ঃ এবং সেই সময়কে স্মরণ করুন যখন কা'বাঘরকে মানব জাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর করুন আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন। তিনি বললেন, যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব। তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম! স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিলেন তখন তারা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত উম্মত করুন। আমাদেরকে 'ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন, আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২ ঃ ১২৫-১২৮)

١٤٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ اِلَى الْاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَرِنِىْ اِزَارِىْ فَشَدَّهٗ عَلَيْهِ .

১৪৮৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের সময় নবী ﷺ ও 'আব্বাস (রা) পাথর বহন করছিলেন। 'আব্বাস (রা) নবী ﷺ-কে

বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের ওপর দিয়ে নাও। তিনি তা করলে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তখন তিনি বললেন ঃ আমার লুঙ্গি দাও এবং তা বেঁধে নিলেন।

١٤٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اَلَمْ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ .

১৪৮৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (রা)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি কি জান না! তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ করেছিল তখন ইব্রাহীম ('আ) কর্তৃক কা'বাঘরের মূল ভিত্তি থেকে তা সংকুচিত করেছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একে ইবরাহীমী ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করবেন না? তিনি বললেন ঃ যদি তোমার সম্প্রদায়ের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্য আমি তা করতাম। 'আবদুল্লাহ (ইব্ন 'উমর) (রা) বলেন, যদি 'আয়িশা (রা) নিশ্চিতরূপে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় যে, বায়তুল্লাহ হাতীমের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ইবরাহিমী ভিত্তির উপর নির্মিত না হওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ (তওয়াফের সময়) হাতীম সংলগ্ন দু'টি কোণ স্পর্শ করতেন না।

١٤٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْجِدَرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ، قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِى الْبَيْتِ ، قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَاْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذٰلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاؤُا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاؤُا وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اُدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اُلْصِقَ بَابَهُ بِلْاَرْضِ.

১৪৮৯ মুসাদ্দাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, (হাতীমের) দেয়াল কি বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, তা'হলে তারা বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করল না কেন? তিনি বললেন ঃ তোমার গোত্রের (অর্থাৎ কুরাইশের কা'বা নির্মাণের) সময় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। আমি বললাম, কা'বার দরজা এত উঁচু হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তোমার কওম তা এ জন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাকে ঢুকতে দিবে এবং যাকে ইচ্ছা নিষেধ করবে। যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়্যাতের

নিকটবর্তী না হত এবং আশঙ্কা না হত যে, তারা একে ভাল মনে করবে না, তা হলে আমি দেয়ালকে বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর করে দিতাম।

١٤٩٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا حِدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلٰى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خَلْفًا يَعْنِى بَابًا .

১৪৯০ 'উবাইদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ যদি তোমার গোত্রের যুগ কুফরীর নিকটবর্তী না হত তা হলে অবশ্যই কা'বাঘর ভেঙ্গে ইব্‌রাহীম ('আ)-এর ভিত্তির উপর তা পুনঃনির্মাণ করতাম। কেননা কুরায়শগণ এর ভিত্তি সংকুচিত করে দিয়েছে। আর আমি আরো একটি দরজা করে দিতাম। আবূ মু'আবিয়া (র) বলেন, হিশাম (র) বলেছেন ঃ خَلْفًا অর্থ দরজা।

١٤٩١ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَاَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَاَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا اُخْرِجَ مِنْهُ وَاَلْزَقْتُهُ بِالْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ فَذٰلِكَ الَّذِىْ حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيْدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَاَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَاَيْتُ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ حِجَارَةً كَاَسْنِمَةِ الْاِبِلِ قَالَ جَرِيْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ اُرِيْكَهُ الْاٰنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ فَقَالَ هَاهُنَا قَالَ جَرِيْرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ اَذْرُعٍ اَوْنَحْوَهَا .

১৪৯১ বায়ান ইব্‌ন 'আম্‌র... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ হে 'আয়িশা! যদি তোমার কওমের যুগ জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হত তা হলে আমি কা'বা ঘর সম্পর্কে নির্দেশ দিতাম এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হত। তারপর বাদ দেওয়া অংশটুকু আমি ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং তা ভূমি বরাবর করে দিতাম ও পূর্ব-পশ্চিমে এর দু'টি দরজা করে দিতাম। এভাবে কা'বাকে ইব্‌রাহীম ('আ) নির্মিত ভিত্তিতে সম্পন্ন করতাম। (বর্ণনাকারী বলেন), রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি কা'বাঘর ভাঙ্গতে ('আবদুল্লাহ) ইব্‌ন যুবাইর (র)-কে অনুপ্রাণিত করেছে। (রাবী) ইয়াযীদ বলেন, আমি ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে দেখেছি তিনি যখন কা'বা ঘর ভেঙ্গে তা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বাদ দেওয়া অংশটুকু (হাতীম) তার সাথে সংযোজিত করেন এবং ইবরাহীম ('আ)-এর নির্মিত ভিত্তির পাথরগুলো উটের কুঁজোর ন্যায় আমি দেখতে পেয়েছি। (রাবী) জরীর (র) বলেন, আমি তাকে (ইয়াযীদকে) বললাম, কোথায় সেই ভিত্তিমূলের স্থান? তিনি বললেন, এখনই আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব। আমি তাঁর সাথে বাদ দেওয়া দেয়াল বেষ্টনীতে (হাতীমে) প্রবেশ করলাম। তখন তিনি

একটি স্থানের দিকে ইংগিত করে বললেন, এইখানে। জরীর (র) বলেন, দেওয়াল বেষ্টিত স্থানটুকু পরিমাপ করে দেখলাম ছয় হাত বা তার কাছাকাছি।

١٠٠٣ بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ *

১০০৩. পরিচ্ছেদ ঃ হারামের ফযীলত ও মহান আল্লাহর বাণী ঃ আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রব্বের 'ইবাদত করতে। যিনি একে করেছেন সম্মানিত, সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (২৭ ঃ ৯১) এবং তাঁর বাণী ঃ আমি কি তাদের এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সব রকম ফলমূল আমদানি হয় আমার দেওয়া রিয্ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (২৬ ঃ ৫৭)

١٤٩٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا .

১৪৯২ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ (মক্কা) শহরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, এর একটি কাঁটাও কর্তন করা যাবে না, এতে বিচরণকারী শিকারকে তাড়া করা যাবে না, এখানে মু'আরিফ[১] ব্যতীত পড়ে থাকা কোন বস্তু কেউ তুলে নিবে না।

١٠٠٤ بَابُ تَوْرِيْثِ دُوْرِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَاَنَّ النَّاسَ فِىْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَادِىْ الطَّارِىْ مَعْكُوْفًا مَحْبُوْسًا

১০০৪. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে মক্কায় অবস্থিত বাড়ির (ও যমীনের) উত্তরাধিকার বানান, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং বিশেষভাবে মসজিদুল হারামে সকল মানুষের সমঅধিকার ও এ পর্যায়ে আল্লাহর বাণী ঃ যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর রাস্তা থেকে ও মসজিদুল হারাম থেকে যা আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি। আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে তাতে পাপ কার্যের, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তির

১. মু'আরিফ ঃ পড়ে থাকা বস্তু সংগ্রহ করে মালিকদের নিকট তা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে যে ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়।

(২২ ঃ ২৫) ইমাম বুখারী (র) বলেন, اَلْبَادِىْ অর্থ হলো اَلطَّارِى (আগন্তুক) ও مَعْكُوْفًا অর্থ হলো مَحْبُوْسًا (আবদ্ধ)

١٤٩٣ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ فِىْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ اَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لِاَنَّهُمَا كَانَ مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلُ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوْا يَتَاَوَّلُوْنَ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اَلْاٰيَةَ .

১৪৯৩ আসবাগ (র)... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মক্কায় অবস্থিত আপনার বাড়ির কোন্ স্থানে অবস্থান করবেন? তিনি ﷺ বললেন ঃ 'আকীল কি কোনো সম্পত্তি বা ঘর-বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গেছে? 'আকীল এবং তালিব আবূ তালিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, জাফর ও 'আলী (রা) হন নি'। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলমান। 'আকীল ও তালিব ছিল কাফির। এ জন্যই 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলতেন, মু'মিন কাফির-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। ইব্‌ন শিহাব (যুহরী) (র) বলেন, (পূর্ববর্তিগণ নিম্ন উদ্ধৃত আয়াতে উক্ত বিলায়াতকে উত্তরাধিকার বলে) এই তাফসীর করতেন। আল্লাহ বলেন ঃ যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের ওলী (উত্তরাধিকারী) হবে (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। (৮ ঃ ৭২)।

١٠٠٥ بَابُ نُزُوْلِ النَّبِىِّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ نُسِبَتِ الدُّوْرُ اِلٰى عَقِيْلٍ وَتُوْرَثُ الدُّوْرُ وَتُبَاعُ وَتَشْتَرٰى

১০০৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর মক্কায় অবতরণ আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, (মক্কার কোন কোন) ঘরবাড়ি 'আকীলের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং ঘরবাড়িগুলোর উত্তরাধিকার হওয়া যায় আর তা বেচাকেনা করা যায়

١٤٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَادَ قُدُوْمَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ .

১৪৯৪ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মিনা থেকে ফিরে) যখন মক্কা প্রবেশের ইচ্ছা করলেন তখন বললেন ঃ আগামীকাল খায়ফ বনী কেনানায় (মুহাসসাবে)

ইনশাআল্লাহ আমাদের অবস্থানস্থল হবে যেখানে তারা (বনূ খায়ফ ও কুরায়শগণ) কুফরীর উপর শপথ নিয়েছিল।

১٤٩٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي بِذٰلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذٰلِكَ اَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ اَنْ لاَ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ حَتّٰى يُسْلِمُوْا اِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالاَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ اَشْبَهُ.

১৪৯৫ হুমাইদী (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিনে মিনায় অবস্থানকালে নবী ﷺ বললেন ঃ আমরা আগামীকাল (ইনশাআল্লাহ) খায়ফ বনী কিনানায় অবতরণ করব, যেখানে তারা কুফরীর উপরে শপথ নিয়েছিল। (রাবী বলেন) খায়ফ বনী কিনানাই হলো মুহাসসাব। কুরায়শ ও কিনানা গোত্র বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব-এর বিরুদ্ধে এই বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, যে পর্যন্ত নবী ﷺ-কে তাদের হাতে সমর্পণ করবে না সে পর্যন্ত তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচা-কেনা বন্ধ থাকবে। সালামা (র) 'উকাইল (র) সূত্রে এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাহ্হাক (র) আওযায়ী (র) সূত্রে ইব্ন শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত এবং তাঁরা উভয়ে [সালামা ও ইয়াহইয়া (র)] বনূ হাশিম ও বনুল মুত্তালিব বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, বনী মুত্তালিব হওয়াই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١٠٠٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ اِلٰى قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ .

১০০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বললেন, হে আমার রব! এই (মক্কা) নগরীকে আপনি নিরাপদ করুন, আর আমাকে ও আমার সন্তানগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখুন হে আমার প্রতিপালক! এই সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে .... যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে... পর্যন্ত। (১৪ ঃ ৩৫-৩৭)

١٠٠٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ....وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

১০০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ পবিত্র কা'বাঘর ও পবিত্র মাস আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন।... আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৬ ঃ ৯৭)

١٤٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

১৪৯৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

١٤٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَشُوْرَاءَ قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللّٰهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ .

১৪৯৭ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মুসলিমগণ 'আশূরার সাওম পালন করতেন। সে দিনই কা'বাঘর (গিলাফে) আবৃত করা হতো। তারপর আল্লাহ যখন রমযানের সাওম ফরয করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ 'আশূরার সাওম যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিবে।

١٤٩٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ تَابَعَهُ اَبَانٌ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ وَالْاَوَّلُ اَكْثَرُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدِ اللّٰهِ اَبَا سَعِيْدٍ .

১৪৯৮ আহমদ ইবন হাফস (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজূজ ও মাজূজ বের হওয়ার পরও বায়তুল্লাহর হজ্জ ও 'উমরা পালিত হবে। আবান ও 'ইমরান (র) কাতাদা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় হাজ্জাজ ইব্‌ন হাজ্জাজের অনুসরণ করেছেন। 'আবদুর রাহমান (র) শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, বায়তুল্লাহর হজ্জ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। প্রথম রিওয়ায়াতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, কাতাদা (র) রিওয়ায়াতটি 'আবদুল্লাহ (র) থেকে এবং 'আবদুল্লাহ (র) আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে শুনেছেন।

١٠٠٨ بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

১০০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের গিলাফ পরানো

١٤٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جِئْتُ اِلٰى شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلٰى الْكُرْسِىِّ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هٰذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَ اَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ اِلاَّ قَسَمْتُهُ ، قُلْتُ اِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ قَالَ هُمَا الْمَرْاٰنِ اَقْتَدِىْ بِهِمَا .

১৪৯৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব এবং কাবীসা (র)... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বার সামনে আমি শায়বার সাথে কুরসীতে বসলাম। তখন তিনি বললেন, 'উমর (রা) এখানে বসেই বলেছিলেন, আমি কা'বা ঘরে রক্ষিত সোনা ও রূপা বন্টন করে দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। (শায়বা বলেন) আমি বললাম, আপনার উভয় সঙ্গী [রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রা)] তো এরূপ করেন নি। তিনি বললেন, তাঁরা এমন দু' ব্যক্তিত্ব যাঁদের অনুসরণ আমি করব।

١٠٠٩ بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ

১০০৯. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বাঘর ধ্বংস করে দেওয়া। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ একটি সেনাদল কা'বা আক্রমণ করবে, কিন্তু তাদেরকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে

١٥٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَخْنَسِ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَاَنِّىْ بِهِ اَسْوَدُ اَفْحَجُ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا .

১৫০০ 'আম্‌র ইব্‌ন 'আলী (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কাল বর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বাঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূল উৎপাটন করে দিচ্ছে।

١٥٠١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

১৫০১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বাঘর ধ্বংস করবে।

١٠١٠ بَابُ مَا ذُكِرَ فِى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ

১০১০. পরিচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে আলোচনা

١٥٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَاتَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا اَنِّى رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَاقَبَّلْتُكَ .

১৫০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

١٠١١ بَابُ اِغْلَاقِ الْبَيْتِ ، وَيُصَلِّى فِىْ اَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ

১০১১. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং কা'বাঘরের ভিতর যে কোণে ইচ্ছা সালাত আদায় করা

١٥٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاَغْلَقُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوْا كُنْتُ اَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَسَاَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

১৫০৩ কুতাইবা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল ও 'উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন খুলে দিলেন তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম এবং বিলালের সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বার ভিতরে সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়ামানের দিকের দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে।

١٠١٢ بَابُ الصَّلَاةِ فِى الْكَعْبَةِ

১০১২. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বার ভিতরে সালাত আদায় করা

١٥٠٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشٰى قِبَلَ الْوَجْهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِىْ حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِىْ قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثَةِ اَذْرُعٍ فَيُصَلِّى يَتَوَخّٰى الْمَكَانَ الَّذِى اَخْبَرَهُ بِلَالٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِيْهِ ، وَلَيْسَ عَلٰى اَحَدٍ بَأْسٌ اَنْ يُصَلِّىَ فِىْ اَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ .

১৫০৪ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তিনি কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেন, তখন দরজা পিছনে রেখে সোজা সম্মুখের দিকে চলে যেতেন, এতদূর অগ্রসর হতেন যে,

সম্মুখের দেয়ালটি মাত্র তিন হাত পরিমাণ দূরে থাকতো এবং বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে সালাত আদায় করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন। অবশ্য কা'বার ভিতরে যে কোন স্থানে সালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই।

١٠١٣ بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيْرًا وَلَا يَدْخُلُ

১০১৩. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বার ভিতরে যে প্রবেশ করেনি।

ইব্ন 'উমর (রা) বহুবার হজ্জ করেছেন কিন্তু কা'বা ঘরে প্রবেশ করেননি

١٥٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا.

১৫০৫ মুসাদ্দাদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরা করতে গিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন ও মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাঁর সাথে ঐ সকল সাহাবী ছিলেন যারা তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন কি না-- জনৈক ব্যক্তি আবূ আওফা (রা)-এর নিকট তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, না।

١٠١٤ بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِيْ نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

১০১৪. পরিচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের ভিতরে চারদিকে তাকবীর বলা

١٥٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ اَبٰى اَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةُ فَاَمَرَبِهَا فَاُخْرِجَتْ فَاَخْرَجُوْا صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِيْ اَيْدِيْهِمَا الْاَزْلَامُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَمَا وَاللّٰهِ قَدْ عَلِمُوْا اَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِيْهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ .

১৫০৬ আবূ মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন (মক্কা) এলেন, তখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা কা'বাঘরের ভিতরে মূর্তি ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন এবং মূর্তিগুলো বের করে ফেলা হল। (এক পর্যায়ে) ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল ('আ)-এর প্রতিকৃতি বের করে আনা হয়- তাদের উভয়ের হাতে জুয়া খেলার তীর ছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ! (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তারা জানে যে, [ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল ('আ)] তীর দিয়ে

অংশ নির্ধারণের ভাগ্য পরীক্ষা কখনো করেন নি। এরপর নবী করীম ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরের চারদিকে তাকবীর বলেন। কিন্তু ঘরের ভিতরে সালাত আদায় করেন নি।

١٠١٥ بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

১০১৫. পরিচ্ছেদ ঃ রমলের সূচনা কি ভাবে হয়

١٥٠٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَاَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَرْمُلُوْا الْاَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَاَنْ يَمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ اَنْ يَاْمُرَهُمْ اَنْ يَرْمُلُوْا الْاَشْوَاطَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ .

১৫০৭ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে নিয়ে মক্কা আগমণ করলে মুশরিকরা মন্তব্য করল, এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াস্‌রিব-এর (মদীনার) জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে (এ কথা শুনে) নবী করীম ﷺ সাহাবাগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করতে (উভয় কাঁধ হেলেদুলে জোর কদমে চলতে) এবং উভয় রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন, সাহাবাদের প্রতি দয়াবশত সব কয়টি চক্করে রমল করতে আদেশ করেন নি।

١٠١٦ بَابُ اِسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ اَوَّلَ مَا يَطُوْفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

১০১৬. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন ও স্পর্শ) করা এবং তিন চক্করে রমল করা

١٥٠٨ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ اَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ اِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ اَوَّلَ مَا يَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

১৫০৮ আসবাগ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কায় উপনীত হয়ে তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন, স্পর্শ) করতে এবং সাত চক্করের মধ্যে প্রথম তিন চক্করে রমল করতে দেখেছি।

١٠١٧ بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

১০১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরায় (তাওয়াফে) রমল করা

١٥٠٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ ابْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ

سَعٰى النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثَةَ اَشْوَاطٍ وَمَشٰى اَرْبَعَةً فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৫০৯ মুহাম্মদ (র)... ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হজ্জ এবং ‘উমরার তাওয়াফে (প্রথম) তিন চক্করে রমল করেছেন, অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চলেছেন। লাইস (র) হাদীস বর্ণনায় সুরাইজ ইবন নু‘মান (র)-এর অনুসরণ করে বলেন, কাসীর ইবন ফারকাদ (র)... ইব্‌ন ‘উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٥١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْ لاَ اَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ اِنَّمَا كُنَّا رَائَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ اَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ شَىْءٌ صَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ نُحِبُّ اَنْ نَتْرُكَهُ .

১৫১০ সা‘ঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)... ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে ‘উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একটি পাথর, তুমি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি চুম্বন করলেন। পরে বললেন, আমাদের রমল করার উদ্দেশ্য কি ছিল? আমরা তো রমল করে মুশরিকদেরকে আমাদের শক্তি প্রদর্শন করেছিলাম। আল্লাহ এখন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর বললেন, যেহেতু এই (রমল) কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, তাই তা পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না।

١٥١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِى شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِى بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ اِنَّمَا كَانَ يَمْشِى لِيَكُوْنَ اَيْسَرَ لِاِسْتِلاَمِهِ .

১৫১১ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তাওয়াফ করার সময়) এ দু’টি রুকন ইসতিলাম করতে দেখেছি, তখন থেকে ভীড় থাকুক বা নাই থাকুক কোন অবস্থাতেই এ দু’-এর ইসতিলাম করা বাদ দেইনি। [রাবী ‘উবায়দুল্লাহ (র) বলেন] আমি নাফি‘কে (র) জিজ্ঞাসা করলাম, ইবন ‘উমর (রা) কি ঐ দু’ রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বললেন, সহজে ইস্তিলাম করার উদ্দেশ্যে তিনি (এতদুভয়ের মাঝে) স্বাভাবিকভাবে চলতেন।

١٠١٨ بَابُ اِسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

১০১৮. পরিচ্ছেদ ঃ ছড়ির মাধ্যমে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা

١٥١٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ .

১৫১২ আহমদ ইবন সালিহ ও ইয়াহ্ইয়া ইবন সুলাইমান (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম ﷺ উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করার সময় ছড়ির মাধ্যমে হজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করেন। দারাওয়ার্দী (র) হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (র)-এর অনুসরণ করে ইবন আবিয-যুহরী (র) সূত্রে তার চাচা (যুহরী) (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠١٩ بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ اَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الاَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّهُ لاَ تَسْتَلِمُ هٰذَانِ الرُّكْنَانِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ بِمَهْجُوْرٍ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ

১০১৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে কেবল দুই ইয়ামানী রুকনকে ইস্তিলাম করে। মুহাম্মদ ইব্ন বকর (র)... আবুশ-শা'সা (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, কে আছে বায়তুল্লাহর কোন অংশ (কোন রুকনের ইস্তিলাম) ছেড়ে দেয়; মু'আবিয়া (রা) (চার) রুকনের ইস্তিলাম করতেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, ইয়ামনী দু'রুকন-এর ইস্তিলাম করি না। তখন মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, বায়তুল্লাহর কোন অংশই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) সব কয়টি রুকন ইস্তিলাম করতেন।

١٥١٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ اَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

১৫১৩ আবুল ওলীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে কেবল ইয়ামানী দু' রুকনকে ইস্তিলাম করতে দেখেছি।

١٠٢٠ بَابُ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ

১০২০. পরিচ্ছেদ ঃ হজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

١٥١٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَك مَا قَبَّلْتُكَ .

১৫১৪ আহমদ ইব্‌ন সিনান (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখেছি। আর তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুম্বন করতাম না।

১৫১৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ اِسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَقَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ زُحِمْتُ اَرَأَيْتَ اِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ اَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرَبْرِى وَجَدْتُ فِىْ كِتَابِ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ كُوْفِيٌّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ بَصْرِيٌّ .

১৫১৫ মুসাদ্দাদ (র)... যুবাইর ইবন 'আরাবী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। সে ব্যক্তি বলল, যদি ভীড়ে আটকে যাই বা অপারগ হই তাহলে (চুম্বন করা, না করা সম্পর্কে) আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, আপনার অভিমত কি? এ কথাটি ইয়ামনে রেখে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ফেরেবরী (র) বলেন, আমি আবূ জা'ফর (র)-এর কিতাবে পেয়েছি তিনি বলেছেন, আবূ 'আবদুল্লাহ যুবাইর ইবন 'আদী (র) তিনি হলেন কূফী আর যুবাইর ইবন 'আরাবী (র) তিনি হলেন বসরী।

١٠٢١ بَابُ مَنْ اَشَارَ اِلَى الرُّكْنِ اِذَا اَتَى عَلَيْهِ

১০২১. পরিচ্ছেদ ঃ হজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তার দিকে ইশারা করা

১৫১৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتَى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ .

১৫১৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উটের পিঠে (আরোহণ করে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছু দিয়ে তার প্রতি ইশারা করতেন।

١٠٢٢ بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

১০২২. পরিচ্ছেদ ঃ হজরে আসওয়াদ-এর কাছে তাকবীর বলা

১৫১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ

عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ·

১৫১৭ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখনই কোন কিছুর দ্বারা তার দিকে ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমান (র) খালিদ হাযযা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় খালিদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٠٢٣ بَابٌ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

১০২৩. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় উপনীত হয়ে বাড়ি ফিরার পূর্বে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করে সাফার দিকে (সা'য়ী করতে) যাওয়া

١٥١٨ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا ·

১৫১৮ আসবাগ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযূ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। (রাবী) 'উরওয়া (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই তাওয়াফটি 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। (তিনি আরো বলেন) তারপর আবূ বকর ও 'উমর (রা) অনুরূপভাবে হজ্জ করেছেন। এরপর আমার পিতা যুবাইর (রা)-এর সাথে আমি হজ্জ করেছি তাতেও দেখেছি যে, সর্বপ্রথম তিনি তাওয়াফ করেছেন। এরপর মুহাজির, আনসার সকল সাহাবা (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আমার মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি, তাঁর বোন এবং যুবাইর ও অমুক অমুক ব্যক্তি 'উমরার ইহরাম বেঁধেছেন, যখন তাঁরা তাওয়াফ সমাধা করেছেন, হালাল হয়ে গেছেন।

١٥١٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ·

১৫১৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায়

উপনীত হয়ে হজ্জ বা 'উমরা উভয় অবস্থায় সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করতেন, তার প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলতেন। তাওয়াফ শেষে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করতেন।

١٥٢٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِى اَرْبَعَةً وَاَنَّهُ كَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ٠

১৫২০ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বায়তুল্লাহ পৌঁছে প্রথম তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন। সাফা ও মারওয়ায় সা'য়ী করার সময় উভয় টিলার মধ্যবর্তী নিচু স্থানটুকু দ্রুতগতিতে চলতেন।

١٠٢٤ بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَقَالَ لِىْ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ اِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ اَبَعْدَ الْحِجَابِ اَوْ قَبْلُ قَالَ اِىْ لَعَمْرِى لَقَدْ اَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ، قَالَ لَمْ يَكُنْ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَطُوْفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَاَةٌ انْطَلِقِى نَسْتَلِمْ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَلَتْ انْطَلِقِى عَنْكِ وَاَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلٰكِنَّهُنَّ كُنَّ اِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حِيْنَ يَدْخُلْنَ وَاُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ اٰتِى عَائِشَةَ اَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِىَ مُجَاوِرَةٌ فِىْ جَوْفِ ثَبِيْرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِىَ فِىْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذٰلِكَ وَرَاَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا

১০২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের সাথে মহিলাদের তাওয়াফ করা। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] আমাকে 'আম্র ইব্ন 'আলী (র)...... থেকে ইব্ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন যে 'আতা (র) বলেছেন, ইব্ন হিশাম (র) যখন মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেন, তখন 'আতা (র) তাঁকে বললেন, আপনি তাদের কি করে নিষেধ করেছেন, অথচ নবী সহধর্মিণীগণ পুরুষদের সঙ্গে তাওয়াফ করেছেন? [ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন] আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তা কি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরে, না পূর্বে? তিনি ['আতা (র)] বললেন, হাঁ, আমার জীবনের কসম, আমি পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরের কথাই বলছি। আমি জানতে চাইলাম পুরুষগণ মহিলাদের সাথে মিলে কিভাবে তাওয়াফ করতেন? তিনি বললেন, পুরুষগণ মহিলাগণের সাথে মিশে তাওয়াফ করতেন না।

'আয়িশা (রা) বরং পুরুষদের পাশ কাটিয়ে তাওয়াফ করতেন, তাদের মাঝে মিশে যেতেন না। এক মহিলা 'আয়িশা (রা)-কে বললেন, চলুন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমরা তওয়াফ করে আসি। তিনি বললেন, "তোমার মনে চাইলে তুমি যাও" আর তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রাতের বেলা পর্দা করে বের হয়ে (সম্পূর্ণ না মিশে) পুরুষদের পাশাপাশি থেকে তওয়াফ করতেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে সকল পুরুষ বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন। 'আতা (র) বলেন, 'উবাইদ ইব্‌ন 'উমাইর এবং আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে গেলাম, তিনি তখন "সবীর" পর্বতে অবস্থান করছিলেন। [ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন] আমি বললাম, তখন তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? 'আতা (র) বললেন, তখন তিনি পর্দা ঝুলান তুর্কী তাঁবুতে ছিলেন, এ ছাড়া তাঁর ও আমাদের মাঝে অন্য কোন কিছু ছিল না। (অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ায়) আমি তাঁর গায়ে গোলাপী রং-এর চাদর দেখতে পেলাম।

١٥٢١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّى اَشْتَكِىْ فَقَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّىْ اِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ ·

১৫২১ ইসমা'ঈল (র)... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ বাহনে আরোহণ করে মানুষের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ কর। আমি মানুষের পেছনে পেছনে থেকে তাওয়াফ করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরের পার্শ্বে সালাত আদায় করছিলেন এবং এতে তিনি وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ এই (সূরাটি) তিলাওয়াত করেছিলেন।

١٠٢٥ بَابُ الْكَلَامِ فِى الطَّوَافِ

১০২৫. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফ করার সময় কথা বলা

١٥٢٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَالُ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ اِلَى اِنْسَانٍ بِسَيْرٍ اَوْ بِخَيْطٍ اَوْ بِشَيْئٍ غَيْرَ ذٰلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْ بِيَدِهِ ·

১৫২২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে চামড়ার ফিতা বা সূতা অথবা অন্য কিছু দ্বারা আপন হাত অপর এক ব্যক্তির সাথে বেঁধে দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ নিজ হাতে তার বাঁধন ছিন্ন করে দিয়ে বললেন ঃ হাত ধরে টেনে নাও।

১٠٢٦ بَابٌ : اِذَا رَأَى سَيْرًا اَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِى الطَّوَافِ قَطَعَهُ

১০২৬. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় রজ্জু দিয়ে কাউকে টানতে দেখলে বা অশোভনীয় কোন কিছু দেখলে তা থেকে বাধা দিবে

١٥٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ .

১৫২৩ আবূ 'আসিম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখতে পেলেন এ অবস্থায় যে, চাবুকের ফিতা বা অন্য কিছু দিয়ে (তাকে টেনে নেওয়া হচ্ছে)। তখন তিনি তা ছিন্ন করে দিলেন।

١٠٢٧ بَابٌ لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

১০২৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না এবং কোন মুশরিক হজ্জ করবে না

١٥٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِى النَّاسِ اَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

১৫২৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন, সে হজ্জে কুরবানীর দিন [আবূ বকর (রা)] আমাকে একদল লোকের সঙ্গে পাঠালেন, যারা লোকদের কাছে ঘোষণা করবে যে, এ বছরের পর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ করবে না এবং বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

١٠٢٨ بَابٌ اِذَا وَقَفَ فِى الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَطُوْفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ اَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ اِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ اِلٰى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِىْ وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

১০২৮. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফ শুরু করার পর থেমে গেলে। 'আতা (র) বলেন, কেউ তাওয়াফ করার সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হলে অথবা কাউকে তার স্থান থেকে হটিয়ে দেওয়া হলে সালামের পর ঐ স্থান থেকে তাওয়াফ আবার শুরু করবে যেখান থেকে তা বন্ধ হয়েছিল। ইব্‌ন 'উমর ও 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে

١٠٢٩ بَابُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوْعِهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ اِنَّ عَطَاءً يَقُوْلُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوْبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ اَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوْعًا قَطُّ اِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

১০২৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। নাফি' (র) বলেন, ইব্ন 'উমর (রা) প্রতি সাত চক্কর শেষে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। ইসমা'ঈল ইব্ন উমাইয়া (র) বলেন, আমি যুহরীকে বললাম, 'আতা (র) বলেন, তাওয়াফের দু' রাক'আতের ক্ষেত্রে ফরয সালাত আদায় করে নিলে তা যথেষ্ট হবে। তখন যুহরী (র) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা অবলম্বন করাই উত্তম, যতবার নবী করীম ﷺ (তাওয়াফের) সাত চক্কর পূর্ণ করেছেন, ততবার তার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন

١٥٢٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَاَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلٰى امْرَاَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قَالَ وَسَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ امْرَاَتَهُ حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ٠

১৫২৫ কুতায়বা (র)... 'আম্র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উমরাকারীর জন্য সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাপ্ত করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন, তারপর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করেন। এরপর ইব্ন 'উমর (রা) তিলাওয়াত করেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (রাবী) 'আম্র (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার পূর্বে স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়।

١٠٣٠ بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتّٰى يَخْرُجَ اِلٰى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْاَوَّلِ

১০৩০. পরিচ্ছেদ ঃ প্রথম তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদুম)-এর পর 'আরাফায় গিয়ে তথা হতে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী না হওয়া (তাওয়াফ না করা)

١٥٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ .

১৫২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে তাওয়াফ করে, সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করেন, এরপর (প্রথম) তাওয়াফের পরে 'আরাফা থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হন নি (তাওয়াফ করেন নি)।

١٠٣١ بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ

১০৩১. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের দু'রাক'আত সালাত মাসজিদুল হারামের বাইরে আদায় করা 'উমর [ইব্‌ন খাত্তাব (রা)] দু' রাক'আত সালাত হারাম সীমানার বাইরে আদায় করেছেন

١٥٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى ابْنُ زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ .

১৫২৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অসুস্থতার কথা জানালাম, অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব (র)... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে প্রস্থান করার ইচ্ছা করলে উম্মু সালামা (রা)-ও মক্কা ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, অথচ তিনি (অসুস্থতার কারণে) তখনও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারেন নি। (রাসূলুল্লাহ) ﷺ তখন তাঁকে বললেন ঃ যখন ফজরের সালাতের ইকামত দেওয়া হবে আর লোকেরা সালাত আদায় করতে থাকবে, তখন তোমার উটে আরোহণ করে তুমি তাওয়াফ আদায় করে নিবে। তিনি তাই করলেন। এরপর (তাওয়াফের) সালাত আদায় করার পূর্বেই মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

١٠٣٢ بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

১০৩২. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের দু'রাক'আত সালাত মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে আদায় করা

١٥٢٨ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১৫২৮ আদম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্করে (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সাফার দিকে বেরিয়ে গেলেন। [ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন] মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

١٠٣٣ بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتّٰى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى

১০৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফজর ও 'আসর-এর (সালাতের) পর তাওয়াফ করা। ইব্‌ন 'উমর (রা) সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাওয়াফের দু' রাক'আত সালাত আদায় করে দিতেন। (একবার) 'উমর (রা) ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করে বাহনে আরোহণ করেন এবং তাওয়াফের দু' রাক'আত সালাত যু-তুওয়া (নামক স্থানে) পৌঁছে আদায় করেন

١٥٢٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ نَاسًا طَافُوْا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوْا اِلَى الْمُذَكِّرِ حَتّٰى اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَعَدُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِيْ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ .

১৫২৯ হাসান ইব্‌ন 'উমর বাসরী (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোক ফজরের সালাতের পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল। তারপর তারা নসীহতকারীর (নসীহত শোনার জন্য) বসে গেল। অবশেষে সূর্যোদয় হলে তারা দাঁড়িয়ে (তাওয়াফের) সালাত আদায় করল। তখন 'আয়িশা (রা) বললেন, তারা বসে রইল আর যে সময়টিতে সালাত আদায় করা মাক্‌রূহ তখন তারা সালাতে দাঁড়িয়ে গেল!

١٥٣٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا .

১৫৩০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন 'উমর) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

١٥٣١ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَطُوْفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا اِلَّا صَلَّاهُمَا .

১৫৩১ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন রুফায়'ই (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করতে এবং দু'রাক'আত (তাওয়াফের) সালাত আদায় করতে দেখেছি। 'আবদুল 'আযীয (র) আরও বলেন,আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে 'আসরের সালাতের পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন 'আয়িশা (রা) তাঁকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ ('আসরের সালাতের পরের) এই দু'রাক'আত সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন না।

١٠٢٤ بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوْفُ رَاكِبًا

১০৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা

١٥٣٢ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْئٍ فِيْ يَدِهٖ وَكَبَّرَ ·

১৫৩২ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন, যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখন তাঁর হাতের বস্তু (লাঠি) দিয়ে তার দিকে ইশারা করতেন ও তাকবীর বলতেন।

١٥٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ ·

১৫৩৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ তুমি সাওয়ার হয়ে লোকদের পিছন দিক দিয়ে তাওয়াফ করে নাও। তাই আমি তাওয়াফ করছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার পাশে সালাত আদায় করছিলেন ও সূরা وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ তিলাওয়াত করছিলেন।

١٠٢٥ بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

১০৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাজীদের পানি পান করানো

١٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهٖ فَاَذِنَ لَهٗ ·

১৫৩৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র).... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

١٥٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ شَاهِيْنَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَافَضْلُ اذْهَبْ اِلٰى اُمِّكَ فَأْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اَسْقِنِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِيْهِ قَالَ اسْقِنِىْ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَتٰى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ اِعْمَلُوْا فَاِنَّكُمْ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتّٰى اَضَعَ الْحَبْلَ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِىْ عَاتِقَهُ وَاَشَارَ اِلٰى عَاتِقِهِ ·

১৫৩৫ ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করার স্থানে এসে পানি চাইলেন, 'আব্বাস (রা) বললেন, হে ফায্‌ল! তোমার মার নিকট যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তার নিকট থেকে পানীয় নিয়ে এস। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এখান থেকেই পান করান। 'আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা এই পানিতে হাত রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এখান থেকেই দিন এবং এই পানি থেকেই পান করলেন। এরপর যমযম কূপের নিকট এলেন। লোকেরা পানি তুলে (হাজীদের) পান করাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কাজ করে যাও। তোমরা নেক কাজে রত আছ। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা পরাভূত হয়ে যাবে এ আশঙ্কা না থাকলে আমি নিজেই নেমে (বালতির) রজ্জু এখানে নিতাম; এ বলে তিনি আপন কাঁধের প্রতি ইশারা করেন।

١٠٣٦ بَابُ مَا جَاءَ فِى زَمْزَمَ · وَقَالَ عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفِىْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِىْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَعَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَقَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ

১০৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যমযম প্রসঙ্গ। 'আবদান (র)... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি মক্কায় অবস্থানকালে ঘরের ছাদ ফাঁক করা হল এবং জিব্রাইল ('আ) অবতরণ করলেন। এরপর তিনি আমার বক্ষ বিদারণ করলেন এবং তা যমযমের পানি দ্বারা ধুলেন এরপর ঈমান ও হিক্‌মতে পরিপূর্ণ একটি সোনার পেয়ালা নিয়ে এলেন এবং তা আমার বুকে ঢেলে দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে গেলেন এবং জিবরাঈল ('আ) এই আসমানের

তত্ত্বাবধানকারী ফিরিশ্‌তাকে বললেন, (দরজা) খোল। তিনি বললেন কে? তিনি বললেন, আমি জিব্‌রাঈল

١٥٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ابْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ عَلَى بَعِيْرٍ.

১৫৩৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যমযমের পানি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করলাম। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। (রাবী') 'আসিম বলেন, 'ইকরিমা (রা) হলফ করে বলেছেন, নবী করীম ﷺ তখন উটের পিঠে আরোহী অবস্থায়ই ছিলেন।

١٠٣٧ بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

১০৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জে কিরানকারীর তাওয়াফ

١٥٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا اَرْسَلَنِىْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى، وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا .

১৫৩৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম এবং 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার সাথে হাদী-এর জানোয়ার আছে সে যেন হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়। তারপর উভয় কাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত সে হালাল হবে না। আমি মক্কায় উপনীত হয়ে ঋতুবতী হলাম। যখন আমরা হজ্জ সমাপ্ত করলাম, তখন নবী করীম ﷺ 'আবদুর রাহমান (রা)-এর সঙ্গে আমাকে তান'ঈম প্রেরণ করলেন। এরপর আমি 'উমরা পালন করলাম। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এ হলো তোমার পূর্ববর্তী (অসমাপ্ত) 'উমরার স্থলবর্তী। ঐ হজ্জের সময় যাঁরা (কেবল) 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন, তাঁরা তাওয়াফ করে হালাল হয়ে গেলেন। এরপর তাঁরা মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করে দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন। আর যাঁরা একসাথে 'উমরা ও হজ্জের নিয়ত করেছিলেন, তাঁরা একবার তাওয়াফ করলেন।

١٥٣٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَظَهْرُهُ فِى الدَّارِ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اٰمَنُ اَنْ يَكُوْنَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوْكَ عَنِ

الْبَيْتِ فَلَوْ اَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَاِنْ يُّحَلْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ اَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِىْ حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا .

১৫৩৮ ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন 'উমর (রা) তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ-এর নিকট গেলেন, যখন তাঁর (হজ্জ যাত্রার) বাহন প্রস্তুত, তখন তাঁর ছেলে বললেন, আমার আশংকা হয়– এ বছর মানুষের মধ্যে লড়াই হবে, তারা আপনাকে কা'বায় যেতে বাধা দিবে। কাজেই এবার নিবৃত্ত হওয়াটাই উত্তম। তখন ইব্ন 'উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার রওনা হয়েছিলেন, কুরায়শ কাফিররা তাঁকে বায়তুল্লাহয় যেতে বাধা দিয়েছিল। আমাকেও যদি বায়তুল্লাহয় বাধা দেওয়া হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছিলেন, আমিও তাই করব। কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি 'উমরার সাথে হজ্জ-এর সংকল্প করছি। (রাবী) নাফি' (র) বলেন, তিনি মক্কায় উপনীত হয়ে উভয়টির জন্য মাত্র একটি তাওয়াফ করলেন।

১৫৩৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاِنَّا نَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَاْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِىْ وَاَهْدٰى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৩৯ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসেন, ঐ বছর ইব্ন 'উমর (রা) হজ্জের এরাদা করেন। তখন তাঁকে বলা হলো, (বিবদমান দু' দল) মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে। আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, আপনাকে তারা বাধা দিবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। কাজেই এমন কিছু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি 'উমরার সংকল্প করলাম। এরপর তিনি বের হলেন এবং বায়দার উঁচু অঞ্চলে পৌছার পর তিনি বললেন, হজ্জ ও 'উমরার বিধান একই, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি 'উমরার সঙ্গে হজ্জেরও নিয়্যাত করলাম এবং তিনি কুদায়দ থেকে ক্রয় করা একটি হাদী পাঠালেন, এর অতিরিক্ত কিছু করেন নি। এরপর তিনি

কুরবানী করেন নি এবং ইহ্রামও ত্যাগ করেন নি এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটা কোনটাই করেন নি। অবশেষে কুরবানীর দিন এলে তিনি কুরবানী করলেন, মাথা মুণ্ডালেন। তাঁর অভিমত হলো, প্রথম তাওয়াফ-এর মাধ্যমেই তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের তাওয়াফ সেরে নিয়েছেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করেছেন।

١٠٣٨ بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وَضُوْءٍ

১০৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ উযূসহ তাওয়াফ করা

١٥٤٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ اَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ اٰخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُوْنَهُ وَلَا اَحَدٌ مِمَّنْ مَضٰى مَا كَانُوْا يَبْدَؤُنَ بِشَىْءٍ حِيْنَ يَضَعُوْنَ فِىْ اَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّوْنَ وَقَدْ رَأَيْتُ اُمِّىْ وَخَالَتِىْ حِيْنَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَئَانِ بِشَىْءٍ اَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوْفَانِ بِهِ ثُمَّ اَنَّهُمَا لَا تَحِلَّانِ ، وَقَدْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمِّىْ اَنَّهَا اَهَلَّتْ هِىَ وَاُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوْا ‏.‏

১৫৪০ আহ্‌মদ ইব্‌ন 'ঈসা (র)... মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন নাওফাল কুরাশী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র)-কে নবী করীম ﷺ-এর হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-এর হজ্জ-এর বিষয়টি 'আয়িশা (রা) আমাকে এইরূপে বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম উযূ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তা 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। পরে আবূ বকর (রা) হজ্জ করেছেন, তিনিও হজ্জের প্রথম কাজ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতেন, তা 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। তাঁরপর 'উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন। এরপর 'উসমান (রা) হজ্জ করেন। আমি তাঁকেও (হজ্জের কাজ) বায়তুল্লাহর তাওয়াফ দ্বারাই শুরু করতে দেখেছি, তাঁর এই তাওয়াফও 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। মু'আবিয়া এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) (অনুরূপ করেন)। এরপর আমি আমার পিতা যুবাইর ইব্‌ন 'আওয়াম (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ করলাম। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ থেকেই শুরু করেন, আর তাঁর এ তাওয়াফ 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রা)-কে আমি এরূপ করতে দেখেছি। তাদের সে তাওয়াফও 'উমরার তাওয়াফ ছিল না। সবশেষে আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-কেও অনুরূপ

করতে দেখেছি। তিনিও সে তাওয়াফ 'উমরার তাওয়াফ হিসাবে করেন নি। ইব্‌ন 'উমর (রা) তো তাঁদের নিকটেই আছেন তাঁর কাছে জেনে নিন না কেন? সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়ে গেছেন তাঁদের কেউই মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাধা করার পূর্বে অন্য কোন কাজ করতেন না এবং তাওয়াফ করে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতেন না। আমার মা (আসমা) ও খালা ('আয়িশা) (রা)-কে দেখেছি, তাঁরা উভয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তাওয়াফ সমাধা করেন, কিন্তু তাওয়াফ করে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেন নি। আমার মা আমাকে বলেছেন যে, তিনি, তাঁর বোন ['আয়িশা (রা)] ও (আমার পিতা) যুবাইর (রা) এবং অমুক অমুক 'উমরার নিয়্যাতে ইহ্‌রাম বাঁধেন। এরপর তাওয়াফ (ও সা'য়ী) শেষে হালাল হয়ে যান।

١٠٣٩ بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

১০৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা ওয়াজিব এবং একে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে

١٥٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا اَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَوَاللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ جُنَاحٌ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ اِنَّ هٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا اَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا اُنْزِلَتْ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِىْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ اَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا اَسْلَمُوْا سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَنْ نَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ مَاكُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُوْنَ اَنَّ النَّاسَ اِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نَطُوْفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ اَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَسْمَعُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِى الَّذِيْنَ كَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطُوْفُوْا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِيْنَ يَطَّوَّفُوْنَ ثُمَّ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَطُوْفُوْا بِهِمَا فِى الْاِسْلَامِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتّٰى ذَكَرَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ٠

১৫৪১ আবুল ইয়ামান (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? (অনুবাদ) সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কেউ কা'বাঘরে হজ্জ বা 'উমরা সম্পন্ন করে, এ দু'টির মাঝে যাতায়াত করলে তার কোন দোষ নেই। (২ ঃ ১৫৮) (আমার ধারণা যে,) সাফা-মারওয়ার মাঝে কেউ সা'য়ী না করলে তার কোন দোষ নেই। তখন তিনি ['আয়িশা (রা)] বললেন, হে ভাতিজা! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা, যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তাই হতো, তাহলে আয়াতের শব্দবিন্যাস এভাবে হতো لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا – দুটোর মাঝে সা'য়ী না করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সাফা-মারওয়া সা'য়ী করাকে দোষ মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। পূর্বে আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করাকে দূষণীয় মনে করতাম (এখন কি করবো?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ পাক اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ অবতীর্ণ করেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, (সাফা ও মারওয়ার মাঝে) উভয় পাহাড়ের মাঝে সা'য়ী করা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিধান দিয়েছেন। কাজেই কারো পক্ষে এ দু'য়ের সা'য়ী পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। (রাবী বলেন) এ বছর আবূ বকর ইব্ন 'আবদুর রাহমান (রা)-কে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন, আমি তো এ কথা শুনিনি, তবে 'আয়িশা (রা) ব্যতীত বহু 'আলিমকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, মানাতের নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সকলেই সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করত, যখন আল্লাহ কুরআনে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার আলোচনা তাতে হলো না, তখন সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতাম, এখন দেখি আল্লাহ কেবল বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা অবতীর্ণ করেছেন, সাফার উল্লেখ করেন নি। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলে আমাদের দোষ হবে কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الاٰيَةَ আবূ বকর (রা) আরো বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি, আয়াতটি দু' প্রকার লোকদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ যারা জাহিলী যুগে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করা হতে বিরত থাকতেন, আর যারা তৎকালে সা'য়ী করত বটে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সা'য়ী করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্বিধার কারণ ছিল আল্লাহ বায়তুল্লাহ তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার কথা উল্লেখ করেন নি? অবশেষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করার কথা উল্লেখ করেন।

١٠٤٠ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِيْ عَبَّادٍ اِلَى زُقَاقِ بَنِيْ اَبِيْ حُسَيْنٍ ·

১০৪০. পরিচ্ছেদ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, বনূ 'আব্বাদ-এর বসতি হতে বনূ আবূ হুসাইন-এর গলি পর্যন্ত সা'য়ী করবে

١٥٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا ، وَكَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَمْشِىْ اِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَاِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتّٰى يَسْتَلِمَهُ ٠

১৫৪২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘উবাইদ (ইব্‌ন মায়মূন) (র)... ইবনে ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাওয়াফ-ই-কুদূমের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন ও পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলতেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা‘য়ীর সময় বাতনে মসীলে[১] দ্রুত চলতেন। আমি (‘উবাইদুল্লাহ) নাফি‘কে বললাম, ‘আবদুল্লাহ (রা) কি রুকন ইয়ামানীতে পৌঁছে হেঁটে চলতেন? তিনি বললেন, না। তবে হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় হলে (একটুখানি মন্থর গতিতে চলতেন), কারণ তিনি তা চুম্বন না করে সরে যেতেন না।

١٥٤٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِىْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِىْ امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ٠

১৫৪৩ ‘আলী ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (র)... ‘আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন ‘উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি ‘উমরা করতে গিয়ে শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে, আর সাফা ও মারওয়া সা‘য়ী না করে, তার পক্ষে কি স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে? তখন তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ (মক্কায়) উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সাত চক্করে সমাধা করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করলেন, এরপরে সাত চক্করে সাফা ও মারওয়া সা‘য়ী করলেন। [এতটুকু বলে ইব্‌ন ‘উমর (রা) বলেন] তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমরা জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (রা)-কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার সা‘য়ী করার পূর্বে কারো পক্ষে স্ত্রী সহবাস মোটেই বৈধ হবে না।

١٥٤٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٠

১. বাতনে মসীল ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে ঐ স্থান, যেখানে সে সময়ে পানি জমা হত। বর্তমানে তা দু’টি সবুজ স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৫৪৪ মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় উপনীত হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। এরপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলেন। এরপর তিনি (ইব্‌ন 'উমর) তিলাওয়াত করলেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

١٥٤٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ لِاَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا .

১৫৪৫ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতে অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। কেননা তা ছিল জাহিলী যুগের নিদর্শন। অবশেষে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন ঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। কাজেই হজ্জ বা 'উমরাকারীদের জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সা'য়ী করায় কোন দোষ নেই। (২ ঃ ১৫৮)

١٥٤٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّمَا سَعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِىَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ زَادَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

১৫৪৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের নিজ শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ও সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সা'য়ীতে দ্রুত চলে ছিলেন।

١٠٤١ بَابٌ تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا اِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَاِذَا سَعٰى عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

১০৪১. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারীর পক্ষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্য সকল কার্য সম্পন্ন করা এবং বিনা উযূতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা

١٥٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ افْعَلِىْ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِىْ .

১৫৪৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় আসার পর

ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করতে পারিনি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ অসুবিধার কথা জানালে তিনি বললেন ঃ পবিত্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত অন্য সকল কাজ অপর হাজীদের ন্যায় সম্পন্ন করে নাও।

١٥٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَقَالَ لِيْ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْىٌ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ اَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلَى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ لاَحْلَلْتُ وَحَضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَنْطَلِقُ بِحَجٍّ ، فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ ·

১৫৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও খলীফা (র)... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জ-এর ইহরাম বাঁধেন, তাঁদের মাঝে কেবল নবী করীম ﷺ ও তালহা (রা) ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না, 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করেন, তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি ['আলী (রা)] বললেন, নবী করীম (সা) যেরূপ ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও সেরূপ ইহরাম বেঁধেছি। নবী করীম ﷺ সাহাবীগণের মধ্যে যাদের নিকট কুরবানীর পশু ছিল না, তাদের ইহরামকে 'উমরায় পরিণত করার নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাওয়াফ করে, চুল ছেটে অথবা মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয়ে যায়। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, (যদি হালাল হয়ে যাই তা হলে) স্ত্রীর সাথে মিলনের পরপরই আমাদের পক্ষে মিনায় যাওয়াটা কেমন হবে! তা অবগত হয়ে নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আমি পরে যা জানতে পেরেছি তা যদি আগে জানতে পারতাম, তাহলে কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকলে অবশ্যই ইহরাম ভঙ্গ করতাম। (হজ্জ-এর সফরে) 'আয়িশা (রা) ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ-এর অন্য সকল কাজ সম্পন্ন করে নেন। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ আদায় করেন, (ফিরার পথে) 'আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলেই হজ্জ ও 'উমরা উভয়টি আদায় করে ফিরছে, আর আমি কেবল হজ্জ আদায় করে ফিরছি, তখন নবী ﷺ 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, যেন 'আয়িশা (রা)-কে নিয়ে তান'ঈমে চলে যান. (যেখানে যেয়ে 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবেন) 'আয়িশা (রা) হজ্জের পর 'উমরা আদায় করে নিলেন।

١٥٤٩ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتْ اِمْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ اَنَّ اُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ اُخْتِى مَعَهُ فِى سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمٰى وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى فَسَأَلَتْ اُخْتِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلٰى اِحْدَانَا بَأْسٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَتَخْرُجَ ، قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَأَلْتُهَا اَوْقَالَتْ سَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَتَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا اِلاَّ قَالَتْ بِيَبَا فَقُلْتُ اَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِيَبَا فَقَالَتْ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوِالْعَوَائِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى، فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ اَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا .

১৫৪৬ মু'আম্মাল ইব্ন হিশাম (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের যুবতীদেরকে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনূ খালীফা-এর দুর্গে এলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর বোন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবীর সহধর্মিণী ছিলেন। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, (সেগুলোর মধ্যে) ছয়টি যুদ্ধে আমার বোনও স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর বোন বলেন, আমরা আহত যোদ্ধা ও অসুস্থ সৈনিকদের সেবা করতাম। আমার বোন নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের মধ্যে যার (শরীর উত্তমরূপে আবৃত করার মত) চাদর নেই, সে বের না হলে অন্যায় হবে কি? নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের একজন অপরজনকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাদরটি দিয়ে দেওয়া উচিত এবং কল্যাণমূলক কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় বের হওয়া উচিত। উম্মু 'আতিয়্যা (রা) আসলে এ বিষয়ে তাঁর নিকট আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা بِيَبَا (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমার পিতা উৎসর্গ হউন) ব্যতীত কখনও উচ্চারণ করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, অবশ্যই। আমার পিতা উৎসর্গ হউন। তিনি বললেন ঃ যুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরও বের হওয়া উচিত। অথবা বললেন ঃ পর্দানশীন যুবতী ও ঋতুবতীদেরও বের হওয়া উচিত। তারা কল্যাণমূলক কাজে এবং মুসলমানদের দু'আয় যথাস্থানে উপস্থিত হবে। তবে ঋতুবতী মহিলাগণ সালাতের স্থানে উপস্থিত হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুবতী মহিলাও কি? তিনি বললেন ঃ (কেন উপস্থিত হবে না?) তারা কি 'আরাফার ময়দানে এবং অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?

١٠٤٢ بَابُ الْاِهْلاَلِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مِنًى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ اَيُلَبِّى بِالْحَجِّ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُلَبِّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ اِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَحْلَلْنَا حَتّٰى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ

لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

১০৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কার অধিবাসী এবং হজ্জ (তামাত্তু') আদায়কারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান বাতহা ও এ ছাড়া অন্যান্য স্থান অর্থাৎ মক্কার সমস্ত ভূমি, যখন তারা মিনার দিকে রওয়ানা করবে মক্কায় অবস্থানকারী কি হজ্জের (ইহরামের জন্য) তালবিয়া পাঠ করবে? 'আতা (র)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) তারবিয়ার দিন (যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে) যুহরের সালাত শেষে সওয়ারীতে আরোহণ করে তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করতেন। 'আবদুল মালিক (র), 'আতা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সংগে মক্কায় এসে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত বিনা ইহরামে অবস্থান করি এবং মক্কা নগরীকে পিছনে রেখে যাওয়ার সময় আমরা হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছিলাম। আবূ যুবাইর (র) জাবির (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা বাতহায় ইহরাম বাঁধি। 'উবাইদ ইব্‌ন জুরাইজ (র) ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বললেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেই লোকেরা ইহরাম বাঁধতেন, কিন্তু আপনাকে দেখেছি মক্কায় অবস্থান করেও যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন নি! তিনি বললেন, নবী ﷺ-কে নিয়ে যতক্ষণ না সওয়ারী উঠে দাঁড়াতো ততক্ষণ তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে দেখিনি

١٠٤٣ بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

১০৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ হাজী কোথায় যুহরের সালাত আদায় করবে?

١٥٥٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .

১৫৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন রুফাইয়' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ সম্পর্কে আপনি যা উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছেন তার কিছুটা বলুন। বলুন, যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ যুহর ও 'আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করতেন? তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম, মিনা থেকে ফিরার দিন 'আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মুহাস্‌সাবে। এরপর আনাস (রা) বললেন, তোমাদের আমীরগণ যেরূপ করবে, তোমরাও অনুরূপ কর।

১৫৫১ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ لَقِيْتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ أَبَانٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ خَرَجْتُ اِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ قَالَ اُنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ .

১৫৫১ 'আলী ও ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবান (র)... 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ মিনার দিকে বের হলাম, তখন আনাস (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করি, তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দিনে নবী ﷺ কোথায় যুহরের সালাত আদায় করেছিলেন? তিনি বললেন, তুমি লক্ষ্য রাখবে যেখানে তোমার আমীরগণ সালাত আদায় করবে, তুমিও সেখানেই সালাত আদায় করবে।

١٠٤٤ بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنًى

১০৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মিনায় সালাত আদায় করা

১৫৫২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ .

১৫৫২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন এবং আবূ বকর, 'উমর (রা)-ও। আর 'উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাগেও দু' রাক'আত আদায় করেছেন।

১৫৫৩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَاكُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৩ আদম (র)... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব খুযা'য় (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে মিনাতে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এ সময় আমরা আগের তুলনায় সংখ্যায় বেশী ছিলাম এবং অতি নিরাপদে ছিলাম।

১৫৫৪ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَالَيْتَ حَظِّيْ مِنْ اَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১৫৫৪ কাবীসা ইব্‌ন 'উকবা (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মিনায়) নবী ﷺ-এর সাথে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। আবূ বাকর-এর সাথে দু' রাক'আত এবং 'উমর-এর সাথেও দু' রাক'আত আদায় করেছি। এরপর তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে [অর্থাৎ 'উসমান (রা)-এর সময় থেকে চার রাক'আত সালাত আদায় করা শুরু হয়েছে] হায়! যদি চার রাক'আতের পরিবর্তে মকবূল দু' রাক'আতই আমার ভাগ্যে জুটত!

١٠٤٥ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

১০৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফার দিনে সাওম

١٥٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৫৫ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... উম্মু ফাযল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সাওমের ব্যাপারে লোকজন সন্দেহ করতে লাগলেন। তাই আমি নবী ﷺ-এর নিকট শরবত পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা পান করলেন।

١٠٤٦ بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

১০৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সকালে মিনা থেকে 'আরাফা যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা

١٥٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

১৫৫৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ আশ-শামী (র)... মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁরা উভয়ে সকাল বেলায় মিনা থেকে 'আরাফার দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এ দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে থেকে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যারা তালবিয়া পড়তে চাইত তারা পড়ত, তাতে বাধা দেয়া হতো না এবং যারা তাকবীর পড়তে চাইত তারা তাকবীর পড়ত, এতেও বাধা দেয়া হতো না।

١٠٤٧ بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

১০৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফার দিনে দুপুরে (উকূফের স্থানে) যাওয়া

١٥٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِي أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ قَالَ هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتّٰى أُفِيْضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ فَنَزَلَ حَتّٰى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ

اللّٰهِ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ صَدَقَ ۔

১৫৫৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ আশ-শামী (র)... সালিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খলীফা) 'আবদুল মালিক (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজের নিকট লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে ইব্‌ন 'উমরের বিরোধিতা করবে না। 'আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাবার পর ইব্‌ন 'উমর (রা) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর (ইব্‌ন 'উমরের) সাথেই ছিলাম, হাজ্জাজ হলুদ রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার, হে আবূ 'আবদুর রাহমান? ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তা হলে চল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলেন, এ মুহূর্তেই? তিনি বললেন, হাঁ। হাজ্জাজ বললেন, সামান্য অবকাশ দিন, মাথায় পানি ঢেলে বের হয়ে আসি। তখন তিনি তার সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর হাজ্জাজ চলতে লাগলেন, আমি ও আমার পিতার মাঝে তিনি চললেন, আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তা হলে খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং উকূফে জলদি করবেন। হাজ্জাজ 'আবদুল্লাহর দিকে তাকাতে লাগলেন। 'আবদুল্লাহ (রা) যখন তাঁকে দেখলেন তখন বললেন, সে ঠিকই বলেছে।

١٠٤٨ بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

১০৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফায় সওয়ারীর উপর ওকূফ করা

١٥٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُنَاسًا اخْتَلَفُوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ ۔

১৫৫৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... উম্মু ফাযল বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে 'আরাফার দিনে নবী করীম ﷺ-এর সাওম সম্পর্কে মতভেদ করছিলেন। কেউ বলছিলেন তিনি সায়িম আবার কেউ বলছিলেন তিনি সায়িম নন। তারপর আমি তাঁর কাছে এক পিয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম, তিনি তখন উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তা পান করে নিলেন।

١٠٤٩ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُوْنَ فِي ذٰلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ

১০৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফায় দু'সালাত একসাথে আদায় করা

ইব্‌ন 'উমর (রা) ইমামের সাথে সালাত আদায় করতে না পারলে উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। লায়স (র)... সালিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে বছর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, সে বছর তিনি 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরাফার দিনে ওকূফের সময় আমরা কিরূপে কাজ করব? সালিম (র) বললেন, আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে 'আরাফার দিনে দুপুরে সালাত আদায় করবেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, সালিম ঠিক বলেছে। সুন্নাত মুতাবিক সাহাবীগণ যুহর ও 'আসর এক সাথেই আদায় করতেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও কি এরূপ করেছেন? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করবে?

١٠٥٠ بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

১০৫০. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফার খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করা

١٥٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ اِلَى الْحَجَّاجِ اَنْ يَأْتَمَّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتْ اَوْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ اَيْنَ هٰذَا فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ اْلاٰنَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَنْظِرْنِيْ اُفِضْ عَلَيَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَتّٰى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَبِيْ فَقُلْتُ لَوْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

১৫৫৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, (খলীফা) 'আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন, তিনি যেন হজ্জের ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে অনুসরণ করেন। যখন 'আরাফার দিন হল, তখন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইব্‌ন 'উমর (র) আসলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর তাঁবুর কাছে এসে উচ্চস্বরে ডাকলেন, ও কোথায়? হাজ্জাজ বেরিয়ে আসলেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, চল। হাজ্জাজ বললেন, এখনই? তিনি বললেন, হাঁ। হাজ্জাজ বললেন, আমাকে একটু অবকাশ দিন, আমি গায়ে একটু পানি ঢেলে নিই। তখন ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি আমার ও আমার পিতার মাঝে থেকে চলতে লাগলেন। আমি বললাম, আজ আপনি যদি সঠিকভাবে সুন্নাত মুতাবিক কাজ করতে চান তাহলে খুত্‌বা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং ওকূফে জলদি করবেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, সে (সালিম) ঠিকই বলেছে।

١٠٥١ بَابُ التَّعْجِيْلِ اِلَى الْمَوْقِفِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يُزَادُ فِي هٰذَا الْبَابِ هَمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثُ مَالِكٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ وَلٰكِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُدْخِلَ فِيْ غَيْرِ مُعَادٍ

১০৫১. পরিচ্ছেদ ঃ ওকূফের স্থানে জলদি যাওয়া। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদে মালিক (র) কর্তৃক ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত হাদীসটিও বাড়ানো যায়। কিন্তু আমি চাই যে, কিতাবে কোন হাদীস পুনরাবৃত্তি না হোক।

١٠٥٢ بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

১০৫২. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফায় ওকূফ করা

١٥٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَطْلُبُ بَعِيْرًا لِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِيْ فَذَهَبْتُ اَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللّٰهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا .

১৫৬০ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও মুসাদ্দাদ (র)... জুবাইর ইব্‌ন মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার একটি উট হারিয়ে 'আরাফার দিনে তা তালাশ করতে লাগলাম। তখন আমি নবী করীম ﷺ-কে 'আরাফায় ওকূফ করতে দেখলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি তো কুরায়শ বংশীয়। এখানে তিনি কি করছেন?

١٥٦١ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً اِلاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُوْنَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوْفُ فِيْهَا ، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوْفُ فِيْهَا فَمَنْ لَمْ تُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيْضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوْا اِلَى عَرَفَاتٍ .

১৫৬১ ফারওয়া ইব্‌ন আবূ মাগরা (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত অন্য লোকেরা উলঙ্গ অবস্থায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করত। আর হুমস হলো কুরায়শ এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকদের সেবা করে সাওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিত এবং সে তা পরে তাওয়াফ করত। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিত এবং এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করত। হুমসরা যাকে

কাপড় না দিত সে উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করত। সব লোক 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত আর হুমসরা প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা থেকে। রাবী হিশাম (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি হুমস সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ ثُمَّ اَفِيضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ(এরপর যেখান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে) রাবী বলেন, তারা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত, এতে তাদের 'আরাফা পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল।

١٠٥٣ بَابُ السَّيْرِ اِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

১০৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফা থেকে ফিরার পথে চলার গতি

١٥٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ وَاَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وَكَذٰلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ .

১৫৬২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন আমিও সেখানে বসা ছিলাম, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'আরাফা থেকে ফিরতেন তখন তাঁর চলার গতি কি ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুতগতিতে চলতেন এবং যখন পথ মুক্ত পেতেন তখন তার চাইতেও দ্রুতগতিতে চলতেন। রাবী হিশাম (র) বলেন, عَنَقٌ থেকেও দ্রুতগতির ভ্রমণকে نَصٌّ বলা হয়। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, فَجْوَةٌ অর্থ مُتَّسَعٌ খোলা পথ, এর বহুবচন হল فَجَوَاتٌ ও فِجَاءٌ - رَكْوَةٌ ও رِكَاءٌ শব্দদ্বয়ও অনুরূপ। (কুরআনে বর্ণিত) وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ-এর অর্থ হল, পরিত্রাণের কোন উপায়-অবকাশ নেই।

١٠٥٤ بَابُ النُّزُوْلِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

১০৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ

١٥٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَيْثُ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ اِلَى الشِّعْبِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّىْ فَقَالَ الصَّلَاةُ اَمَامَكَ .

১৫৬৩ মুসাদ্দাদ (র)... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন 'আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে উযূ

করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন ঃ সালাত তোমার আরো সামনে।

١٥٦٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِى اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَايُصَلِّى حَتّٰى يُصَلِّىْ بِجَمْعٍ .

১৫৬৪ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার সালাত এক সাথে আদায় করতেন। এ ছাড়া তিনি সেই গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতেন যে দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ গিয়েছিলেন। আর সেখানে প্রবেশ করে তিনি ইসতিনজা করতেন এবং উযূ করতেন কিন্তু সালাত আদায় করতেন না। অবশেষে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছে সালাত আদায় করতেন।

١٥٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشِّعْبَ الْاَيْسَرَ الَّذِىْ دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ اَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ تَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلٰوةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ ، قَالَ كُرَيْبٌ فَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّىْ حَتّٰى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

১৫৬৫ কুতাইবা (র)... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আরাফা থেকে সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহণ করলাম। মুযদালিফার নিকটবর্তী বামপার্শ্বের গিরিপথে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটটি বসালেন। এরপর পেশাব করে আসলেন। আমি তাঁকে উযূর পানি ঢেলে দিলাম। আর তিনি হাল্কাভাবে উযূ করে নিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাত? তিনি বললেন ঃ সালাত তোমার আরো সামনে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফা আসলেন এবং সালাত আদায় করলেন। মুযদালিফার ভোরে ফযল [ইব্ন 'আব্বাস (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করলেন। কুরাইব (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) ফযল (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

١٠٥٥ بَابُ اَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَ الْاِفَاضَةِ وَاِشَارَتِهِ اِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

১০৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ('আরাফা থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় নবী ﷺ ধীরে চলার নির্দেশ দিতেন এবং

তাদের প্রতি চাবুকের সাহায্যে ইশারা করতেন

১٥٦٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا ضَرْبًا بِلْاِبِلِ فَاَشَارَ بِسَوْطِهِ اِلَيْهِمْ وَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْاِيْضَاعِ اَوْضَعُوْا اَسْرَعُوْا خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا بَيْنَهُمَا .

১৫৬৬ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফিরে আসছিলেন। তখন নবী ﷺ পিছনের দিকে খুব হাঁকডাক ও উট পিটানোর শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের চাবুক দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, উট দ্রুত হাঁকানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। [হাদীসে উল্লেখিত اِيْضَاعٌ-এর প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) কুরআনে উদ্ধৃত কয়েকটি শব্দের মর্মার্থ দেন] (কুরআনে উদ্ধৃত) اَوْضَعُوْا -তারা দ্রুত চলত। خِلاَلَكُمْ -তোমাদের ফাঁকে ঢুকে, فَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا -উভয়টির মধ্যে প্রবাহিত করেছি।

١٠٥٦ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

১০৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় দু' ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা

١٥٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ قَالَ الصَّلاَةُ اَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَاَسْبَغَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِىْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৫৬৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফা থেকে ফেরার সময় গিরিপথে অবতরণ করে পেশাব করলেন এবং উযূ করলেন। তবে পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন না। আমি তাঁকে বললাম, সালাত? তিনি বললেন ঃ সালাত তো তোমার সামনে। তারপর তিনি মুযদালিফায় এসে উযূ করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন। তারপর সালাতের ইকামাত হলে তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ উট দাঁড় করিয়ে রাখার পর সালাতের ইকামাত দেওয়া হলো। নবী ﷺ 'ইশার সালাত আদায় করলেন। 'ইশা ও মাগরিবের মধ্যে তিনি আর কোন সালাত পড়েননি।

١٠٥٧ بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

১০৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ দু' ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করা এবং এ দুয়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় না করা

١٠٦٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

১৫৬৮ আদম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করেন। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা ইকামাত দেওয়া হয়। তবে উভয়ের মধ্যে বা পরে তিনি কোন নফল সালাত আদায় করেননি।

١٠٦٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْخَطْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

১৫৬৯ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)... আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মুযদালিফায় মাগরিব এবং 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

١٠٥٨ بَابُ مَنْ اَذَّنَ وَاَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

১০৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ মাগরিব এবং 'ইশা উভয় সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেওয়া

١٥٧٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ حَجَّ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الْاَذَانِ بِالْعَتَمَةِ اَوْقَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَ رَجُلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلّٰى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشّٰى ثُمَّ اَمَرَ اُرٰى فَاَذَّنَ وَاَقَامَ قَالَ عَمْرٌو لاَ اَعْلَمُ الشَّكَّ اِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَيُصَلِّىْ هٰذِهِ السَّاعَةَ اِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَاْتِى النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِيْنَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৫৭০ 'আমর ইব্‌ন খালিদ (র)... 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'আবদুল্লাহ (রা) হজ্জ আদায় করলেন। তখন 'ইশার আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময় আমরা মুযদালিফা পৌঁছলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান দিল এবং ইকামাত বলল। তিনি মাগরিব আদায় করলেন এবং এরপর আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাতের খাবার আনালেন এবং তা খেয়ে নিলেন। (রাবী বলেন) তারপর তিনি একজনকে আদেশ দিলেন। আমার মনে হয়, লোকটি আযান দিল এবং ইকামাত বলল। 'আমর (র) বলেন, আমার বিশ্বাস এ সন্দেহ যুহাইর (র) থেকেই হয়েছে। তারপর তিনি দু' রাক'আত 'ইশার সালাত আদায় করলেন। ফজর হওয়ামাত্রই তিনি বললেন ঃ এ সময়, এ দিনে, এ স্থানে, এ সালাত ব্যতীত নবী করীম ﷺ আর কোন সালাত আদায় করেননি। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ দু'টি সালাত তাদের প্রচলিত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফা পৌঁছার পর মাগরিব আদায় করেন এবং ফজরের সময় হওয়ামাত্র ফজরের সালাত আদায় করেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে এইরূপ করতে দেখেছি।

١٠٥٩ بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُوْنَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

১০৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় ওকূফ করে ও দু'আ করে এবং চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর আগে পাঠাবে

١٥٧١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا قَدِمُوْا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ أَرْخَصَ فِيْ أُوْلٰئِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৭১ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... সালিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেই পাঠিয়ে দিয়ে রাতে মুযদালিফাতে মাশ'আরে হারামের নিকট ওকূফ করতেন এবং সাধ্যমত আল্লাহর যিকর করতেন। তারপর ইমাম (মুযদালিফায়) ওকূফ করার ও রওয়ানা হওয়ার আগেই তাঁরা (মিনায়) ফিরে যেতেন। তাঁদের থেকে কেউ মিনাতে আগমণ করতেন ফজরের সালাতের সময় আর কেউ এরপরে আসতেন, মিনাতে এসে তাঁরা কংকর মারতেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন, তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এ ব্যাপারে কড়াকড়ি শিথিল করে সহজ করে দিয়েছেন।

١٥٧٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .

১৫৭২ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

আমাকে রাতে মুযদালিফা থেকে পাঠিয়েছেন।

١٥٧٣ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِى ضَعَفَةِ اَهْلِهِ .

১৫৭৩ 'আলী (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের যে সব লোককে এখানে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁদের একজন।

١٥٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّىْ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَابُنَىَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوْا فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَتّٰى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِىْ مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهْ مَا اَرَانَا اِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَابُنَىَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِلظُّعُنِ .

১৫৭৪ মুসাদ্দাদ (র)... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে সালাতে দাঁড়ালেন এবং কিছুক্ষণ সালাত আদায় করেন। তারপর বলেন, হে বৎস! চাঁদ কি অস্তমিত হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি আরো কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চল। আমরা রওয়ানা হলাম এবং চললাম। পরিশেষে তিনি জামরায় কংকর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গায় ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর আমি তাঁকে বললাম, হে! আমার মনে হয়, আমরা বেশী অন্ধকার থাকতেই আদায় করে ফেলেছি। তিনি বললেন, বৎস! রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

١٥٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِسْتَاْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِىَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيْلَةً ثَبِطَةً فَاَذِنَ لَهَا .

১৫৭৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাওদা (রা) মুযদালিফার রাতে (মিনা যাওয়ার জন্য) নবী করীম ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। সাওদা (রা) ছিলেন ভারী ও ধীরগতি মহিলা।

١٥٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَاْذَنَتِ النَّبِىَّ ﷺ سَوْدَةُ اَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَاَةً بَطِيْئَةً فَاَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَاَقَمْنَا حَتّٰى اَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَاَنْ اَكُوْنَ اسْتَاْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَاْذَنَتْ سَوْدَةُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ مَفْرُوْحٍ بِهِ .

১৫৭৬ আবূ নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুযদালিফায় অবতরণ করলাম। মানুষের ভীড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য সাওদা (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতি মহিলা। নবী করীম ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি লোকের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হলেন; আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। সাওদার মত আমিও যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে নিতাম তাহলে তা আমার জন্য যে কোন খুশির কারণ থেকে অধিক সন্তুষ্টির ব্যাপার হতো।

١٠٦٠ بَابُ مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

১০৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় ফজরের সালাত কোন্ সময় আদায় করবে?

١٥٧٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةً لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا اِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا .

১৫৭৭ 'আমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দু'টি সালাত ছাড়া কোন সালাত তার নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত আদায় করতে দেখিনি। তিনি মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন এবং ফজরের সালাত তার (নিয়মিত) ওয়াক্তের আগে আদায় করেছেন।

١٥٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُوْلُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوْا وَصَلاَةُ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى اَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَاضَ الْاٰنَ اَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا اَدْرِىْ اَقَوْلُهُ كَانَ اَسْرَعَ اَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

১৫৭৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা' (র)... 'আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি 'আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে মক্কা রওয়ানা হলাম। এরপর আমরা মুযদালিফায় পৌঁছলাম। তখন তিনি পৃথক পৃথক আযান ও ইকামাতের সাথে উভয় সালাত (মাগরিব ও 'ইশা) আদায় করলেন এবং এই দু' সালাতের মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন। তারপর ফজর হতেই তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। কেউ কেউ বলছিল যে, ফজরের সময় হয়ে গেছে, আবার কেউ বলছিল যে, এখনো ফজরের সময় আসেনি। এরপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ দু' সালাত অর্থাৎ মাগরিব ও 'ইশা এ স্থানে তাদের নিজ সময় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই 'ইশার ওয়াক্তের আগে কেউ যেন মুযদালিফায় না আসে। আর ফজরের সালাত এই মুহূর্তে। এরপর তিনি ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানে উকূফ করেন। এরপর বললেন, আমীরুল মুমিনীন যদি এখন রওয়ানা হন তাহলে তিনি সুন্নাত মুতাবিক কাজ করলেন। (রাবী বলেন) আমার জানা নেই, তাঁর কথা দ্রুত ছিল, না 'উসমান (রা)-এর রওয়ানা হওয়াটা। এরপর তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন, কুরবানীর দিন জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

١٠٦١ بَابُ مَتَى يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

১০৬১. পরিচ্ছেদ ঃ মুযদালিফা হতে কখন রওয়ানা হবে?

١٥٧٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يَقُوْلُ شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ اَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১৫৭৯ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)... 'আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি মুযদালিফাতে ফজরের সালাত আদায় করে (মাশ'আরে হারামে) উকূফ করলেন এবং তিনি বললেন, মুশরিকরা সূর্য না উঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। তারা বলত, হে সাবীর! আলোকিত হও। নবী করীম ﷺ তাদের বিপরীত করলেন এবং তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা হলেন।

١٠٦٢ بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِيْنَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالاِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

১০৬২. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন সকালে জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ও তালবিয়া বলা এবং চলার পথে কাউকে সওয়ারীতে পেছনে বসানো

١٥٨٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرْدَفَ الْفَضْلَ فَاَخْبَرَ الْفَضْلُ اَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ .

১৫৮০ আবূ 'আসিম যাহ্হাক ইব্ন মাখলাদ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ

ফাযল (রা)-কে তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়েছিলেন। সেই ফাযল (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ জামরায় পৌঁছে কংকর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

١٥٨١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৫৮১ যুহাইর ইব্‌ন হারব (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে নবী করীম ﷺ-এর সাওয়ারীর পেছনে উসামা (রা) বসা ছিলেন। এরপর মুযদালিফা থেকে মিনার পথে তিনি ﷺ ফাযলকে সাওয়ারীর পেছনে বসালেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তারা উভয়ই বলেছেন, নবী করীম ﷺ জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর না মারা পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

١٠٦٣ بَابُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

১০৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহর বাণী) ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে, ... হারামের বাসিন্দা নয় (২ ঃ ১৯৬)

١٥٨٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ وَكَانَ نَاسًا كَرِهُوهَا فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ .

১৫৮২ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)... আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে তামাত্তু' হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা আদায় করতে আদেশ দিলেন। এরপর আমি তাঁকে কুরবানী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তামাত্তু'র কুরবানী হলো একটি উট, গরু বা বকরী অথবা এক কুরবানীর পশুর মধ্যে শরীকানা এক অংশ। আবূ জামরা (র) বলেন, লোকেরা তামাত্তু' হজ্জকে যেন অপছন্দ করত। একবার আমি ঘুমালাম তখন দেখলাম, একটি লোক যেন (আমাকে লক্ষ্য করে) ঘোষণা দিচ্ছে, উত্তম হজ্জ এবং মাকবূল তামাত্তু'। এরপর আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বললেন, এটাই তো আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত। আদম, ওয়াহাব ইব্‌ন জারীর এবং গুনদর (র) শু'বা (র) থেকে মাকবূল 'উমরা এবং উত্তম হজ্জ বলে উল্লেখ করেছেন।

١٠٦٤ بَابُ رُكُوْبِ الْبُدْنِ لِقَوْلِهِ : وَالْبُدْنَ جَعَلْنَـٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا ...... وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ سُمِّيَتِ الْبُدْنُ لِبُدْنِهَا اَلْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِيْ يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ اَوْ فَقِيْرٍ وَشَعَائِرُ اللّٰهِ اِسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا وَالْعَتِيْقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ اِلَى الْاَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ

১০৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া। আল্লাহর বাণী ঃ এবং তোমাদের জন্য উটকে করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। কাজেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম লও। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়.... আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদের (২২ ঃ ৩৬-৩৭)। মুজাহিদ (র) বলেন, কুরবানীর উটগুলোকে মোটা তাজা হওয়ার কারণে اَلْبُدْنَ বলা হয় اَلْقَانِعُ অর্থ যাচনাকারী; اَلْمُعْتَرُّ ঐ ব্যক্তি, যে ধনী হোক বা দরিদ্র, কুরবানীর উটের গোশত খাওয়ার জন্য ঘুরে বেড়ায়। شَعَائِرِ অর্থাৎ কুরবানীর উটের প্রতি সম্মান করা এবং ভাল জানা। اَلْعَتِيْقِ অর্থাৎ যালিমদের থেকে মুক্ত হওয়া وَجَبَتْ অর্থ যমীনে লুটিয়ে পড়ে। এ অর্থেই হল وَجَبَتِ الشَّمْسُ সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

١٥٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ .

১৫৮৩ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে চল। এবারও লোকটি বলল, এ-তো কুরবানীর উট। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর পিঠে আরোহণ কর, তোমার সর্বনাশ! এ কথাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে বলেছেন।

١٥٨٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلاَثًا .

১৫৮৪ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল; এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

١٠٦٥ بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

১০৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে যায়

١٥٨٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ، وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

১৫৮৫ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও 'উমরা একসাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান অর্থাৎ যুল-হুলায়ফা থেকে কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন, এরপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন। সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে 'উমরার ও হজ্জের নিয়্যাতে তামাত্তু করলেন। সাহাবীগণের কতেক হাদী সাথে নিয়ে চললেন, আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেন নি। এরপর নবী করীম ﷺ মক্কা পৌঁছে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য

করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছ, তাদের জন্য হজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বায়তুল্লাহর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানী করতে পারবে না তারা হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন সাওম পালন করবে। নবী করীম ﷺ মক্কা পৌঁছেই তাওয়াফ করলেন। প্রথমে হজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তিন চক্কর রমল করে আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফায় আসলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সা'য়ী করলেন। হজ্জ সমাধা করা পর্যন্ত তিনি যা কিছু হারাম ছিল তা থেকে হালাল হননি। তিনি কুরবানীর দিনে হাদী কুরবানী করলেন, সেখান থেকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তারপর তাঁর উপর যা হারাম ছিল সে সবকিছু থেকে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা হাদী সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেরূপ করলেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। 'উরওয়া (র) 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ হজ্জের সাথে 'উমরা পালন করেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও তামাত্তু' করেন, যেমনি বর্ণনা করেছেন সালিম (র) ইব্‌ন 'উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে।

١٠٦٦ بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

১০৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ রাস্তা থেকে কুরবানীর পশু খরিদ করা

١٥٨٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لِاَبِيْهِ اَقِمْ فَاِنِّى لاَ آمَنُهَا اَنْ تُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَنَا اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ عَلٰى نَفْسِى الْعُمْرَةَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَاشَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى اَحَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا .

১৮৫৩ আবূ নু'মান (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি (এবার বাড়িতেই) অবস্থান করুন। কেননা, বায়তুল্লাহ থেকে আপনার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তাহলে আমি তাই করব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।' সুতরাং আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, (এবার) 'উমরা আদায় করা আমি আমার উপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। তাই তিনি 'উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি রওয়ানা

হলেন, যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছলেন তখন তিনি হজ্জ এবং ‘উমরা উভয়টির জন্য ইহ্রাম বেঁধে বললেন, হজ্জ এবং ‘উমরার ব্যাপার তো একই। এরপর তিনি কুদাইদ নামক স্থান থেকে কুরবানীর জানোয়ার কিনলেন এবং মক্কা পৌছে (হজ্জ ও ‘উমরা) উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করলেন। উভয়ের সব কাজ শেষ করা পর্যন্ত তিনি ইহরাম খুললেন না।

١٠٦٧ بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً

১০৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুল-হুলায়ফা থেকে (কুরবানীর পশুকে) ইশ্‘আর এবং কিলাদা[১] করে পরে ইহরাম বাঁধে। নাফি‘ (র) বলেন, ইব্ন ‘উমর (রা) মদীনা থেকে যখন কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে আসতেন তখন যুল-হুলাইফায় তাকে কিলাদা পরাতেন এবং ইশ‘আর করতেন। ইশ‘আর অর্থাৎ উটকে কেবলামুখী করে বসিয়ে বড় ছুরি দিয়ে কুজের ডান পার্শ্বে যখম করতেন

١٥٨٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ .

১৫৮৭ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ই বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী করীম ﷺ এক হাজারেরও অধিক সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে যুল-হুলাইফা পৌছে কুরবানীর পশুটিকে কিলাদা পরালেন এবং ইশ‘আর করলেন। এরপর তিনি ‘উমরার ইহরাম বাঁধলেন।

١٥٨٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيْ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ .

১৫৮৮ আবূ নু‘আইম (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাকে কিলাদা পরিয়ে ইশ‘আর করার পর পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল এতে তা হারাম হয়নি।

---

১. চামড়া বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মালা বানিয়ে পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া।

١٠٦٨ بَابُ فَتْلِ الْقَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

১০৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ উট এবং গরুর জন্য কিলাদা পাকান

١٥٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ قَالَ اِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى وَقَلَّدْتُ هَدْيِى وَلاَ اَحِلُّ حَتَّى اَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ ٠

১৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদের কি হল তারা হালাল হয়ে গেল আর আপনি হালাল হলেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তো আমার মাথার তালবিদ করেছি এবং আমার কুরবানীর জানোয়ারকে কিলাদা পরিয়ে দিয়েছি, তাই হজ্জ সমাধা না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না।

١٥٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ ٠

১৫৯০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু পাঠাতেন, আমি তার গলায় কিলাদার মালা পাকিয়ে দিতাম। এরপর মুহরিম যে কাজ বর্জন করে, তিনি তার কিছু বর্জন করতেন না।

١٠٦٩ بَابُ اِشْعَارِ الْبُدْنِ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِىُّ ﷺ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

১০৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু ইশ'আর করা। 'উরওয়া (র) মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ কুরবানীর পশুর কিলাদা পরান ও ইশ'আর করেন এবং 'উমরার ইহরাম বাঁধেন

١٥٩١ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اَخْبَرَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا اَوْقَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اِلَى الْبَيْتِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ ٠

১৫৯১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর

কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তার ইশ'আর করলেন এবং তাকে তিনি কিলাদা পরিয়ে দিলেন অথবা আমি একে কিলাদা পরিয়ে দিলাম। এরপর তিনি তা বায়তুল্লাহর দিকে পাঠালেন এবং নিজে মদীনায় থাকলেন এবং তাঁর জন্য যা হালাল ছিল তা থেকে কিছুই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

١٠٧٠ بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلاَئِدَ بِيَدِهِ

১০৭০. পরিচ্ছেদ ঃ যে নিজ হাতে কিলাদা বাঁধে

١٥٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ زِيَادَ بْنَ اَبِى سُفْيَانَ كَتَبَ اِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ اَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتّٰى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِى فَلَمْ يَحْرُمْ عَلٰى رَسُوْلِ ﷺ شَىْءٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْىُ .

১৫৯২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়িশা (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মক্কা) পাঠায় তা যবেহ না করা পর্যন্ত তার জন্য ঐ সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজীদের জন্য হারাম। (বর্ণনাকারিণী) আমরা (র) বলেন, 'আয়িশা (রা) বললেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) যেমন বলেছেন, ব্যাপার তেমন নয়। আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি নিজ হাতে তাকে কিলাদা পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সংগে তা পাঠান। সে জানোয়ার যবেহ করা পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোন বস্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি হারাম হয়নি।

١٠٧١ بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَمِ

১০৭১. পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর গলায় কিলাদা পরানো

١٥٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا .

১৫৯৩ আবূ নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ কুরবানীর জন্য বকরী পাঠালেন।

١٥٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيْمُ فِىْ اَهْلِهِ حَلاَلاً ٠

১৫৯৪ আবূ নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর (কুরবানীর পশুর) কিলাদাগুলো পাকিয়ে দিতাম আর তিনি তা বকরীর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তিনি নিজ পরিবারে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

١٥٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً ٠

১৫৯৫ আবূ নু'মান (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর বকরীর কিলাদা পাকিয়ে দিতাম আর তিনি সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ে হালাল অবস্থায় থেকে যেতেন।

١٥٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْىِ النَّبِىِّ ﷺ تَعْنِى الْقَلاَئِدَ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ ٠

১৫৯৬ আবূ নু'আইম (রা)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কুরবানীর পশুর কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি, তাঁর ইহরাম বাঁধার আগে।

١٠٧٢ بَابُ الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ

১০৭২. পরিচ্ছেদ ঃ পশমের তৈরি কিলাদা

١٥٩٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِىْ ٠

১৫৯৭ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র)... উম্মুল মুমিনীন ['আয়িশা (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল আমি তা দিয়ে কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি।

١٠٧٣ بَابُ تَقْلِيْدِ النَّعْلِ

১০৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ জুতার কিলাদা ঝুলান

١٥٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِیَّ اللّٰهِ ﷺ رَأٰی رَجُلاً یَسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَیْتُهُ رَاكِبَهَا یُسَایِرُ النَّبِیَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِیْ عُنُقِهَا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ یَحْیٰی عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ ۔

১৫৯৮ মুহাম্মদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে বললেন ঃ এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। লোকটি বলল, এটি কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকটিকে দেখেছি যে, সে ঐ পশুটির পিঠে চড়ে নবী ﷺ-এর সাথে সাথে চলছিল আর পশুটির গলায় জুতার মালা ঝুলান ছিল। মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) এ বর্ণনার অনুসরণ করেছেন। 'উসমান ইব্ন 'উমর (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٠٧٤ بَابُ الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ وَكَانَ بْنُ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لاَ یَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ اِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَاِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ اَنْ یُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ یَتَصَدَّقُ بِهَا

১০৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উটের পিঠে আবরণ পরানো। ইব্ন 'উমর (রা) শুধু কুঁজের স্থানের ঝুল ফেড়ে দিতেন। আর তা নহর করার সময় নষ্ট করে দেওয়ার আশঙ্কায় ঝুলটি খুলে নিতেন এবং পরে তা সাদকা করে দিতেন

١٥٩٩ حَدَّثَنَا قَبِیْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ بْنِ اَبِیْ نَجِیْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِیْ لَیْلٰی عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِیْ نُحِرَتْ وَبِجُلُوْدِهَا ۔

১৫৯৯ কাবীসা (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যবেহকৃত কুরবানীর উটের পৃষ্ঠের আবরণ এবং তার চামড়া সাদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٠٧٥ بَابُ مَنِ اشْتَرٰی هَدْیَهُ مِنَ الطَّرِیْقِ وَقَلَّدَهَا

১০৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে কুরবানীর জন্তু খরিদ করে ও তার গলায় কিলাদা বাঁধে

١٦٠٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰی بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اَرَادَ بْنُ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِیَّةِ فِیْ عَهْدِ بْنِ الزُّبَیْرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقِیْلَ لَهُ اِنَّ لِلنَّاسِ كَائِنٌ بَیْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ اَنْ یَصُدُّوْكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ أُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتّٰى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَاَهْدٰى هَدْيًا مُقَلَّدًا اِشْتَرَاهُ حِيْنَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَالِكَ صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ ·

১৬০০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন যুবাইরের খিলাফতকালে খারিজীদের হজ্জ আদায়ের বছর ইব্‌ন ‘উমর (রা) হজ্জ পালন করার ইচ্ছা করেন। তখন তাঁকে বলা হল, লোকদের মাঝে পরস্পর লড়াই সংঘটিত হতে যাচ্ছে, আর তারা আপনাকে বাধা দিতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করি। ইব্‌ন ‘উমর (রা) বললেন, (আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন) ‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ কাজেই আমি সেরূপ করব যেরূপ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর ‘উমরা ওয়াজিব করে ফেলেছি। এরপর বায়দার উপকণ্ঠে পৌঁছে তিনি বললেন, হজ্জ এবং ‘উমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, ‘উমরার সাথে আমি হজ্জকেও একত্রিত করলাম। এরপর তিনি কিলাদা পরিহিত কুরবানীর জানোয়ার নিয়ে চললেন, যেটি তিনি আসার পথে কিনেছিলেন। তারপর তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা‘য়ী করলেন। তাছাড়া অতিরিক্ত কিছু করেননি এবং সে সব বিষয় থেকে হালাল হননি যেসব বিষয় তাঁর উপর হারাম ছিল– কুরবানীর দিন পর্যন্ত। তখন তিনি মাথা মুড়ালেন এবং কুরবানী করলেন। তাঁর মতে প্রথম তাওয়াফ দ্বারা হজ্জ ও ‘উমরার তাওয়াফ সম্পন্ন হয়েছে। এ সব করার পর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই করেছেন।

١٠٧٦ بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِنَّ

১০৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ ছাড়া স্বামী কর্তৃক কুরবানী করা

١٦٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اِذَا طَافَ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا ، قَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَجِهِ قَالَ يَحْيٰى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ اَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ ·

১৬০১ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিল-কা‘দাহ মাসের

পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন ইচ্ছা ছিল না। যখন আমরা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যায়। 'আয়িশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশ্ত আনা হলে আমি বললাম, এ কি? তারা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, উক্ত হাদীসখানা কাসিমের নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, সঠিকভাবেই তিনি হাদীসটি তোমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

١٠٧٧ بَابُ النَّحْرِ فِيْ مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى

১০৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ মিনাতে নবী ﷺ-এর কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করা

١٦٠٢ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْحَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৬০২ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ (রা) কুরবানীর স্থানে কুরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, (অর্থাৎ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর স্থানে।

١٦٠٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ حَتّٰى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيْهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوْكُ .

১৬০৩ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন 'উমর (রা) মুযদালিফা থেকে শেষ রাতের দিকে হাজীদের সাথে, যাদের মধ্যে আযাদ ও ক্রীতদাস থাকত, নিজ কুরবানীর জানোয়ার পাঠিয়ে দিতেন, যাতে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানীর স্থানে পৌছে যায়।

١٠٧٨ بَابُ مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

১০৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতে কুরবানী করে

١٦٠٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا .

১৬০৪ সাহ্ল ইব্ন বাক্কার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কুরবানী করেন এবং মদীনাতেও হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি দুম্বা তিনি কুরবানী করেছেন। এখানে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

١٠٧٩ بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

১০৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ উট বাঁধা অবস্থায় কুরবানী করা

١٦٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَنَاخَ بُدْنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ ·

১৬০৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... যিয়াদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি আসলেন এমন এক ব্যক্তির নিকট, যে তার নিজের উটটিকে নহর করার জন্য বসিয়ে রেখেছিল। ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, সেটি উঠিয়ে দাঁড়ান অবস্থায় বেঁধে নাও। (এ) মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নত। [ইমাম বুখারী (র) বলেন যে,] শু'বা (র) ইউনুস সূত্রে যিয়াদ (র) থেকে হাদীসটি اَخْبَرَنِىْ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেন।

١٠٨٠ بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا صَوَافٌ قِيَامًا

১০৮০. পরিচ্ছেদ ঃ উট দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা। ইব্‌ন 'উমর (র) বলেন, তা-ই মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নত। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, (কুরআনের শব্দ) صَوَافٌ-এর অর্থ দাঁড় করিয়ে (কুরবানী করা)

١٦٠٦ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبّٰى بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَحِلُّوْا وَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ·

১৬০৬ সাহ্‌ল ইব্‌ন বাক্কার (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনাতে যোহর চার রাক'আত এবং যুল হুলাইফাতে 'আস্‌র দু'রাক'আত আদায় করলেন এবং এখানেই রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তাহ্‌লীল ও তাসবীহ্‌ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহ্‌রাম খুলে

ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হজ্জে) নবী ﷺ সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কুরবানী করেন আর মদীনাতে হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি মেষ কুরবানী দেন।

١٦٠٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِىْ الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ بَاتَ حَتّٰى اَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ اِذَا اَسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ‏.

১৬০৭ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনাতে যোহর চার রাক'আত এবং যুল-হুলাইফাতে 'আসর দু' রাক'আত আদায় করেন। আয়্যূব (র) এক ব্যক্তির মাধ্যমে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এরপর তিনি সেখানে রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করার পর সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। সাওয়ারী বায়দায় পৌঁছে সোজা হয়ে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও 'উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন।

١٠٨١ بَابٌ لاَيُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

১০৮১. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর জানোয়ারের কোন কিছুই কসাইকে দেওয়া যাবে না

١٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَاَمَرَنِىْ فَقَسَمْتُ لُحُوْمَهَا ثُمَّ اَمَرَنِىْ فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُوْدَهَا وَقَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ اُعْطِىَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِىْ جِزَارَتِهَا ‏.

১৬০৮ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে পাঠালেন, আমি কুরবানীর জানোয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন। আমি ওগুলোর গোশ্‌ত বন্টন করে দিলাম। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলেন। আমি এর পিঠের আবরণ এবং চামড়াগুলোও বিতরণ করে দিলাম। সুফিয়ান (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করলেন কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে এবং এর থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে কিছু না দিতে।

١٠٨٢ بَابٌ يُتَصَدَّقُ بِجُلُوْدِ الْهَدْيِ

১০৮২. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর জানোয়ারের চামড়া সাদকা করা

١٦٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىُّ اَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُمَا اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى لَيْلٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ وَاَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِىَ فِىْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا ·

১৬০৯ মুসাদ্দাদ (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে নবী ﷺ তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং এর থেকে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছুই না দেওয়া হয়।

١٠٨٣ بَابٌ يُتَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ

১০৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর জানোয়ারের পিঠের আবরণ সাদ্‌কা করা

١٦١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ اَهْدَى النَّبِىُّ ﷺ مِائَةَ بُدْنَةٍ فَاَمَرَنِىْ بِلُحُوْمِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ اَمَرَنِىْ بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُوْدِهَا فَقَسَمْتُهَا ·

১৬১০ আবূ নু'আইম (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর একশ' উট পাঠান এবং আমাকে গোশত সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। আমি তা বন্টন করে দিলাম। এরপর তিনি তার পিঠের আবরণ সম্বন্ধে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি তা বন্টন করে দিলাম। তারপর তিনি আমাকে চামড়া সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, আমি তা বন্টন করে দিলাম।

١٠٨٤ بَابٌ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّتُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ .... فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ · وَمَا يَاْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لاَيُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوٰى ذٰلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَاْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ

১০৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহর বাণী) ঃ এবং স্মরণ করুন, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সে ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির করবে না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে– তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্‌দা করে এবং হজ্জের ঘোষণা করে দিন মানুষের নিকট, তারা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে। এরা আসবে দূর-দূরান্তর

পথ অতিক্রম করে।... তার রবের নিকট তার জন্য এই-ই উত্তম (২২ ঃ ২৬-৩০)। কুরবানীর গোশত কী পরিমাণ খাবে এবং কী পরিমাণ সাদকা করবে? 'উবায়দুল্লাহ (র) নাফি' (র) সূত্রে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, শিকারের বদল স্বরূপ এবং মানতের জন্য যে জানোয়ার যবেহ করা হয়, তা খাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অন্যান্য সব কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া যাবে। 'আতা (র) বলেন, তামাত্তু'র কুরবানীর গোশত খেতে পারবে এবং (অন্যকেও) খাওয়াতে পারবে।

١٦١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كُنَّا لَانَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتّٰى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَا ٠

১৬১১ মুসাদ্দাদ (র)... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আমাদের কুরবানীর গোশ্ত মিনার তিন দিনের বেশি খেতাম না। এরপর নবী ﷺ আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ খাও এবং সঞ্চয় করে রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং সঞ্চয়ও করলাম। রাবী বলেন, আমি 'আতা (র)-কে বললাম, জাবির (রা) কি বলেছেন আমরা মদীনায় আসা পর্যন্ত? তিনি বললেন, না।

١٦١٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلَا نُرٰى إِلَّا الْحَجَّ حَتّٰى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقِيْلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيٰى فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ ٠

১৬১২ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুল-কা'দার পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ছাড়া আমরা অন্য কিছু উদ্দেশ্য করিনি, অবশেষে আমরা যখন মক্কার নিকটে পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই সে যেন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে হালাল হয়ে যায়। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর কুরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত পাঠানো হল। আমি বললাম, এ কি? বলা হল, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে কুরবানী করেছেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি কাসিম (র)-এর নিকট হাদীসটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, 'আমরা (র) হাদীসটি ঠিকভাবেই তোমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٥ بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

১০৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা

١٦١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ قَالَ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ ٠

১৬১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাওশাব (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মাথা কামানোর আগে কুরবানী অথবা অনুরূপ কোন কাজ করেছে। তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।

١٦١٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٠

১৬১৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী নবী ﷺ-কে বললেন, আমি কংকর মারার আগেই তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। সাহাবী পুনরায় বললেন, আমি যবেহ করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। সাহাবী আবারও বললেন, আমি কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। 'আবদুর রহীম ইব্‌ন সুলাইমান রাযী, কাসিম ইব্‌ন ইয়াহইয়া ও 'আফ্‌ফান (র).... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। হাম্মাদ (র).... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

١٦١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ لاَ حَرَجَ ٠

১৬১৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, সন্ধ্যার পর আমি কংকর মেরেছি। তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই। সে আবার বলল, কুরবানী করার আগেই আমি মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই।

١٦١٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلاَلٍ كَاِهْلاَلِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَاَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِى قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِىْ ثُمَّ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِىْ بِهِ النَّاسَ حَتّٰى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ اِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

১৬১৬ 'আবদান (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ হজ্জ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ কিসের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর মত ইহরাম বেঁধে আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন ঃ ভালই করেছ। যাও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী কর। এরপর আমি বনূ কায়স গোত্রের এক মহিলার নিকট এলাম। তিনি আমার মাথার উকুন বেছে দিলেন। তারপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। (তখন থেকে) 'উমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এ ভাবেই আমি লোকদের (হজ্জ এবং 'উমরা সম্পর্কে) ফতোয়া দিতাম। তারপর তাঁর সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করি তাহলে তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নতের অনুসরণ করি তাহলে তো (দেখি যে), রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর জানোয়ার যথাস্থানে পৌঁছার আগে হালাল হননি।

١٠٨٦ بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ وَحَلَقَ

১০৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় মাথায় আঁঠালো বস্তু লাগান ও মাথা কামানো

١٦١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ .

১৬১৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! লোকদের কি হল যে, তারা 'উমরা করে হালাল হয়ে গেল অথচ আপনি 'উমরা থেকে হালাল হননি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তো আমার মাথায় আঁঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং পশুর গলায় কিলাদা ঝুলিয়েছি। তাই কুরবানী না করে আমি হালাল হতে পারি না।

١٠٨٧ بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ عِنْدَ الْاِحْلَالِ

১০৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল কামানো ও ছোট করা

١٦١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّتِهِ .

১৬১৮ আবুল ইয়ামান (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের সময় তাঁর মাথা কামিয়েছিলেন।

١٦١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ وَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ .

১৬১৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা মাথার চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। লায়স (র) বলেন, আমাকে নাফি' (র) বলেছেন, আল্লাহ মাথামুণ্ডনকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, এ কথাটি তিনি একবার অথবা দু'বার বলেছেন। রাবী বলেন, 'উবায়দুল্লাহ (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন, চতুর্থবার বলেছেন ঃ চুল যারা ছোট করেছে তাদের প্রতিও।

١٦٢٠ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ .

১৬২০ 'আয়্যাশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি তিনবার বলেন, এরপর বললেন ঃ যারা চুল ছোট করেছে তাদেরকেও।

١٦٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ .

১৬২১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মাথা কামালেন এবং সাহাবীদের একদলও। আর অন্য একটি দল চুল ছোট করলেন।

١٦٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ .

১৬২২ আবূ 'আসিম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ও মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল ছেটে ছোট করে দিয়েছিলাম।

١٠٨٨ بَابُ تَقْصِيْرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

১০৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়ের পর তামাত্তু'কারীর চুল ছাটা

١٦٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوْا وَيَحْلِقُوْا اَوْيُقَصِّرُوْا .

১৬২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এসে সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করে। এরপর মাথার চুল মুড়িয়ে বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যায়।

١٠٨٩ بَابُ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ اَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الزِّيَارَةَ اِلَى اللَّيْلِ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُوْرُ الْبَيْتَ اَيَّامَ مِنًى وَقَالَ لَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا

ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنًى يَعْنِيْ يَوْمَ النَّحْرِ وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ

১০৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা। আবুয যুবাইর (র) 'আয়িশা (রা) ও ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। আবূ হাসসান (র) সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মিনার দিনগুলোতে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতেন। আর আবূ নু'আইম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তাওয়াফ করলেন, এরপর কায়লুলা করেন এবং তারপর মিনায় আসেন অর্থাৎ কুরবানীর দিন। 'আবদুর রাযযাক (র) এটি মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমার নিকট 'উবায়দুল্লাহ (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

١٦٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰـى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الـلَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَاَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اُخْرُجُوْا وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ ٠

১৬২৪ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করে কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। এ সময় সাফিয়্যা (রা)-এর হায়েয দেখা দিল। তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে তা ইচ্ছা করছিলেন যা একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে ইচ্ছা করে থাকে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি তো হায়েযা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে তো সে আমাদের আটকিয়ে ফেলবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাফিয়্যা (রা) তো কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে রওয়ানা হও। কাসিম, 'উরওয়া ও আসাদ (র) সূত্রে 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাফিয়্যা কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করেছেন।

١٠٩٠ بَابٌ اِذَا رَمٰى بَعْدَ مَا اَمْسٰى لَوْحَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا اَوْجَاهِلاً

১০৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলে

١٦٢٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاْخِيْرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ ٠

১৬২৫ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যবেহ করা, মাথা কামান ও কংকর মারা এবং (এ কাজগুলো) আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ কোন দোষ নেই।

١٦٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْئَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُوْلُ لاَ حَرَجَ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ، وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ ·

১৬২৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে মিনাতে কুরবানীর দিন জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তিনি বলতেন ঃ কোন দোষ নেই। তাঁকে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমি যবেহ (কুরবানী) করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যবেহ করে নাও, এতে দোষ নেই। সাহাবী আরো বললেন, আমি সন্ধ্যার পর কংকর মেরেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কোন দোষ নেই।

١٠٩١ بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

১০৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জামরার নিকট সাওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় ফাতোয়া দেওয়া

١٦٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوْا يَسْاَلُوْنَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ ·

১৬২৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাওয়ারীতে) অবস্থান করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ঃ একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জানতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই (মাথা) কামিয়ে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তুমি কুরবানী করে নাও, কোন দোষ নেই। তারপর অপর একজন এসে বললেন, আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ কংকর মেরে নাও, কোন দোষ নেই। সেদিন যে কোন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ করে নাও, কোন দোষ নেই।

١٦٢٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ

فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ اخَرُ فَقَالَ كُنْتَ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ وَاَشْبَاهَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ ۔

১৬২৮ সা'ঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরবানীর দিন নবী ﷺ-এর খুতবা দেওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ। এরপর অপর এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ধারণা ছিল অমুক কাজের আগে অমুক কাজ, আমি কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। আর কংকর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। এরূপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ করে নাও, কোন দোষ নেই। সব কটির জবাবে তিনি এ কথাই বললেন। সেদিন তাঁকে যা-ই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেন ঃ করে নাও, কোন দোষ নেই।

١٦٢٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقَ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيْسٰى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ، تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ۔

১৬২৯ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর উটনীর উপর অবস্থান করছিলেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। যুহরী (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনায় মা'মার (র) সালেহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٠٩٢ بَابُ الْخُطْبَةِ اَيَّامَ مِنًى

১০৯২. পরিচ্ছেদ ঃ মিনার দিনগুলোতে খুতবা প্রদান

١٦٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِي يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا ، فَاَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ اِلٰى اُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ۔

১৬৩০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে একটি খুত্বা দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? সকলেই বললেন, সম্মানিত দিন। তারপর তিনি বললেন ঃ এ শহরটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, সম্মানিত শহর। তারপর তিনি বললেন ঃ এ মাসটি কোন্ মাস? তারা বললেন ঃ সম্মানিত মাস। তিনি বললেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইয্যত-হুরমত তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি কি (আপনার পয়গাম) পৌছিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়েছি? ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এ কথাগুলো ছিল তাঁর উম্মতের জন্য অসীয়ত। (নবী ﷺ আরো বললেন ঃ) উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌছিয়ে দেয়। আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।

١٦٣١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ ، تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو .

১৬৩১ হাফ্স ইব্ন 'উমর (রা)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে 'আরাফাত ময়দানে খুত্বা দিতে শুনেছি। ইব্ন 'উয়াইনা (র) 'আম্র (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٦٣٢ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ وَرَجُلٌ اَفْضَلُ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ شَهْرٍ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ ذَالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا ، قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ ، قَالَ اَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِ كُمْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا ، نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ وَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১৬৩২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র)... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী

ﷺ আমাদের খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। নবী ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী ﷺ এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই সব চাইতে বেশী জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য কোন নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তারপর তিনি বললেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই সবচাইতে বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের শহরে। নবী ﷺ সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ (ইয়া রাসূলাল্লাহ)। তারপর তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, কোন কোন মুবাল্লাগ শ্রবণকারী থেকে কখনো কখনো অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। তোমরা আমার পরে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।

١٦٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى اَتَدْرُوْنَ اَيَّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ اَفَتَدْرُوْنَ اَيَّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ اَفَتَدْرُوْنَ اَيَّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ، وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ بِهٰذَا وَقَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ ٠

১৬৩৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (রা)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় অবস্থানকালে বললেন ঃ তোমরা কি জান, এটি কোন্ দিন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি সম্মানিত দিন। (নবী ﷺ) বললেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচাইতে বেশী জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি সম্মানিত শহর। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই

ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটি সম্মানিত মাস। নবী ﷺ বললেন ঃ এ মাসে, এ শহরে, এ দিনটি তোমাদের জন্য যেমন সম্মানিত, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জান, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইয্যত-আবরুকে তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন। হিশাম ইব্ন গায (র) নাফি' (র)-এর মাধ্যমে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁর হজ্জ আদায়কালে কুরবানীর দিন জামারাতের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, এটি হল হজ্জে আকবরের দিন। এরপর নবী ﷺ বলতে লাগলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এরপর তিনি সাহাবীগণকে বিদায় জানালেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, এ-ই বিদায় হজ্জ।

١٠٩٣ بَابُ هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

১০৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ (হাজীদের) পানি পান করানোর ব্যবস্থাকারীদের ও অন্যান্য লোকদের (উযর বশত) মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করা

١٦٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، تَابَعَهُ أَبُوْ أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُوْ ضَمْرَةَ .

১৬৩৪ মুহাম্মদ ইবন 'উবাইদ ইব্ন মায়মূন, ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আব্বাস (রা) পানি পান করানোর জন্য মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবূ উসামা, 'উক্বা ইব্ন খালিদ ও আবূ যামরা (র) এ হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইরের অনুসরণ করেছেন।

١٠٩٤ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ .

১০৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ কংকর মারা। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন চাশতের সময় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কংকর মেরেছেন

١٦٣٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ

قَالَ اِذَا رَمٰى اِمَامُكَ فَارْمِ فَاَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ٠

১৬৩৫ আবূ নু'আইম (র)... ওবারা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন কংকর মারব? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যখন কংকর মারবে, তখন তুমিও মারবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষা করতাম, যখন সূর্য ঢলে যেত তখনই আমরা কংকর মারতাম।

١٠٩٥ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ

১০৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ বাতন ওয়াদী (উপত্যকার নীচুস্থান) থেকে কংকর মারা

١٦٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمٰى عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهٰذَا ٠

১৬৩৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)... 'আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বাতন ওয়াদী থেকে কংকর মারেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ 'আবদুর রহমান! লোকেরা তো এর উচ্চস্থান থেকে কংকর মারে। তিনি বললেন, সে সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এটা সে স্থান, যেখানে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র).. আ'মাশ (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

١٠٩٦ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ জামরায় সাতটি কংকর মারা। এ কথাটি ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন

١٦٣٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ هُوَ عُتَيْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ وَرَمٰى بِسَبْعٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ٠

১৬৩৭ হাফস ইব্‌ন 'উমর (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বড় জামরার কাছে গিয়ে বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। আর বলেন, যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনিও এরূপ কংকর মেরেছেন।

١٠٩٧ بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

১০৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রেখে জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মারা

١٦٣٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَاٰهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ٠

১৬৩৮ আদম (র)... 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ আদায় করলেন। তখন তিনি বায়তুল্লাহকে নিজের বামে রেখে এবং মিনাকে ডানে রেখে বড় জামরাকে সাতটি কংকর মারতে দেখেছেন। এর পর তিনি বললেন, এ তাঁর দাঁড়াবার স্থান যাঁর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

١٠٩٨ بَابُ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলা। নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন 'উমর (রা) এ কথাটি বর্ণনা করেন

١٦٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّوْرَةُ الَّتِىْ تُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِىْ تُذْكَرُ فِيْهَا اٰلِ عِمْرَانَ وَالسُّوْرَةُ الَّتِىْ تُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِىَ حَتّٰى اِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ٠

১৬৩৯ মুসাদ্দাদ (র)... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে মিম্বরের উপর এরূপ বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে বাকারার উল্লেখ রয়েছে, যে সূরার মধ্যে আলে 'ইমরানের উল্লেখ রয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে নিসা-এর উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ সে সূরা বাকারা, সূরা আলে 'ইমরান ও সূরা নিসা বলা পছন্দ করত না। বর্ণনাকারী আ'মাশ (র) বলেন, এ ব্যাপারটি আমি ইবরাহীম (র)-কে বললাম। তিনি বললেন, আমার কাছে 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, জামরায়ে 'আকাবাতে কংকর মারার সময় তিনি ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বাতন ওয়াদীতে গাছটির বরাবর এসে জামরাকে সামনে রেখে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর সহকারে কংকর মারলেন। এরপর বললেন, সে সত্তার কসম যিনি ব্যতীত

কোন ইলাহ নেই, এ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যাঁর উপর নাযিল হয়েছে সূরা বাকারা (অর্থাৎ সূরা বাকারা বলা বৈধ)।

١٠٩٩ بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মেরে অপেক্ষা না করা। নবী ﷺ থেকে ইব্ন 'উমর (রা) এ কথা বর্ণনা করেন

١١٠٠ بَابٌ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ

১১০০. পরিচ্ছেদ ঃ অপর দুই জামরায় কংকর মেরে সমতল জায়গায় গিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ান

١٦٤٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৬৪০ 'উসমান ইব্ন আবূ শাইবা (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কেবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর মারতেন এবং একটু বাঁ দিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর বাতন ওয়াদী থেকে জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মারতেন। এর কাছে তিনি বিলম্ব না করে ফিরে আসতেন এবং বলতেন, আমি নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

١١٠١ بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

১১০১. পরিচ্ছেদ ঃ নিকটবর্তী এবং মধ্যবর্তী জামরার কাছে উভয় হাত তোলা

١٦٤١ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى

إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى كَذٰلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১৬৪১ ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) নিকটবর্তী জামরায় সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। তারপর মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে কংকর মারতেন। এরপর বাঁ দিক হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। তারপর বাতন ওয়াদী থেকে জামরায়ে 'আকাবায় কংকর মারতেন এবং এর কাছে তিনি দেরী করতেন না। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি অনুরূপ করতে দেখেছি।

١١٠٢ بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

১১০২. পরিচ্ছেদ ঃ দুই জামরার কাছে (দাঁড়িয়ে) দু'আ করা

١٦٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ تَلِىْ مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَكَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ بِمَا يَلِى الْوَادِىَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ، ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِىُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১৬৪২ মুহাম্মদ (র)... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে মিনার দিক থেকে প্রথমে অবস্থিত জামরায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কংকর মারতেন, সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। তারপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ওয়াদীর কাছে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। অবশেষে 'আকাবার কাছের জামরায় এসে তিনি সাতটি

কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর ফিরে যেতেন, এখানে বিলম্ব করতেন না। যুহরী (র) বলেন, সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)-কে তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। (রাবী বলেন) ইব্‌ন 'উমর (রা)-ও তাই করতেন।

١١٠٣ بَابُ الطِّيْبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْاِفَاضَةِ

১১০৩. পরিচ্ছেদ ঃ কংকর মারার পর খুশবু লাগান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা কামানো

١٦٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَكَانَ اَفْضَلَ اَهْلِ زَمَانِهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ وَكَانَ اَفْضَلَ اَهْلِ زَمَانِهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا .

১৬৪৩ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এ দু' হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশবু লাগিয়েছি, যখন তিনি ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করেছেন এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে যখন তিনি ইহরাম খুলে হালাল হয়েছেন। এ কথা বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করলেন।

١١٠٤ بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

১১০৪. পরিচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

١٦٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلاَّ اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ .

১৬৪৪ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাদের শেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে এ হুকুম ঋতুবতী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

١٦٤٥ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ، تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৪৫ আসবাগ ইব্‌ন ফারজ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ

যোহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার সালাত আদায় করে উপত্যকায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। তারপর সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন। লায়স (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনায় 'আমর ইব্‌ন হারিস (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١١٠٥ بَابُ اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ

১১০৫. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর যদি কোন মহিলার হায়েয আসে

١٦٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَاضَتْ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَابِسَتُنَا هِىَ قَالُوْا اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ قَالَ فَلاَ اِذَنْ .

১৬৪৬ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা) হায়েযা হলেন এবং পরে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবগত করানো হয়। তখন তিনি বললেন ঃ সে কি আমাদের আটকিয়ে রাখবে? তারা বললেন, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তো আর বাধা নেই।

١٦٤٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَاَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَاَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوْا لاَ نَاْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ ، قَالَ اِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَاسْاَلُوْا فَقَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَسَاَلُوْا فَكَانَ فِيْمَنْ سَاَلُوْا اُمَّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ .

১৬৪৭ আবূ নু'মান (র)... 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত যে, তাওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয এসেছে এমন মহিলা সম্পর্কে মদীনাবাসী ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদের বললেন, সে রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা বললেন, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করব না এবং যায়দের কথাও বর্জন করব না। তিনি বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবে। তাঁরা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করলেন। যাঁদের কাছে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে সুলাইম (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁদের সাফিয়্যা (উম্মুল মু'মিনীন) (রা)-এর ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। হাদীসটি খালিদ ও কাতাদা (র) 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণনা করেন।

١٦٤٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَا اَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّهَا لاَتَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ

رَخَّصَ لَهُنَّ .

১৬৪৮ মুসলিম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার পর ঋতুবতী মহিলাকে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সে মহিলা রওয়ানা হতে পারবে না। পরবর্তীতে তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।

١٦٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ نُرَى اِلاَّ الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَاَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ ، فَحَاضَتْ هِىَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ اَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِىْ قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا ، قُلْتُ لاَ قَالَ فَاخْرُجِىْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّىْ بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا اَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَلاَ بَاْسَ اِنْفِرِىْ فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلَى اَهْلِ مَكَّةَ وَاَنَا مُنْهَبِطَةٌ اَوْ اَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لاَ ، تَابَعَهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ فِىْ قَوْلِهِ لاَ .

১৬৪৯ আবূ নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। হজ্জই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নবী ﷺ মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা ও মারওয়ার সা'য়ী করলেন। তবে ইহরাম ফেলেননি। তাঁর সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার ছিল। তাঁর সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও তাওয়াফ করলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না, তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন। এরপর 'আয়িশা (রা) ঋতুবতী হয়ে পড়লেও (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা হজ্জের সমুদয় হুকুম-আহকাম আদায় করলাম। এরপর যখন লায়লাতুল-হাসবা অর্থাৎ রওয়ানা হওয়ার রাত হল, তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমি ব্যতীত আপনার সকল সাহাবী তো হজ্জ ও 'উমরা করে ফিরছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমরা যে রাতে এসেছি সে রাতে তুমি কি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, না। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তান'ঈম (নামক স্থানে) চলে যাও এবং সেখান থেকে 'উমরার ইহরাম বেঁধে নাও। আর অমুক অমুক স্থানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের ওয়াদা থাকল। 'আয়িশা (রা) বলেন, এরপর আমি 'আবদুর রাহমান (রা)-এর সঙ্গে তান'ঈমের দিকে গেলাম এবং 'উমরার ইহরাম বাঁধলাম।

আর সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা)-এর ঋতু দেখা দিল। নবী ﷺ তা শুনে বিরক্ত হয়ে বলেন ঃ তুমি তো আমাদেরকে আটকিয়ে ফেললে। তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করছিলে? তিনি বললেন, হাঁ। নবী ﷺ বললেন ঃ তাহলে কোন বাধা নেই, রওয়ানা হও। ['আয়িশা (রা) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি মক্কার উপরের দিকে উঠছিলেন, আর আমি নিচের দিকে নামছিলাম। অথবা আমি উঠছিলাম আর তিনি নামছিলেন। মুসাদ্দাদ (র)-এর বর্ণনায় এ হাদীসে (হাঁ)-এর পরিবর্তে 'লা' (না) রয়েছে। রাবী জারীর (র) মনসূর (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনায় মুসাদ্দাদ (র)-এর অনুরূপ 'লা' (না) বর্ণনা করেছেন।

١١٠٦ بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْاَبْطَحِ

১১০৬. পরিচ্ছেদ ঃ (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক স্থানে 'আসরের সালাত আদায় করা

١٦٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ اِفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ ٠

১৬৫০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন রুফা'য় (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম, নবী ﷺ থেকে মনে রেখেছেন এমন কিছু কথা আমাকে বলুন। তারবিয়ার দিন নবী ﷺ যোহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, মিনাতে। আমি বললাম, প্রত্যাবর্তনের দিন 'আসরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, আবতাহ নামক স্থানে। (তারপর বললেন,) তুমি তাই কর যেভাবে তোমার শাসকগণ করেন।

١٦٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِي بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ٠

১৬৫১ 'আবদুল মুতা'আলী ইব্‌ন তালিব (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার সালাত আদায়ের পর মুহাস্‌সাবে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন, পরে সাওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহর দিকে গেলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন।

١١٠٧ بَابُ الْمُحَصَّبِ

১১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাসসাব

١٦٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مَنْزِلاً يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُوْنَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ تَعْنِى بِالْاَبْطَحِ ·

১৬৫২ আবূ নু'আইম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তা হল একটি মানযিল মাত্র, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করতেন, যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয় অর্থাৎ আবতাহ।

١٦٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ·

১৬৫৩ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা (হজ্জের) কিছুই নয়। এ তো শুধু একটি মানযিল, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

١١٠٨ بَابُ النُّزُوْلِ بِذِىْ طُوًى قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُوْلِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

১১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশের আগে যু-তুয়াতে অবতরণ এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল-হুলাইফার বাতহাতে অবতরণ

١٦٥٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيْتُ بِذِىْ طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِىْ بِاَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا اَوْمُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ اِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَاْتِى الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ فَيَبْدَاُ بِهِ ثُمَّ يَطُوْفُ سَبْعًا ثَلاَثًا سَعْيًا وَاَرْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّىْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ اِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ اَوِالْعُمْرَةِ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ الَّتِىْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيْخُ بِهَا ·

১৬৫৪ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) দু' পাহাড়ের মধ্যস্থিত যু-তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করতেন। এরপর মক্কার উঁচু গিরিপথের দিক থেকে প্রবেশ করতেন। হজ্জ বা 'উমরা আদায়ের জন্য মক্কা আসলে তিনি মসজিদে হারামের দরজার সামনে ব্যতীত কোথাও উট বসাতেন না। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন এবং সেখান থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতেন এবং সাত চক্কর তাওয়াফ করতেন। তিনবার দ্রুতবেগে আর চারবার স্বাভাবিক গতিতে। এরপর ফিরে এসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং নিজের মনযিলে ফিরে যাওয়ার আগে

সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করতেন। আর যখন হজ্জ বা 'উমরা থেকে ফিরতেন তখন যুল-হুলাইফা উপত্যকার বাতহা নামক স্থানে অবতরণ করতেন, যেখানে নবী ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

١٦٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ اَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ قَالَ خَالِدٌ لاَ اَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৬৫৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)... খালিদ ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উবায়দুল্লাহ (র)-কে মুহাসসাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নাফি' (র) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমর ও ইব্‌ন 'উমর (রা) সেখানে অবতরণ করেছেন। নাফি' (র) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) মুহাসসাবে যোহর ও 'আসরের সালাত আদায় করতেন। আমার মনে হচ্ছে, তিনি মাগরিবের কথাও বলেছেন। খালিদ (রা) বলেন, 'ইশা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই এবং তিনি সেখানে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। এ কথা ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করতেন।

١١٠٩ بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى اِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتّٰى اِذَا اَصْبَحَ دَخَلَ وَاِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

১১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা থেকে ফিরার সময় যু-তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা। মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) বর্ণিত যে, তিনি যখনই মক্কা আসতেন তখনই যু-তুয়া উপত্যকায় রাত যাপন করতেন। আর সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। ফিরার সময়ও তিনি যু-তুয়ার দিকে যেতেন এবং সেখানে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করতেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন যে, নবী ﷺ এরূপ করতেন।

١١١٠ بَابُ التِّجَارَةِ اَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِيْ اَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

১১১০. পরিচ্ছেদ ঃ (হজ্জের) মৌসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারে বেচা-কেনা

١٦٥٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ كَاَنَّهُمْ كَرِهُوْا ذٰلِكَ حَتّٰى نَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ ٠

১৬৫৬ 'উসমান ইব্ন হায়সাম (রা)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগে যুল-মাজায ও 'উকায লোকদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। ইসলাম আসার পর মুসলিমগণ যেন তা অপছন্দ করতে লাগল, অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই হজ্জের মৌসুমে' (২ ঃ ১৯৮)।

١١١١ بَابُ الْاِدْلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

১১১১. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাসসাব থেকে শেষ রাতে রওয়ানা হওয়া

١٦٥٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا اُرَانِىْ اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَنِىْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَنَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَلْقٰى عَقْرٰى مَا اُرَاهَا اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرِىْ مِنَ التَّنْعِيْمِ ، فَخَرَجَ مَعَهَا اَخُوْهَا فَلَقِيْنَاهُ مُدَّلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ٠

১৬৫৭ 'উমর ইব্ন হাফস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যাবর্তনের দিন সাফিয়্যা (রা)-এর ঋতু দেখা দিলে তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। নবী ﷺ তা শুনে 'আকরা', 'হালকা' বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং বললেন ঃ সে কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছে? বলা হল, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে চল। আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] অন্য সূত্রে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা (মক্কায়) আসলাম, তখন আমাদের হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা)-এর ঋতু আরম্ভ হল। নবী ﷺ 'হালকা' 'আকরা', বলে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন ঃ আমার ধারণা, সে তোমাদের আটকিয়েই ফেলবে। তারপর বললেন ঃ তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছিলে? সাফিয়্যা (রা) বললেন, হাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তবে চল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ('উমরা আদায় করে) হালাল হইনি। তিনি বললেন ঃ তাহলে এখন তুমি তান'ঈম থেকে 'উমরা আদায় করে নাও। তারপর তাঁর সঙ্গে তার ভাই ['আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা)]

গেলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, ('উমরা আদায় করার পর) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, যখন তিনি শেষ রাতে (বিদায়ী তওয়াফের জন্য) যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ অমুক স্থানে তোমরা সাক্ষাত করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

١١١٢ بَابُ وُجُوْبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَيْسَ اَحَدٌ اِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

১১১২. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, প্রত্যেকের জন্য হজ্জ ও 'উমরা অবশ্য পালনীয়। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনুল কারীমে হজ্জের সাথেই 'উমরার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরা পূর্ণভাবে আদায় কর। (২ ঃ ১৯৬)

١٦٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ .

১৬৫৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক 'উমরার পর আর এক 'উমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হলো হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান।

١١١٣ بَابُ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

১১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের আগে 'উমরা আদায় করল

١٦٥٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَاْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَحُجَّ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১৬৫৯ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... 'ইকরিমা ইব্‌ন খালিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে হজ্জের আগে 'উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। 'ইকরিমা (র) বলেন, ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ হজ্জের আগে 'উমরা আদায় করেছেন। ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ (র) ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'ইকরিমা ইব্‌ন খালিদ (র) বলেছেন, আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে

জিজ্ঞাসা করলাম। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٦٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ .

১৬৬০ 'আমর ইবনে 'আলী (র)... 'ইকরিমা ইব্ন খালিদ (র) বলেন, আমি ইব্ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। অবশিষ্ট অংশে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١١١٤ بَابُ كَمْ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

১১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কতবার 'উমরা করেছেন

١٦٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ اِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَاِذَا نَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحٰى قَالَ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا اَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا اُمَّاهُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ مَا يَقُوْلُ قَالَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمُرَاتٍ اِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً اِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ .

১৬৬১ কুতায়বা (র)... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'উরওয়া ইবন যুবাইর (র) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) 'আয়িশা (রা)-এর হুজরার পাশে বসে আছেন। ইতিমধ্যে কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্দোহা আদায় করতে লাগল। আমরা তাঁকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ'আত। এরপর 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) তাঁকে বললেন, নবী ﷺ কতবার 'উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। আমরা তাঁর কথা রদ করা পছন্দ করলাম না। আমরা উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা)-এর হুজরার ভিতর থেকে তাঁর মিসওয়াক করার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন 'উরওয়া (রা) বললেন, হে আম্মাজান, হে উম্মুল মুমিনীন! আবূ 'আবদুর রাহমান কি বলছেন, আপনি কি শুনেন নি? 'আয়িশা (রা) বললেন, তিনি কী বলছেন? 'উরওয়া (র) বললেন, তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারবার 'উমরা আদায় করেছেন। এর মধ্যে একটি রজব মাসে। 'আয়িশা (রা) বললেন, আবূ 'আবদুর রাহমানের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোন 'উমরা আদায় করেননি, যে তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাসে কখনো 'উমরা আদায় করেননি।

١٦٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى رَجَبٍ ٠

১৬৬২ আবূ 'আসিম (র)... 'উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজব মাসে কখনো 'উমরা আদায় করেননি।

١٦٦٣ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَرْبَعًا عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةَ الْجِعِرَانَةِ اِذْ قَسَمَ غَنِيْمَةَ اُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً ٠

১৬৬৩ হাসসান ইব্ন হাস্সান (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার 'উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার। তন্মধ্যে হুদায়বিয়ার 'উমরা যুল-কা'দা মাসে যখন মুশরিকরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করতে বাঁধা দিয়েছিল। পরবর্তী বছরের যুল-কা'দা মাসের 'উমরা, যখন মুশরিকদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল জী'রানার 'উমরা, যেখানে নবী ﷺ গনীমতের মাল, সম্ভবতঃ হুনায়নের যুদ্ধে বন্টন করেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি বললেন, একবার।

١٦٦٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوْهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ٠

১৬৬৪ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন 'আবদুল মালিক (র)... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ একবার 'উমরা করেছেন যখন তাঁকে মুশরিকরা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার পরবর্তী বছর ছিল হুদায়বিয়ার (চুক্তি অনুযায়ী) 'উমরা, (তৃতীয়) 'উমরা (জী'রানা) যুল-কা'দা মাসে আর হজ্জের মাসে অপর একটি 'উমরা করেছেন।

١٦٦٥ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِىْ اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ٠

১৬৬৫ হুদবা ইব্ন খালিদ (র)... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি 'উমরা করেছেন। তন্মধ্যে হজ্জের মাসে যে 'উমরা করেছেন তা ছাড়া বাকী সব 'উমরাই যুল-কা'দা মাসে করেছেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার 'উমরা, পরবর্তী বছরের 'উমরা, জী'রানার 'উমরা, যেখানে তিনি হুনায়নের মালে গনীমত

বন্টন করেছিলেন এবং হজ্জের মাসে আদায়কৃত 'উমরা।

١٦٦٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَاَلْتُ مَسْرُوْقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوْا اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَحُجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ .

১৬৬৬ আহমদ ইব্‌ন 'উসমান (র)... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসরূক, 'আতা এবং মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-কা'দা মাসে হজ্জের আগে 'উমরা করেছেন। রাবী বলেন, আমি বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করার আগে দু'বার যুল-কা'দা মাসে 'উমরা করেছেন।

١١١٥ بَابُ عُمْرَةٍ فِىْ رَمَضَانَ

১১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে 'উমরা আদায় করা

١٦٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اِسْمَهَا مَامَنَعَكِ اَنْ تَحُجِّيْنَ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ اَبُوْ فُلَانٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَاِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِىْ فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ اَوْنَحْوًا مِمَّا قَالَ .

১৬৬৭ মুসাদ্দাদ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক আনসারী মহিলাকে বললেন ঃ আমাদের সঙ্গে হজ্জ করতে তোমার বাঁধা কিসের? ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) মহিলার নাম বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। মহিলা বলল, আমাদের একটি পানি বহনকারী উট ছিল। কিন্তু তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (অর্থাৎ মহিলার স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গেছেন। আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন পানি বহনকারী আরেকটি উট যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। নবী ﷺ বললেন ঃ আচ্ছা, রমযান এলে তখন 'উমরা করে নিও। কেননা, রমযানের একটি 'উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য। অথবা সেরূপ কোন কথা তিনি বলেছিলেন।

١١١٦ بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

১১১৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাসসাবের রাতে ও অন্য সময়ে 'উমরা করা

١٦٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلاَ اَنِّى أَهْدَيْتُ لاَ هْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَظَلَّنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اُرْفُضِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَاَهِلِّى بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِى .

১৬৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম যখন যিলহজ্জ আগতপ্রায়। তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চায়, সে যেন হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়। আর যে 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতে চায় সে যেন 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়। আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তা হলে অবশ্যই আমি 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতাম। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন, আবার কেউ হজ্জের। যারা 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, আমি তাদের একজন। 'আরাফার দিন এল, তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। নবী ﷺ-এর নিকট তা জানালাম। তিনি বললেন ঃ 'উমরা ছেড়ে দাও এবং মাথার বেণী খুলে মাথা আঁচড়িয়ে নাও। তারপর হজ্জের ইহরাম বাঁধ। যখন মুহাসসাবের রাত হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সঙ্গে (আমার ভাই) 'আবদুর রাহমানকে তান'ঈমে পাঠালেন এবং আমি ছেড়ে দেওয়া 'উমরার স্থলে নতুনভাবে 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলাম।

١١١٧- بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيْمِ

১১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ তান'ঈম থেকে 'উমরা করা

١٦٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًوا وَكَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو .

১৬৬৯ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে তাঁর সাওয়ারীর পিঠে 'আয়িশা (রা)-কে বসিয়ে তান'ঈম থেকে 'উমরা করানোর নির্দেশ দেন। রাবী সুফিয়ান (র) একবার বলেন, এ হাদীস আমি 'আমরের কাছে বহুবার শুনেছি।

١٦٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهَلَّ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَذِنَ لِاَصْحَابِهِ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلَى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لَاَحْلَلْتُ وَاَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْطَلِقُوْنَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِى ذِى الْحَجَّةِ وَاَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا فَقَالَ اَلَكُمْ هٰذِهِ خَاصَّةً يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ بَلْ لِلاَبَدِ ٠

১৬৭০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। নবী ﷺ ও তালহা (রা) ছাড়া কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। আর 'আলী (রা) ইয়ামান থেকে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিষয়ের ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও তার ইহ্রাম বাঁধলাম। নবী ﷺ এ ইহ্রামকে 'উমরায় পরিণত করতে এবং তাওয়াফ করে এরপরে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। তবে যাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রয়েছে (তারা হালাল হবে না)। তাঁরা বললেন, আমরা মীনার দিকে রওয়ানা হবো এমতাবস্থায় আমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে এসেছে। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যদি আমি এ ব্যাপার পূর্বে জানতাম, যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনতাম না। আর যদি কুরবানীর পশু আমার সঙ্গে না থাকত অবশ্যই আমি হালাল হয়ে যেতাম। আর (একবার) 'আয়িশা (রা)-এর ঋতু দেখা দিল। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের সব কাজই সম্পন্ন করে নিলেন। রাবী বলেন, এরপর যখন তিনি পাক হলেন এবং তাওয়াফ করলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা তো হজ্জ এবং 'উমরা উভয়টি পালন করে ফিরছেন, আমি কি শুধু হজ্জ করেই ফিরব? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে তান'ঈমে যায়। তারপর যিলহজ্জ মাসেই হজ্জ আদায়ের পর 'আয়িশা (রা) 'উমরা আদায় করলেন। নবী ﷺ যখন জামরাতুল 'আকাবায় কংকর মারছিলেন তখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম (রা)-এর নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ হজ্জের মাসে 'উমরা আদায় করা কি আপনাদের জন্য খাস? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, এতো চিরদিনের (সকলের) জন্য।

١١١٨ بَابُ الْاِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

১১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জের পর 'উমরা আদায় করাতে কুরবানী ওয়াজিব হয় না

١٦٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِى قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْخُلَ مَكَّةَ فَاَدْرَكَنِىْ يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّى بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَرْدَفَهَا فَاَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ .

১৬৭১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যিলহজ্জ মাস আগত প্রায়, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে ব্যক্তি 'উমরার ইহ্রাম বাঁধতে চায়, সে যেন 'উমরার ইহ্রাম বেঁধে নেয়। আর যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে চায় সে যেন হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নেয়। আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে না আনতাম তাহলে অবশ্যই আমি 'উমরার ইহ্রাম বাঁধতাম। তাই তাঁদের কেউ 'উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন আর কেউ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন। যারা 'উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, আমি তাদের মধ্যে একজন। এরপর মক্কা পৌঁছার আগেই আমার ঋতু দেখা দিল। 'আরাফার দিবস চলে এল, আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমার এ অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বললাম। তিনি বললেন ঃ 'উমরা ছেড়ে দাও। আর বেণী খুলে মাথা আঁচড়িয়ে নাও। তারপর হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম। মুহাস্সাবের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে 'আবদুর রাহমানকে তান'ঈম পাঠালেন। (রাবী বলেন) 'আবদুর রাহমান (রা) তাঁকে সাওয়ারীতে নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। তারপর 'আয়িশা (রা) আগের 'উমরার স্থলে নতুন 'উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন। এমনিভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হজ্জ এবং 'উমরা উভয়টিই পুরা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এর কোন ক্ষেত্রেই কুরবানী বা সাদাকা দিতে কিংবা সিয়াম পালন করতে হয়নি।

١١١٩ بَابُ اَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلٰى قَدْرِ النَّصَبِ

১১১৯. পরিচ্ছেদ ঃ কষ্ট অনুপাতে 'উমরার সাওয়াব

١٦٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَاَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيْلَ لَهَا اِنْتَظِرِيْ فَاِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِيْ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّيْ ثُمَّ ائْتِيْنَا بِمَكَانِ كَذَا وَلٰكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ اَوْنَصَبِكِ ٠

১৬৭২ মুসাদ্দাদ (র)... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহাবীগণ ফিরছেন দু'টি নুসূক (অর্থাৎ হজ্জ এবং 'উমরা) পালন করে আর আমি ফিরছি একটি নুসূক (শুধু হজ্জ) আদায় করে। তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা কর। পরে যখন তুমি পবিত্র হবে তখন তান'ঈমে গিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধবে এরপর অমুক স্থানে আমাদের কাছে আসবে। এ 'উমরা (এর সাওয়াব) হবে তোমার খরচ বা কষ্ট অনুপাতে।

١١٢٠ بَابُ الْمُعْتَمِرِ اِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِيْهِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ

১১২০. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়কারী 'উমরার তাওয়াফ করে রওয়ানা হলে, তা কি তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে?

١٦٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِهِ ذَوِيْ قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ لِاَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لَا اُصَلِّيْ قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ اَنْتِ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِيْ فِيْ حَجَّتِكِ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَرْزُقَكِهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتّٰى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اُخْرُجْ بِاُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا اَنْتَظِرْكُمَا هَاهُنَا فَاَتَيْنَا فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَادٰى بِالرَّحِيْلِ فِيْ اَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ ٠

১৬৭৩ আবূ নু'আয়ম (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, হজ্জের মাসে এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের উদ্দেশ্যে। যখন সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করলাম, তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার নেই এবং সে এই ইহ্‌রামকে 'উমরায় পরিণত করতে চায়, সে যেন তা করে নেয় (অর্থাৎ 'উমরা করে হালাল হয়)। আর

যার সাথে কুরবানীর জানোয়ার আছে সে এরূপ করবে না (অর্থাৎ হালাল হতে পারবে না)। নবী ﷺ ও তাঁর কয়েকজন সমর্থ সাহাবীর নিকট কুরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁদের 'উমরা হয়নি। ['আয়িশা (রা) বললেন] আমি কাঁদছিলাম, এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবীগণকে যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমি তো 'উমরা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছি। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার কি অবস্থা? আমি বললাম, আমি তো সালাত আদায় করছি না। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার ক্ষতি হবে না। তুমি তো একজন আদম কন্যাই। তাদের অদৃষ্টে যা লেখা ছিল তোমার জন্যও তা লিখিত হয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার হজ্জ আদায় কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 'উমরাও দান করবেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি এ অবস্থায়ই থেকে গেলাম এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুহাস্সাবে অবতরণ করলাম। তারপর নবী ﷺ 'আবদুর রাহমান (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ তুমি তোমার বোনকে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। সেখান থেকে যেন সে 'উমরার ইহ্রাম বাঁধে। তারপর তোমরা তাওয়াফ করে নিবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব। আমরা মধ্যরাতে এলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি তাওয়াফ সমাধা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। এ সময় তিনি সাহাবীগণকে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তাই লোকজন এবং যাঁরা ফজরের পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন তাঁরা রওয়ানা হলেন। তারপর নবী ﷺ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

١١٢٢ بَابُ يَفْعَلُ فِى الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِى الْحَجِّ

১১২১. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জে যে কাজ করা হয় 'উমরাতেও তাই করবে

١٦٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ يَعْنِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ اَثَرُ الْخَلُوْقِ اَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِىْ اَنْ اَصْنَعَ فِىْ عُمْرَتِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَوَدِدْتُ اَنِّىْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَقَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْوَحْىَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيْطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اِخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ اَثَرَ الْخَلُوْقِ عَنْكَ وَاَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ ٠

১৬৭৪ আবূ নু'আইম (র)... ই'য়ালা ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'ররানাতে ছিলেন। এ সময় জুব্বা পরিহিত একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনি 'উমরাতে আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দেন? লোকটির জুব্বাতে খালূক বা হল্দে রঙের দাগ ছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর উপর অহী নাযিল করলেন। নবী ﷺ-কে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়া

হল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ‘উমর (রা)-কে বললাম, আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় আমি নবী ﷺ-কে দেখতে চাই। ‘উমর (রা) বললেন, এসো, আল্লাহ নবী ﷺ-এর প্রতি অহী নাযিল করছেন, এমতাবস্থায় তুমি কি তাঁকে দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হাঁ। তারপর ‘উমর (রা) কাপড়ের একটি কোণ উঁচু করে ধরলেন। আমি তাঁর দিকে নজর করলাম। নবী ﷺ আওয়ায করছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলছিলেন, উটের আওয়াযের মত আওয়ায। এ অবস্থা নবী ﷺ থেকে দূরীভূত হলে তিনি বললেন ঃ ‘উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার থেকে জুব্বাটি খুলে ফেল, খালূকের চিহ্ন ধুয়ে ফেল এবং হলদে রং পরিষ্কার করে নাও। আর তোমার হজ্জে যা করেছ ‘উমরাতে তুমি তা-ই করবে।

١٦٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَلَا اَرٰى عَلٰى اَحَدٍ شَيْئًا اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، زَادَ سُفْيَانُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ مَا اَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ٠

১৬৭৫ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... ‘উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে একবার নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রা)-কে বললাম, আল্লাহর বাণী ঃ সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা‘বাগৃহের হজ্জ কিংবা ‘উমরা সম্পন্ন করে এ দু’টির মধ্যে সা‘য়ী করে, তার কোন পাপ নেই। (২ ঃ ১৫৮) তাই সাফা-মারওয়ার সা‘য়ী না করা আমি কারো পক্ষে অপরাধ মনে করি না। ‘আয়িশা (রা) বলেন, বিষয়টি এমন নয়। কেননা, তুমি যেমন বলছ, ব্যাপারটি তেমন হলে আয়াতটি অবশ্যই এমন হত ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ এ দু’টির মাঝে তাওয়াফ না করলে কোন পাপ নেই। এ আয়াত তো আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা তারা মানাতের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধত। আর মানাত কুদায়দের সামনে ছিল। তাই আনসাররা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। এরপর ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন ঃ ‘সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কা‘বাগৃহের হজ্জ কিংবা ‘উমরা সম্পন্ন করে এ দু’টির মধ্যে সা‘য়ী

করে, তার কোন পাপ নেই।' সুফিয়ান ও আবূ মু'আবিয়া (রা) হিশাম (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করলে আল্লাহ কারো হজ্জ এবং 'উমরাকে পূর্ণাঙ্গ গণ্য করেন না।

١١٢٢ بَابُ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا

১১২২. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়কারী কখন হালাল হবে। 'আতা (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে তাদের হজ্জকে 'উমরায় রূপান্তরিত করার পর তাওয়াফ করে চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

١٦٧٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَاَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَاَتَيْنَاهَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اَنْ يَرْمِيَهُ اَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ بَشِّرُوْا لِخَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ .

১৬৭৬ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উমরা করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে 'উমরা করলাম। তিনি মক্কা প্রবেশ করে তাওয়াফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে তাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি সাফা-মারওয়ায় সা'য়ী করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে সা'য়ী করলাম। আর আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে লুকিয়ে রাখছিলাম যাতে কোন মুশরিক তাঁর প্রতি কোন কিছু নিক্ষেপ করতে না পারে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এক সাথী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা (রা) সম্বন্ধে কি বলেছেন? তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ খাদীজাকে বেহেশতের মাঝে একটি মোতি দিয়ে নির্মিত এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দাও যেখানে কোন শোরগোল থাকবে না এবং কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশও থাকবে না।

١٦٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَاَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِيْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَاْتِيْ اِمْرَاَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قَالَ وَسَاَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৬৭৭ হুমায়দী (র)... 'আমর ইব্‌ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমরার মাঝে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ না করে যে স্ত্রীর নিকট গমন করে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, নবী ﷺ (মক্কায়) এসে বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করে মাকামে ইব্‌রাহীমের পাশে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এরপর সাতবার সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেছেন। আর তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তো রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝেই। (রাবী) 'আমর ইব্‌ন দীনার (র) বলেন, জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কেও আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেছেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ তার স্ত্রীর নিকট অবশ্যই যাবে না।

١٦٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيْخٌ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَاِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِىْ ثُمَّ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِىْ بِهِ حَتَّى كَانَ فِىْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ اَخَذْنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

১৬৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)... আবু মূসা আল-আশ্‌'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কার বাতহায় অবতরণ করলে আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি হজ্জ করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, নবী ﷺ-এর ইহরামের মত আমিও ইহ্‌রামের তালবিয়া পাঠ করেছি। তিনি বললেন ঃ ভাল করেছ। এখন বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে হালাল হয়ে যাও। তারপর আমি বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার সা'য়ী করে কায়স গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম এবং 'উমর (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত আমি এভাবেই ফতোয়া দিতে থাকি। 'উমর (রা) বললেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি তা তো আমাদের পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়। আর যদি আমরা নবী ﷺ-এর বাণী গ্রহণ করি তাহলে নবী ﷺ কুরবানীর জানোয়ার তার স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত হালাল হননি।

١٦٧٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَوْلَى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ اَسْمَاءَ تَقُوْلُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُوْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا قَلِيْلَةٌ اَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ اَنَا وَاُخْتِىْ عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ اَحْلَلْنَا ثُمَّ اَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِىِّ بِالْحَجِّ .

১৬৭৯ আহমদ (র)... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, যখনই আসমা (রা) হাজূন এলাকা দিয়ে গমন করতেন তখনই তাঁকে বলতে শুনেছেন صَلَّى اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِه আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি রহমত নাযিল করুন, এ স্থানে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম। তখন আমাদের বোঝা ছিল খুব অল্প, যানবাহন ছিল একেবারে নগণ্য এবং সম্বল ছিল খুবই কম। আমি, আমার বোন 'আয়িশা (রা), যুবাইর (রা) এবং অমুক অমুক 'উমরা আদায় করলাম। তারপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে আমরা সকলেই হালাল হয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যাকালে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলাম।

١١٢٣ بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَوِ الْغَزْوِ

১১২৩. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ, 'উমরা ও জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি (দু'আ) বলবে

١٦٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ٠

১৬৮০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন জিহাদ, বা হজ্জ অথবা 'উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং পরে বলতেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী ও তাওবাকারী, 'ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন।

١١٢٤ بَابُ اِسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِيْنَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

১১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ আগমণকারী হাজীদের খোশ-আমদেদ জানান এবং একই বাহনে তিনজন একত্রে সওয়ার হওয়া

١٦٨١ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ اُغَيْلِمَةُ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ خَلْفَهُ ٠

১৬৮১ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এলে 'আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয় কয়েকজন তরুণ তাঁকে খোশ-আমদেদ জানায়। তিনি একজনকে তাঁর সাওয়ারীর সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নেন।

١١٢٥ بَابُ الْقُدُوْمِ بِالْغَدَاةِ

১১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সকালে বাড়ি পৌঁছা

١٦٨٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ يُصَلِّىْ فِىْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِىْ وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ .

১৬৮২ আহমদ ইব্ন হাজ্জাজ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে 'মসজিদে শাজারাতে' সালাত আদায় করতেন। আর যখন ফিরতেন, যুল-হুলাইফার বাতনুল-ওয়াদীতে সালাত আদায় করতেন এবং এখানে সকাল পর্যন্ত রাত যাপন করতেন।

١١٢٦ بَابُ الدُّخُوْلِ بِالْعَشِيِّ

১১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ বিকালে বাড়িতে প্রবেশ করা

١٦٨٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً كَانَ لاَ يَدْخُلُ اِلاَّ غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً .

১৬৮৩ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতে কখনো পরিবারের কাছে প্রবেশ করতেন না। তিনি সকালে কিংবা বিকালে ছাড়া পরিবারের কাছে প্রবেশ করতেন না।

١١٢٧ بَابُ لاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ اِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ

১১২৭. পরিচ্ছেদ ঃ শহরে পৌঁছে রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করবে না

١٦٨٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَطْرُقَ اَهْلَهُ لَيْلاً .

১৬৮৪ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র)... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

١١٢٨- بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِيْنَةَ

১১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনা পৌঁছে যে ব্যক্তি তার উটনী দ্রুত চালায়

١٦٨٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا .

১৬৮৫ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র)... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর থেকে ফিরে যখন মদীনার উঁচু রাস্তাগুলো দেখতেন তখন তিনি তাঁর উটনী দ্রুতগতিতে চালাতেন আর বাহন অন্য জানোয়ার হলে তিনি তাকে তাড়া দিতেন।

١٦٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جُدُرَاتِ، تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

১৬৮৬ কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, دَرَجَات (উঁচু রাস্তা)-এর পরিবর্তে جُدُرَات (দেয়ালগুলো) শব্দ বলেছেন। হারিস ইব্‌ন 'উমায়র (র) ইসমা'ঈল (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, হারিস ইব্‌ন 'উমায়র হুমায়দ (র) সূত্রে তাঁর বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলেছেন, মদীনার মহব্বতে তিনি বাহনকে দ্রুত চালিত করতেন।

١١٢٩ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

১১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর

١٦٨٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْنَا كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوْا فَجَاؤُا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَلٰكِنْ مِنْ ظُهُوْرِهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذٰلِكَ فَنَزَلَتْ : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا .

১৬৮৭ আবুল ওয়ালিদ (র)... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বারা' (রা)-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। হজ্জ করে এসে আনসারগণ তাদের বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ফিরে এসে তার বাড়ির

সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে তাকে এ জন্য লজ্জা দেওয়া হয়। তখনই নাযিল হয় ঃ পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে কোন কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে যে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা (সামনের) দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর। (২ ঃ ১৮৯)

١١٣٠ بَابُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

১১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সফর 'আযাবের একটি অংশ

١٦٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، وَنَوْمَهُ فَاِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ اِلَى اَهْلِهِ .

১৬৮৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, সফর 'আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়।

١١٣١ بَابُ الْمُسَافِرِ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ وَتَعَجَّلَ اِلَى اَهْلِهِ

১১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সফর দ্রুত করা ও করে শীঘ্র বাড়ি ফেরা

١٦٨٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

১৬৮৯ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র)... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার পথে আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। সাফিয়্যা বিনত আবূ 'উবায়দ (রা)-এর গুরুতর অসুস্থ হওয়ার সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি গতি বাড়িয়ে দিলেন। (পশ্চিম আকাশের) লালিমা অদৃশ্য হবার পর সাওয়ারী থেকে নেমে মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করেন। তারপর বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সফরে দ্রুত চলার প্রয়োজন হলে তিনি মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও 'ইশা একসাথে আদায় করতেন।

بسم الله الرحمن الرحيم*

١١٣٢ بَابُ الْمُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ وَقَالَ عَطَاءُ الْاِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ يَحْبِسُهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ حَصُوْرًا لَا يَاْتِي النِّسَاءِ

১১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও শিকার জন্তুর বিনিময়। আর মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। যে পর্যন্ত কুরবানীর জানোয়ার তার স্থানে না পৌঁছে, তোমরা মাথামুণ্ডন করবে না (২ ঃ ১৯৬)। 'আতা (র) বলেন, الاحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ يَحْبِسُهُ –যা আটকিয়ে রাখে বা বাধা সৃষ্টি করে তাকে ইহসার বলে। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, حَصُوْرًا –(হাসূর) মানে যিনি স্ত্রী সম্ভোগ করেন না।

١١٣٣ بَابُ اِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

১১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ 'উমরা আদায়কারী ব্যক্তি যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায়

١٦٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ اِنْ صُدِدْتُمْ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ .

১৬৯০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাঙ্গামা চলাকালে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) 'উমরার নিয়ত করে মক্কায় রওয়ানা হওয়ার পর বললেন, বায়তুল্লাহর পথে বাধাগ্রস্ত হলে, তাই করব যা করেছিলাম আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে। তাই তিনি 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও হুদায়বিয়ার বছর 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।

١٦٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ اَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا لَا يَضُرُّكَ اَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ وَاِنَّا نَخَافُ اَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَاُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ اِنْ شَاءَ اللهُ اَنْطَلِقُ فَاِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِنْ حِيْلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَهْدَى وَكَانَ يَقُوْلُ

لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ .

১৬৯১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র)... নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ও সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) উভয়ই তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, যে বছর হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ) বাহিনী ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, সে সময়ে তাঁরা উভয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বুঝালেন। তাঁরা বললেন, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আশঙ্কা করছি, আপনার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু বায়তুল্লাহর পথে কাফির কুরায়শরা আমাদের বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তাই নবী ﷺ কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন। এখন আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার নিজের জন্য 'উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি। আল্লাহ চাহেন তো আমি এখন রওয়ানা হয়ে যাব। যদি আমার এবং বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা না আসে তাহলে আমি তাওয়াফ করে নিব। কিন্তু যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে আমি তখনই সেরূপ করব যেরূপ নবী ﷺ করেছিলেন আর আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তারপর তিনি যুল-হুলাইফা থেকে 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে কিছুক্ষণ চললেন, এরপরে বললেন, হজ্জ এবং 'উমরার ব্যাপার তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই আমি আমার 'উমরার সাথে হজ্জও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিলাম। তাই তিনি হজ্জ ও 'উমরা কোনটি থেকেই হালাল হননি। অবশেষে কুরবানীর দিন কুরবানী করলেন এবং হালাল হলেন। তিনি বলতেন, আমরা হালাল হব না যতক্ষণ পর্যন্ত না মক্কায় প্রবেশ করে একটি তাওয়াফ করে নিই।

١٦٩٢ حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بَعْضَ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَمْتَ بِهٰذَا .

১৬৯২ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কোন এক ছেলে তাঁর পিতাকে বললেন, যদি আপনি এ বছর বাড়িতে অবস্থান করতেন (তাহলে আপনার জন্য কতই না কল্যাণকর হত)!

١٦٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَدْ اُحْصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَائَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتّٰى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا .

১৬৯৩ মুহাম্মদ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হুদায়বিয়াতে) বাধাপ্রাপ্ত হন। তাই তিনি মাথা কামিয়ে নেন। স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন এবং প্রেরিত জানোয়ার কুরবানী করেন। অবশেষে পরবর্তী বছর 'উমরা আদায় করেন।

١١٣٤ بَابُ الْاِحْصَارِ فِى الْحَجِّ

১১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

١٦٩٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِى اَوْيَصُوْمُ اِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ .

১৬৯৪ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)... সালিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন ‘উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তোমাদের কেউ যদি হজ্জ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় সে যেন (‘উমরার জন্য) বায়তুল্লাহর ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করে সব কিছু থেকে হালাল হয়ে যায়। অবশেষে পরবর্তী বছর হজ্জ আদায় করে নেয়। তখন সে কুরবানী করবে আর যদি কুরবানী দিতে না পারে তবে সিয়াম পালন করবে। ‘আবদুল্লাহ (র).... ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٣٥ بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِى الْحَصْرِ

১১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা কামানোর আগে কুরবানী করা

١٦٩٥ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ .

১৬৯৫ মাহমূদ (রা)... মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা কামানোর আগেই কুরবানী করেন এবং সাহাবাদের অনুরূপ করার নির্দেশ দেন।

١٦٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِىِّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مُعْتَمِرِيْنَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ .

১৬৯৬ মুহাম্মদ ইব্ন ‘আবদুর রহীম (র)... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণিত যে, ‘আবদুল্লাহ এবং সালিম (র) উভয়ই ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) বললেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে ‘উমরার নিয়ত করে আমরা রওয়ানা হলে যখন কুরায়শের কাফিররা বায়তুল্লাহর অনতিদূরে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উট কুরবানী করেন এবং মাথা কামিয়ে ফেলেন।

١١٣٦ بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ ، وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّمَا الْبَدَلُ عَلٰى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَاَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَاِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ وَاِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ اِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِىْ اَىِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوْا وَحَلَقُوْا وَحَلُّوْا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ اَنْ يَصِلَ الْهَدْىُ اِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ اَحَدًا اَنْ يَقْضُوْا شَيْئًا وَلاَ يَعُوْدُوْا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ

১১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যার মতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কাযা ওয়াজিব নয়। রাওহ (র) থেকে বর্ণিত যে, কাযা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে তার হজ্জ স্ত্রী উপভোগ করে নষ্ট করে দিয়েছে। তবে প্রকৃত ওযর কিংবা অন্য কোন বাধা থাকলে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তাকে (কাযার জন্য) ফিরে আসতে হবে না। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট কুরবানীর পশু থাকলে সেখানেই কুরবানী দিয়ে (হালাল হয়ে যাবে) যদি পশু কুরবানীর স্থানে পাঠাতে অক্ষম হয়। আর যদি সে তা পাঠাতে পারে তা হলে কুরবানীর জানোয়ারটি তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত হালাল হবে না। ইমাম মালিক (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, সে যে কোন স্থানে কুরবানীর পশুটি যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে নিতে পারবে। তার উপর কোন কাযা নেই। কেননা, হুদায়বিয়াতে তাওয়াফের আগে এবং কুরবানীর জানোয়ার বায়তুল্লাহয় পৌঁছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যবেহ করেছেন, মাথা কামিয়েছেন এবং হালাল হয়ে গিয়েছেন। এর কোন উল্লেখও নেই যে, এরপর নবী করীম ﷺ কাউকে কাযা করার বা (পুনরায় হজ্জ আদায় করার জন্য) ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ হুদায়বিয়া হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত।

١٦٩٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِىْ اَمْرِهِ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ ، فَالْتَفَتَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَاٰى اَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَاَهْدٰى ٠

১৬৯৭ ইসমা'ঈল (র)... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, (মক্কা মুকার্‌রামায়) গোলযোগ চলাকালে 'উমরার নিয়ত করে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন, বায়তুল্লাহ থেকে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে তাই করব যা করেছিলাম আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে। তাই তিনি 'উমরার ইহরাম বাঁধলেন। কারণ, নবী করীম ﷺ-ও হুদায়বিয়ার বছর 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। তারপর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) নিজের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে বললেন, উভয়টিই (হজ্জ ও 'উমরা) এক রকম। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, উভয়টি তো একই রকম। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উপর 'উমরার সাথে হজ্জকে ওয়াজিব করে নিলাম। তিনি উভয়টির জন্য একই তাওয়াফ করলেন এবং এটাই তাঁর পক্ষ থেকে যথেষ্ট মনে করেন, আর তিনি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছিলেন।

١١٢٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْبِهٖ اَذًى مِنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَاَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ اَيَّامٍ

১১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদয়া দিবে।' এ ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তবে সিয়াম পালন করলে তিন দিন করবে।

١٦٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ اَذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ اَوِانْسُكْ بِشَاةٍ .

১৬৯৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বোধ হয় তোমার এই কীটেরা (উকুন) তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাও কিংবা একটি বকরী কুরবানী কর।

١١٢٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَوْصَدَقَةٍ وَهِىَ اِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ

১১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ অথবা সাদকা অর্থাৎ ছয়জন মিসকীনকে খাওয়ানো

١٦٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلَى اَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِىْ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ اَوْ قَالَ اِحْلِقْ قَالَ فِىَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَّأْسِهٖ اِلَى اٰخِرِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ اَوِانْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ .

১৬৯৯ আবূ নু'আইম (র)... কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে দাঁড়ালেন। এ সময় আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার এই কীটগুলো (উকুন) কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হাঁ, তিনি বললেন ঃ মাথা মুড়িয়ে নাও অথবা বললেন, মুড়িয়ে নাও। কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা) বলেন, আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এই আয়াতটি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে... (২ ঃ ১৯৬)। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তিনদিন সিয়াম পালন কর কিংবা এক ফরক (তিন সা' পরিমাণ) ছয়জন মিসকীনের মধ্যে সাদকা কর, অথবা কুরবানী কর যা তোমার জন্য সহজসাধ্য।

١١٣٩ بَابُ الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

১১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ ফিদয়ার দেয় খাদ্য অর্ধ সা' পরিমাণ

١٧٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبِهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ ، فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِيْ، فَقَالَ مَا كُنْتُ اُرٰى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرٰى اَوْمَا كُنْتُ اُرٰى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرٰى ، تَجِدُ شَاةً ، فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْاَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ ، لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ .

১৭০০ আবুল ওলীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন 'উজরা (রা)-এর পাশে বসে তাঁকে ফিদ্য়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ আয়াত বিশেষভাবে আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তবে এ হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্যই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কষ্ট বা পীড়া যে পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখতে পাচ্ছি, আমার তো আগে এ ধারণা ছিল না। তুমি কি একটি বকরীর ব্যবস্থা করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি তিন দিন সিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ সা' করে খাওয়াও।

١١٤٠ بَابُ النُّسُكُ شَاةٌ

১১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ নুসূক হলো বকরী কুরবানী

١٧٠١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰهُ وَاَنَّهُ يَسْقُطُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَهُ اَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ اَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى طَمَعٍ اَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ فَاَنْزَلَ

اللّٰهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْيَصُوْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ .

১৭০১ ইসহাক (র)... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চেহারায় উকুন ঝরে পড়তে দেখে তাঁকে বললেন ঃ এই কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ায় ছিলেন। এখানেই তাঁদের হালাল হয়ে যেতে হবে এ বিষয়টি তখনও তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। তাঁরা মক্কায় প্রবেশের আশা করছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ফিদয়ার হুকুম নাযিল করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এক ফরক খাদ্যশস্য ছয়জন মিসকীনের মধ্যে দিতে কিংবা একটি বকরী কুরবানী করতে অথবা তিন দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).... কা'ব ইব্‌ন 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এমতাবস্থায় দেখলেন যে, তাঁর চেহারার উপর উকুন পড়ছে। এর বাকি অংশ উপরের হাদীসের অনুরূপ।

١١٤١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَلَا رَفَثَ

১১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ স্ত্রী সম্ভোগ নেই

١٧٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

১৭০২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল এবং স্ত্রী সহবাস করল না এবং অন্যায় আচরণও করল না, সে প্রত্যাবর্তন করবে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে।

١١٤٢ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

১১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ হজ্জের সময়ে অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ নেই (২ ঃ ১৯৭)

١٧٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

১৭০৩। মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল, অশ্লীলতায় লিপ্ত হল না এবং আল্লাহর নাফরমানী করল না, সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে (হজ্জ থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١١٤٣ بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ، أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

১১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ শিকার জন্তু এবং অনুরূপ কিছুর বিনিময়

আর মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা করলে যা হত্যা করল এর বিনিময় হল অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা তার কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও (পর্যটকদের) ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে (৫ ঃ ৯৫-৯৬)

١١٤٤ بَابٌ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدٰى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ، قُلْتُ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ ، فَهُوَ زِنَةُ ذٰلِكَ قِيَامًا قِوَامًا يَعْدِلُوْنَ ، يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَدْلًا

১১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে শিকারকৃত জন্তু মুহরিমকে উপহার দেয় তাহলে মুহরিম তা খেতে পারবে

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ও আনাস (রা) শিকার ছাড়া অন্য কোন প্রাণী যবেহ করাতে মুহরিমের কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। যেমন উট, বকরী, গরু, মুরগী ও ঘোড়া। বলা হয় عَدْلُ অর্থ مِثْلُ (অনুরূপ) এবং عِدْلُ অর্থ زِنَةٌ (সমান) قِيَامًا-এর অর্থ হল قِوَامًا (কল্যাণ) এবং يَعْدِلُوْنَ –এর অর্থ হল يَجْعَلُوْنَ لَهُ عَدْلاً (সমকক্ষ দাঁড় করানো)

١٧٠٤ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ اَبِىْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ، وَحُدِّثَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ فَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَمَا اَنَا مَعَ اَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَاَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِىْ فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَرْفَعُ فَرَسِىْ شَاْوًا وَاَسِيْرُ شَاْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَهْلَكَ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ·

১৭০৪ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর (শত্রুদের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) বের হলেন। নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধলেন না। নবী করীম ﷺ-কে বলা হল, একটি শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় আমি তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলাম। হঠাৎ দেখি যে, তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। আমি তাকাতেই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। অমনিই আমি বর্শা দিয়ে আক্রমণ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। সঙ্গীদের নিকট সহযোগিতা কামনা করলে সকলে আমাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। এরপর আমরা সকলেই ঐ জংলী গাধার গোশত খেলাম। এতে আমরা নবী করীম ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশংকা করলাম। তাই নবী করীম ﷺ-এর সন্ধানে আমার ঘোড়াটিকে কখনো দ্রুত কখনো আস্তে চালাচ্ছিলাম। মাঝরাতের দিকে গিফার গোত্রের এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী করীম ﷺ-কে কোথায় রেখে এসেছ? সে বললো, তা'হিন নামক স্থানে আমি তাঁকে রেখে এসেছি। এখন তিনি সুকয়া নামক স্থানে কায়লূলায় (দুপুরের বিশ্রামে) আছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহর রহমত কামনা করেছেন। তারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা করছে। তাই আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বন্য গাধা শিকার করেছি। এখনো তার বাকী অংশটুকু আমার নিকট রয়েছে। নবী ﷺ কাওমের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা খাও। অথচ তাঁরা সকলেই তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

١١٥٠ بَابُ اِذَا رَأَى الْمُحْرِمُوْنَ صَيْدًا فَضَحِكُوْا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

১১৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তিগণ শিকার জন্তু দেখে হাসাহাসি করার ফলে যদি ইহরামবিহীন ব্যক্তিরা তা বুঝে ফেলে

١٧٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ اُحْرِمْ فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصُرَ اَصْحَابِيْ بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ اِلٰى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِيْ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ اَرْفَعُ فَرَسِيْ شَأْوًا وَاَسِيْرُ عَلَيْهِ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَكَ اَرْسَلُوْا يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهِ وَاِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُوْنَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اصَدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَاِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ٠

১৭০৫ সা'ঈদ ইব্ন রাবী' (র)... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাত্রা করলাম। তাঁর সকল সাহাবীই ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি। এরপর আমাদেরকে গায়কা নামক স্থানে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে খবর দেয়া হলে আমরা শত্রুর অভিমুখে রওয়ানা হলাম। আমার সংগী সাহাবীগণ একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। আমি সেদিকে তাকাতেই তাকে দেখে ফেললাম। সাথে সাথে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা দিয়ে গাধাটিকে আঘাত করে ঐ জায়গাতেই ফেলে দিলাম। তারপর তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁরা সকলেই সাহায্য করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তবে আমরা সবাই এর গোশত খেলাম। এরপর গিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম। (এর পূর্বে) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকাবোধ করছিলাম। তাই আমি আমার ঘোড়াটি কখনো দ্রুতগতিতে আবার কখনো স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মধ্যরাতে গিয়ে গিফার গোত্রীয় এক লোকের সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোথায় রেখে এসেছেন? তিনি বললেন, আমি তা'হিন নামক স্থানে তাঁকে রেখে এসেছি। তিনি এখন সুক্য়া নামক স্থানে বিশ্রাম করছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং রহমতের দু'আ করেছেন। শত্রুরা আপনার থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এ ভয়ে তাঁরা আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। রাসূল ﷺ তাই করলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র

রাসূল! আমরা একটি জংলী গাধা শিকার করেছি। এর অবশিষ্ট কিছু অংশ এখনও আমাদের নিকট আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন ঃ তোমরা খাও। অথচ তাঁরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায়।

١١٤٦ بَابُ لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

১১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ শিকার জন্তু হত্যা করার ব্যাপারে মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না

١٧٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَالٌ قَالَ لَنَا عَمْرٌو اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هٰذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا .

১৭০৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ও 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা থেকে তিন মারহালা[১] দূরে অবস্থিত কাহা নামক স্থানে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। নবী করীম ﷺ ও আমাদের কেউ ইহরামধারী ছিলেন আর কেউ ছিলেন ইহরামবিহীন। এ সময় আমি আমার সাথী সাহাবীদেরকে দেখলাম তাঁরা একে অন্যকে কিছু দেখাচ্ছেন। আমি তাকাতেই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। (রাবী বলেন) এ সময় তার চাবুকটি পড়ে গেল। (তিনি আনিয়ে দেওয়ার কথা বললে) সকলেই বললেন, আমরা মুহরিম। তাই এ কাজে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। অবশেষে আমি নিজেই তা উঠিয়ে নিলাম এরপর টিলার পিছনদিক থেকে গাধাটির কাছে এসে তা শিকার করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ বললেন, খাও, আবার কেউ বললেন, খেয়ো না। সুতরাং গাধাটি আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি আমাদের সকলের আগে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ খাও, এতো হালাল। সুফিয়ান (রা) বলেন, আমাদেরকে 'আমর ইব্ন দীনার বললেন, তোমরা সালিহ (র) এবং অন্যান্যের নিকট গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তিনি আমাদের এখানে আগমণ করেছিলেন।

١١٤٧ بَابُ لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالُ

১১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি শিকার জন্তুর প্রতি ইশারা করবে না, যার ফলে

১. এক মারহালায় ১৬ মাইল।

ইহরামবিহীন ব্যক্তি শিকার করে নেয়

١٧٠٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوْا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ اَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتّٰى نَلْتَقِيَ ، فَأَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا اَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ اِلاَّ اَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ اِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ ، فَحَمَلَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا اَتَانًا فَنَزَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا فَقَالُوْا اَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْاَتَانِ فَلَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا اَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ اَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا اَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا اَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ اَمِنْكُمْ اَحَدٌ اَمَرَهُ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا اَوْ اَشَارَ اِلَيْهَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا .

১৭০৭ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে তাঁর পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে যাত্রা করলে তাঁরাও সকলে যাত্রা করলেন। তাঁদের থেকে একটি দলকে নবী করীম ﷺ অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে আবূ কাতাদা (রা)-ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে আমাদের পরস্পর সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত। তাই তাঁরা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকেন। ফিরার পথে তাঁরা সবাই ইহরাম বাঁধলেন কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধলেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবূ কাতাদা (রা) গাধাগুলোর উপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর এক স্থানে অবতরণ করে তাঁরা সকলেই এর গোশত খেলেন। তারপর বললেন, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকার জন্তুর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহরাম বেঁধেছিলাম কিন্তু আবূ কাতাদা (রা) ইহরাম বাঁধেননি। এ সময় আমরা কতগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবূ কাতাদা (রা) এগুলোর উপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম, এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এসেছি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি এর উপর আক্রমণ করতে তাকে আদেশ বা ইশারা করেছ? তাঁরা বললেন, না, আমরা তা করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে বাকী গোশত তোমরা খেয়ে নাও।

١١٤٨ بَابُ اِذَا اَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

১১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা হাদিয়া দিলে সে তা কবূল করবে না

١٧٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ اَنَّهُ اَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ.

১৭০৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... সা'ব ইব্ন জাস্সামা লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবওয়া বা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি জংলী গাধা হাদিয়া দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এরপর নবী ﷺ তাঁর চেহারায় মলিনতা লক্ষ্য করে বললেন ঃ তা আমি কখনো তোমার নিকট ফিরিয়ে দিতাম না যদি আমি মুহরিম না হতাম।

١١٤٩ بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

১১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ইহরাম অবস্থায় কি কি প্রাণী বধ করতে পারে

١٧٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ح وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِي اِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ح وَحَدَّثَنِي اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ .

১৭০৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করা মুহরিমের জন্য দূষণীয় নয়। 'আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার ও মুসাদ্দাদ (র)... ইব্ন 'উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের একজন নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহরিম ব্যক্তি (নির্দিষ্ট) প্রাণী হত্যা করতে পারবে। আসবাগ ইব্ন ফারাজ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-এর সূত্রে হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করাতে তার কোন দোষ নেই। (যেমন) কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও পাগলা কুকুর।

١٧١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ

وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ۔

১৭১০ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী এত ক্ষতিকর যে, এগুলোকে হারম শরীফেও হত্যা করা যেতে পারে। (যেমন) কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

١٧١١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى غَارٍ بِمِنًى اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَاِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَاِنِّىْ لَاَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا ۔ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرَدْنَا بِهٰذَا اَنَّ مِنًى مِنَ الْحَرَمِ وَاِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَاْسًا ۔

১৭১১ 'উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিনাতে পাহাড়ের কোন এক গুহায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় নাযিল হল তাঁর উপর সূরা ওয়াল মুরসালাত। তিনি সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন। আর আমি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে গ্রহণ করছিলাম। তাঁর মুখ (তিলাওয়াতের ফলে) সিক্ত ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের সামনে একটি সাপ লাফিয়ে পড়ল। নবী ﷺ বললেন ঃ একে মেরে ফেল। আমরা দৌড়িয়ে গেলে সাপটি চলে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ রক্ষা পেল সাপটি তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন তোমরা রক্ষা পেলে এর অনিষ্ট থেকে। আবূ 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মিনা হারম শরীফের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা সাপ মারাকে দোষ মনে করতেন না।

١٧١٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ ۔

১৭১২ ইসমা'ঈল (র)... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কাকলাসকে ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু একে হত্যা করার আদেশ দিতে আমি তাঁকে শুনিনি।

١١٥٠ ۔ بَابُ لَايُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ

১১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ হারম শরীফের কোন গাছ কাটা যাবে না। ইব্ন 'আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, হারম শরীফের কাঁটাও কর্তন করা যাবে না

১৭১৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ خَرْبَةٌ بَلِيَّةٌ .

১৭১৩ কুতায়বা (র).... আবূ শুরায়হ 'আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আমর ইব্‌ন সা'ঈদ (র)-কে বললেন, যখন 'আমর মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন। আমি আপনাকে এমন কথা শুনাব যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পরের দিন ইরশাদ করেছিলেন। আমার দু'টি কান ঐ কথাগুলো শুনেছে, হৃদয় সেগুলোকে স্মৃতিতে এঁকে রেখেছে এবং আমার চোখ দুটো তা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন তিনি কথাগুলো বলেছিলেন, তখন তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে মহাসম্মানিত করেছেন। কোন মানুষ তাকে মহাসম্মানিত করেনি। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোন গাছ কাটা বৈধ নয়। আল্লাহর রাসূল কর্তৃক লড়াই পরিচালনার কারণে যদি কেউ যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় তা'হলে তাকে তোমরা বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে তো অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে তো আর তিনি অনুমতি দেননি। আর এ অনুমতিও কেবল শুধু আমাকে দিনের কিছু সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছিল। আজ (পরের দিন) পুনরায় তার নিষিদ্ধতা পুনর্বহাল করা হয়েছে যেমনিভাবে গতকাল ছিল। অতএব প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। আবূ শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনাকে 'আমর কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমর বলেছিলেন, হে আবূ শুরায়হ! এর বিষয়টি আমি তোমার থেকে ভাল জানি। হারম কোন অপরাধীকে, হত্যা করে পলাতক ব্যক্তিকে এবং চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, خَرْبَةٌ শব্দের অর্থ হল بَلِيَّةٌ বা ফিত্‌না-ফাসাদ।

١١٥١ بَابٌ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

১১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ হারমের কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না

১৭১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ

نَهَارٍ لاَيُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا الاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ الاَّ الْاِذْخِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا لاَيُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ اَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ ٠

১৭১৪ মুহম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং তা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। তবে আমার জন্য কেবল দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। তাই এখানকার ঘাস, লতাপাতা কাটা যাবে না ও গাছ কাটা যাবে না। কোন শিকার জন্তুকে তাড়ান যাবে না এবং কোন হারানো বস্তুকেও হস্তগত করা যাবে না। অবশ্য ঘোষণাকারী ব্যক্তি এ নিয়মের ব্যতিক্রম। 'আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বর্ণকার এবং আমাদের কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাসগুলোকে বাদ রাখুন। তিনি বললেন ঃ হাঁ ইযখিরকে বাদ দিয়েই। খালিদ (র) 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হারমের শিকার জানোয়ারকে তাড়ান যাবে না, এর অর্থ তুমি কি জান? এর অর্থ হল ছায়া থেকে তাকে তাড়িয়ে তার স্থানে অবতরণ করা।

١١٥٢ بَابُ لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ وَقَالَ اَبُوْ شُرَيْحٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَيَسْفِكُ دَمًا

১১৫২. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কাতে লড়াই করা অবৈধ, আবূ শুরায়হ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কাতে কোন রক্তপাত করা যাবে না

١٧١٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا فَاِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ قَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ ٠

১৭১৫ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম ﷺ বলেছিলেন ঃ এখন থেকে আর হিজরত নেই[১], রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে মহাসম্মানিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কিয়ামত

১. মক্কা মুকাররমা আরবের কেন্দ্র ছিল, মক্কা বিজয়ের পরে সমগ্র আরব ভূমি দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যাওয়ায় আরব ভূমিতে আর হিজরতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে না।

পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত হিসেবে। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত হিসেবে। এর কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, তাড়ান যাবে না এর শিকার জানোয়ারকে, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা যাবে না এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে। 'আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ হাঁ, ইযখির বাদ দিয়ে।

١١٥٣ بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَالَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

১১৫৩. পরিচ্ছেদঃ মুহরিমের জন্য সিংগা লাগানো। ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর ছেলেকে ইহরাম অবস্থায় লোহা গরম করে দাগ দিয়েছিলেন। মুহরিম সুগন্ধিবিহীন ঔষধ ব্যবহার করতে পারে

١٧١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا .

১৭১৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছিলেন। অপর এক সূত্রে সুফিয়ান (র) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এ হাদীসটি 'আম্‌র (রা) 'আতা এবং তাউস (র) উভয় থেকে শুনেছেন।

١٧١٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ .

১৭১৭ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)... ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় 'লাহইয়ে জামাল' নামক স্থানে তাঁর মাথার মধ্যখানে সিংগা লাগিয়েছিলেন।

١١٥٤ بَابُ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ

১১৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা

١٧١٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৭১৮ আবুল মুগীরা 'আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন হাজ্জাজ (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

١١٥٥ بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ اَوْزَعْفَرَانٍ ٠

১১৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম পুরুষ ও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ সুগন্ধিসমূহ

আয়িশা (রা) বলেন, মুহরিম নারী ওয়ারস কিংবা যাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না

١٧١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبِسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْاِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ اِلاَّ اَنْ يَكُنْ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَتَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، تَابَعَهُ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ اِسْحٰقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ يَقُوْلُ لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَتَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ ، وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمٍ ٠

১৭১৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী ধরনের কাপড় পরতে আদেশ করেন? নবী করীম ﷺ বললেন ঃ জামা, পায়জামা, পাগড়ী ও টুপী পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে তা হলে সে যেন মোজা পরিধান করে তার গিরার নিচের অংশটুকু কেটে নেয়। তোমরা যাফরান এবং ওয়ারস লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না। মুহরিম মহিলাগণ মুখে নেকাব এবং হাতে হাত মোজা লাগাবে না। মূসা ইব্‌ন 'উকবা, ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন 'উকবা, জুওয়ায়রিয়া, ইব্‌ন ইসহাক (র) নেকাব এবং হাত মোজার বর্ণনায় লায়স (র)-এর অনুসরণ করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) وَلاَالْوَرْسُ-এর স্থলে وَلاَوَرْسٌ বলেছেন এবং তিনি বলতেন, ইহরাম বাঁধা মেয়েরা নেকাব ও হাত মোজা ব্যবহার করবে না। মালিক (র) নাফি' (র)-এর মাধমে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম বাঁধা মেয়েরা নেকাব ব্যবহার করবে না। লায়স ইব্‌ন আবূ সুলায়ম (র) এ ক্ষেত্রে মালিক (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٧٢٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوْا رَأْسَهُ

وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ .

১৭২০ কুতায়বা (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মুহরিম ব্যক্তিকে তার উষ্ট্রী ফেলে দেয়, ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় এবং মারা যায়। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হয়। তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে গোসল করাও এবং কাফন পরাও। তবে তার মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধি লাগিও না। তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে।

١١٥٦ بَابُ الْاَغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ بْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَاْسًا

১১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারবে। ইব্ন 'উমর এবং 'আয়িশা (রা) মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক শরীর চুলকানোতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না

١٧٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ اِلَى اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِيْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَالِيْ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ .

১৭২১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুনায়ন (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবওয়া নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা)-এর মধ্যে মতানৈক্য হল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করতে পারবে আর মিসওয়ার (রা) বললেন, মুহরিম তার মাথা ধৌত করতে পারবে না। এরপর 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) আমাকে আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আমি তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানো চরকার দু' খুঁটির মাঝে কাপড়ঘেরা অবস্থায় গোসল করতে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, কে? বললাম, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুনায়ন। মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন, এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

এ কথা শুনে আবূ আয়্যূব (রা) তাঁর হাতটি কাপড়ের উপর রাখলেন এবং কাপড়টি নিচু করে দিলেন। ফলে তাঁর মাথাটি আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম। তারপর তিনি এক ব্যক্তিকে, যে তার মাথায় পানি ঢালছিল, বললেন, পানি ঢাল। সে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে থাকল। তারপর তিনি দু' হাত দ্বারা মাথা নাড়া দিয়ে হাত দু' খানা একবার সামনে আনলেন আবার পেছনের দিকে টেনে নিলেন। এরপর বললেন,আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

١١٥٧ بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ اِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

১১৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ চপ্পল না থাকা অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা পরিধান করা

١٧٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ الْمُحْرِمُ .

১৭২২ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে 'আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যার চপ্পল নেই সে মোজা পরিধান করবে আর যার লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরিধান করবে।

١٧٢٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا بْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

১৭২৩ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুহরিম ব্যক্তি কী কাপড় পরিধান করবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপী এবং যাফরান কিংবা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তার চপ্পল না থাকে তা হলে মোজা পরবে, তবে মোজা দু'টি পায়ের গিরার নিচ থেকে কেটে নিবে।

١١٥٨ بَابُ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْاِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ

১১৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ লুঙ্গি না পেলে (মুহরিম ব্যক্তি) পায়জামা পরিধান করবে

١٧٢٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الاِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السِّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

১৭২৪ আদম (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আরাফার ময়দানে আমাদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর ভাষণে বললেন ঃ (মুহরিম অবস্থায়) যার লুঙ্গি নেই সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার চপ্পল নেই সে যেন মোজা পরিধান করে।

١١٥٩ بَابُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ اِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ

১১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্র ধারণ করা। ইকরিমা (র) বলেছেন, শত্রুর আশঙ্কা হলে মুহরিম অস্ত্রসজ্জিত থাকবে এবং ফিদয়া দিয়ে দেবে। তবে ফিদয়া আদায় করা সম্পর্কে আর কেউ তাঁকে সমর্থন করেননি

١٧٢٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ لاَيُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا اِلاَّ فِى الْقِرَابِ.

১৭২৫ 'উবায়দুল্লাহ (র)... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুল-কা'দা মাসে 'উমরা আদায় করার নিয়তে রওয়ানা হলে মক্কাবাসী লোকেরা তাঁকে মক্কা প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করেন যে, সশস্ত্র অবস্থায় নয় বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় তিনি মক্কা প্রবেশ করবেন।

١١٦٠ بَابُ دُخُوْلِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حَلاَلاً وَاِنَّمَا اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْاِهْلاَلِ لِمَنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِيْنَ وَغَيْرِهِمْ

১১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা ও হারম শরীফে ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা। ইবন 'উমর (রা) ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। নবী করীম ﷺ হজ্জ ও 'উমরা আদায়ের সংকল্পকারী লোকদেরকেই ইহরাম বাঁধার আদেশ করেছিলেন। কাঠ বহনকারী এবং অন্যান্যদের জন্য তিনি ইহরাম বাঁধার কথা উল্লেখ করেননি

١٧٢٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

১৭২৬ মুসলিম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল-হুলাইফা, নাজদবাসীদের জন্য 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' নামক স্থানকে ইহরামের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ স্থানগুলোর অধিবাসীদের জন্য এবং হজ্জ ও 'উমরার সংকল্প করে বাইরে থেকে আগত যাত্রী, যারা এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে, তাদের জন্য এ স্থানগুলো মীকাত হিসাবে গণ্য হবে। আর মীকাতের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী লোকদের জন্য তারা যেখান থেকে যাত্রা করবে সেটাই তাদের ইহরাম বাঁধার জায়গা। এমন কি মক্কাবাসী লোকেরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

١٧٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ .

১৭২৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কা) প্রবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরস্ত্রাণটি মাথা থেকে খোলার পর এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, ইব্ন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে তোমরা হত্যা কর।

١١٦١ بَابُ اِذَا اَحْرَمَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ وَقَالَ عَطَاءٌ اِذَا تَطَيَّبَ اَوْ لَبِسَ جَاهِلًا اَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

১১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ জামা পরে ইহরাম বাঁধে। 'আতা (র) বলেন, অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলক্রমে যদি কেউ সুগন্ধি মাখে অথবা জামা পরিধান করে, তাহলে তার উপর কোন কাফফারা নেই

١٧٢٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا اَثَرُ صُفْرَةٍ اَوْ نَحْوِهِ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِيْ تُحِبُّ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اِصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِيْ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ .

১৭২৮ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্ন ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় হলুদ বা অনুরূপ রংগের চিহ্ন বিশিষ্ট জামা পরিহিত এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন। আর 'উমর (রা) আমাকে বললেন, নবী ﷺ-এর প্রতি যখন অহী নাযিল হয় সে মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর (ঐ সময়ে) নবী ﷺ-এর প্রতি অহী নাযিল হল। তারপর

এ অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি (প্রশ্নকারীকে) বললেন ঃ হজ্জে তুমি যা কর 'উমরাতেও তাই কর। এক ব্যক্তি অন্য একজনের হাত কামড়িয়ে ধরলে তার সামনের দু'টি দাঁত উৎপাটিত হয়ে যায়, এ সংক্রান্ত নালিশ তিনি বাতিল করে দেন।

١١٦٢ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُؤَدّٰى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

১১৬২. পরিচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির 'আরাফাতে মৃত্যু হলে নবী করীম ﷺ তার পক্ষ হতে হজ্জের বাকী রুকনগুলো আদায় করার জন্য আদেশ প্রদান করেন নি

١٧٢٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ اَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّىْ .

১৭২৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'আরাফাত ময়দানে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে উকূফ (অবস্থান) করছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেংগে যায় অথবা সাওয়ারীটি তাঁর ঘাড় ভেংগে দেয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে অথবা বলেন তার পরিধেয় দু'টি কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার মাথা ঢেকে দিও না এবং হানূত নামক সুগন্ধিও ব্যবহার কর না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিনে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

١٧٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

১৭৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,এক ব্যক্তি 'আরাফাত ময়দান নবী করীম ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে পড়ে গেলে তাঁর ঘাড় ভেংগে যায় অথবা সওয়ারীটি তাঁর ঘাড় ভেংগে দেয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি মাখবে না আর তার মাথা ঢাকবে না এবং হানূতও লাগাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের ময়দানে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

١١٦٣ بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ اِذَا مَاتَ

১১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে তার বিধান

١٧٣١ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ۔

১৭৩১ ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর সাওয়ারী তাঁর ঘাড় ভেংগে দেয়। ফলে তিনি মারা যান। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে কুলগাছের পাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার দু' কাপড়ে কাফন দাও। তবে তার শরীরে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না; কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার উত্থান হবে।

١١٦٤ بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُرِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

১১৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ বা মানত আদায় করা। মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ হজ্জ আদায় করতে পারে

١٧٣٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اِمْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَائَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّىْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتّٰى مَاتَتْ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّىْ عَنْهَا اَرَيْتِ لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ كُنْتِ قَاضِيَةً اُقْضُوْا اللّٰهَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ۔

১৭৩২ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুহায়না গোত্রের একজন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার আম্মা হজ্জের মানত করেছিলেন তবে তিনি হজ্জ আদায় না করেই ইন্তিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় কর। তুমি কি মনে কর যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তা হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? সুতরাং আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহ্র হকই সবচাইতে অধিক আদায়যোগ্য।

١١٦٥ بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ الثُّبُوْتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

১১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নয়, তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করা

١٧٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَائَتِ امْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىْ عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ٠

১৭৩৩ আবূ 'আসিম (র)... ফাযল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা বললেন, (অপর সূত্রে) মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের বছর খাস'আম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার উপর যে হজ্জ ফরয হয়েছে তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করলে তার হজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ (নিশ্চয়ই আদায় হবে)।

١١٦٦ بَابُ حَجِّ الْمَرْاَةِ عَنِ الرَّجُلِ

১১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষের পক্ষ হতে মহিলার হজ্জ আদায় করা

١٧٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَائَتِ امْرَاَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَيَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَا حَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٠

১৭৩৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফযল (ইবন 'আব্বাস) (রা) নবী করীম ﷺ-এর সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় খাস'আম গোত্রের এক মহিলা আসলেন। ফযল (রা) মহিলার দিকে তাকাতে লাগলেন এবং মহিলাও তার দিকে তাকাতে লাগলেন। আর নবী করীম ﷺ ফযল (রা)-এর মুখটি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এ সময় মহিলাটি বললেন, আমার পিতার বৃদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে এমন সময়, যখন তিনি সওয়ারীর উপর বসে থাকতে পারছেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এ ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

١١٦٧ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

১১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ বালকদের হজ্জ আদায় করা

١٧٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ اَوْ قَدَّمَنِى النَّبِىُّ ﷺ فِى الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ·

১৭৩৫ আবুন নু'মান (র)... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে মালপত্রের সাথে মুযদালিফা থেকে রাত্রিকালে প্রেরণ করেছিলেন।

١٧٣٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ اَسِيْرُ عَلٰى اَتَانٍ لِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّىْ بِمِنًى حَتّٰى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ·

১৭৩৬ ইসহাক (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার গাধীর পিঠে আরোহণ করে (মিনায়) আগমন করলাম। তখন আমি সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী ছিলাম। ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি চলতে চলতে প্রথম কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে চলে যাই। এরপর সওয়ারী থেকে নিচে অবতরণ করি। গাধীটি চরে খেতে লাগল। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে লোকদের সাথে কাতারে শামিল হয়ে যাই। ইউসুফ (র) ইব্ন শিহাব (র) সূত্রে তাঁর বর্ণনায় 'মিনা' শব্দের পর 'বিদায় হজ্জের সময়' কথাটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حُجَّ بِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ ·

১৭৩৭ 'আবদুর রাহমান ইব্ন ইউনুস (র) .... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাত বছর বয়সে আমাকে নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করানো হয়েছে।

١٧٣٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهِ فِىْ ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ ·

১৭৩৮ 'আমর ইব্ন যুরারা (র)... 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সায়িব ইবন

ইয়াযীদ সম্পর্কে বলতেন, সায়িবকে নবী করীম ﷺ-এর সফর সামগ্রীর কাছে বসিয়ে হজ্জ করানো হয়েছে।

١١٦٨ بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَالَ لِي اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِاَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ

১১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের হজ্জ ঃ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)... 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা) হতে বর্ণিত, যে বছর 'উমর (রা) শেষবারের মত হজ্জ আদায় করেন সে বছর তিনি নবী করীম ﷺ-এর সকল স্ত্রীকে হজ্জ আদায় করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে 'উসমান ইব্ন 'আফফান (রা) এবং 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন।

١٧٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَغْزُوْا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكُنَّ اَحْسَنُ الْجِهَادِ وَاَجْمَلُهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ اَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ اِذْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৩৯ মুসাদ্দাদ (র)... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল মাকবূল হজ্জ। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শোনার পর আমি আর কখনো হজ্জ ছাড়ব না।

١٧٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَاَتِيْ تُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ اُخْرُجْ مَعَهَا .

১৭৪০ আবু'ন নু'মান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ মেয়েরা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না। মাহরাম কাছে নেই এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না। এ সময় এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদ করার জন্য যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে যেতে চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি তার সাথেই যাও।

١٧٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ

عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُو فُلاَنٍ تَعْنِي زَوْجَهَا وَكَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৭৪১ 'আবদান (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান (রা) নামক এক আনসারী মহিলাকে বললেন ঃ হজ্জ আদায় করাতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, অমুকের আব্বা অর্থাৎ তাঁর স্বামী, কারণ পানি টানার জন্য আমাদের মাত্র দু'টি উট আছে। একটিতে সাওয়ার হয়ে তিনি হজ্জ আদায় করতে গিয়েছেন। আর অন্যটি আমাদের জমিতে পানি সিঞ্চনের কাজ করছে। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ রমযান মাসে একটি 'উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন ঃ আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান। হাদীসটি ইবন জুরায়জ (র)... 'আতা (র) ও ইবন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং 'উবায়দুল্লাহ (র) জাবির (রা)-এর সূত্রে এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٧٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الأَقْصَى .

১৭৪২ সুলায়মান ইবন হারব (র)... যিয়াদের আযাদকৃত গোলাম কাযা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সা'ঈদ (রা)-কে যিনি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বলতে শুনেছি, চারটি বিষয় যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি (অথবা) তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন, এ বিষয়গুলো আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছে এবং চমৎকৃত করে ফেলেছে। (তা হল এই), স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা দুই দিনের পথ সফর করবে না। 'ঈদুল ফিত্‌র এবং 'ঈদুল আযহা– এ দুই দিন কেউ সাওম পালন করবে না। 'আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন সালাত আদায় করবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা– এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে না।

١١٦٩ بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

১১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বার যিয়ারত করার মানত করে

١٧٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَابَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَمْشِيَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمَرَهُ اَنْ يَرْكَبَ ٠

১৭৪৩ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন ঃ তার কি হয়েছে? তারা বললেন, তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'আলার এর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করলেন।

١٧٤٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِيْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ وَأَمَرَتْنِيْ اَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ قَالَ وَكَانَ اَبُوْا الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ ٠

১৭৪৪ ইবরাহীম ইবন মূসা (র)... 'উক্‌বা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল। আমাকে এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে ফতোয়া আনার নির্দেশ করলে আমি নবী করীম ﷺ-কে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ পায়ে হেঁটেও চলুক, সওয়ারও হোক। ইয়াযীদ ইবন আবূ হাবীব (র) বলেন, আবুল খায়ের (র) 'উকবা (রা) থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হতেন না।

١٧٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ٠

১৭৪৫ আবূ 'আসিম (র)... 'উকবা (রা) থেকেও এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

بسم الله الرّحمن الرّحيم

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

فَضَائِلُ الْمَدِيْنَةِ
মদীনার ফযীলত

١١٧٠ بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ

১১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনা হারম হওয়া

١٧٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَحْوَلُ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا اِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ·

১৭৪৬ আবু'ন নু'মান (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মদীনা এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হারম (রূপে গণ্য)। সুতরাং তার গাছ কাটা যাবে না এবং কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ কোন কাজ মদীনায় করা যাবে না। যদি কেউ কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ কোন কাজ করে তাহলে তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত এবং ফিরিশতাদের ও সকল মানুষের।

١٧٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِى قَالُوْا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ فَاَمَرَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ ·

১৭৪৭ আবূ মা'মার (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় এসে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। তারপর বলেন ঃ হে বনূ নাজ্জার! আমার নিকট থেকে মূল্য নিয়ে (ভূমি) বিক্রি কর। তাঁরা বললেন, আমরা এর মূল্য কেবল আল্লাহর নিকটই চাই। এরপর নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুড়ে ফেলা হল, ধ্বংসাবশেষ সমতল করা হল, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হল। কেবল মসজিদের কিবলার দিকে কিছু খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে রাখা হল।

١٧٤٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِيْنَةِ عَلَى لِسَانِىْ قَالَ وَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ بَنِىْ حَارِثَةَ فَقَالَ اَرَاكُمْ يَابَنِىْ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ اَنْتُمْ فِيْهِ·

১৭৪৮ ইসমা'ঈল ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মদীনার দু' পাথুরে ভূমির মধ্যবর্তী স্থান আমার ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম ﷺ বনূ হারিসার নিকট তাশরীফ আনেন এবং বলেন ঃ হে বনূ হারিসা! আমার ধারণা ছিল যে, তোমরা হারমের বাইরে অবস্থান করছ, তারপর তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ (না তোমরা হারমের বাইরে নও) বরং তোমরা হারমের ভিতরেই আছ।

١٧٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ اِلٰى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلّٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَدْلٌ فِدَاءٌ .

১৭৪৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আল্লাহ্র কিতাব এবং নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত এই সহীফা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি আরো বলেন, 'আয়ির নামক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত মদীনা হল হারম। যদি কেউ এতে কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ অসঙ্গত কোন কাজ করে অথবা কুরআন-সুন্নাহর খেলাফ আচরণকারীকে আশ্রয় দেয়, তাহলে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের। সে ব্যক্তির কোন নফল এবং ফরয 'ইবাদত কবূল করা হবে না। তিনি আরো বলেন, মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তাদানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। তাই যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তাকে লংঘন করবে, তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের। আর কবূল করা হবে না তার কোন নফল কিংবা ফরয 'ইবাদত। যে ব্যক্তি তার মাওলার (মিত্রের) অনুমতি ব্যতীত অন্য কাওমের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার প্রতিও আল্লাহ্র লা'নত এবং সকল ফিরিশতা ও মানুষের। তার নফল কিংবা ফরয কোন 'ইবাদতই কবূল করা হবে না। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, ''আদলুন' অর্থ বিনিময়।

١١٧١ بَابُ فَضْلِ الْمَدِيْنَةِ وَاَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

১১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনার ফযীলত। মদীনা (অবাঞ্ছিত) লোকদেরকে বহিষ্কার করে দেয়

١٧٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى ابْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاْكُلُ الْقُرٰى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ

وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ ·

১৭৫০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি এমন এক জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যে জনপদ অন্য সকল জনপদের উপর জয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। এ হল মদীনা। তা অবাঞ্ছিত লোকদেরকে এমনভাবে বহিষ্কার করে দেয়, যেমনভাবে কামারের অগ্নিচুলা লোহার মরিচা দূর করে দেয়।

١١٧٢ بَابُ الْمَدِيْنَةُ طَابَةُ

১১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনার অপর নাম তাবা

١٧٥١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰـى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ حَتّٰى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةُ ·

১৭৫১ খালিদ ইবন মাখলাদ (র)... আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আমরা তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকবর্তী স্থানে পৌঁছলে, তিনি বললেন ঃ এই হল তাবা।

١١٧٣ بَابُ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ

১১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনার কংকরময় দু'টি এলাকা

١٧٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ ·

১৭৫২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, আমি যদি মদীনাতে কোন হরিণকে বেড়াতে দেখি তাহলে তাকে আমি তাড়াব না। (কেননা) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হল হারম বা সম্মানিত স্থান।

١١٧٤ بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ

১১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মদীনা থেকে বিমুখ হয়

١٧٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا اِلاَّ الْعَوَافِىْ يُرِيْدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَأخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحُوْشًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلٰى وُجُوْهِهِمَا .

১৭৫৩ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তম অবস্থায় মদীনাকে রেখে যাবে। আর তখন জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী অর্থাৎ পশু-পাখি এসে মদীনাকে আচ্ছন্ন করে নেবে। সবশেষে যাদের মদীনাতে একত্রিত করা হবে তারা হল মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীগুলোকে হাঁক-ডাক দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদীনাতে আসবে। এসে দেখবে মদীনা বন্য পশুতে ছেয়ে আছে। এরপর তারা সানিয়্যাতুল-বিদা নামক স্থানে পৌঁছতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

١٧٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِىْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاْتِىْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِىْ قَوْمٌ يُبِسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

১৭৫৪ 'আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... সুফিয়ান ইবন আবূ যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম ছিল, যদি তারা বুঝত। সিরিয়া বিজিত হবে, তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং অনুগত লোকদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা জানত। এরপর ইরাক বিজিত হবে তখন একদল লোক নিজেদের সওয়ারী হাঁকিয়ে এসে স্বজন এবং অনুগতদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে; অথচ মদীনাই তাদের জন্য ছিল কল্যাণকর, যদি তারা জানত।

١١٧٥ بَابُ الْاِيْمَانُ يَأرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

১১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমান মদীনার দিকে ফিরে আসবে

١٧٥٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا .

১৭৫৫ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।

١١٧٦ بَابُ اِثْمِ مَنْ كَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ

১১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীর সাথে প্রতারণাকারীর পাপ

١٧٥٦ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَكِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ .

১৭৫৬ হুসাইন ইবন হুরায়স (র)... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কেউ মদীনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারণা করবে, সে লবণ যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে।

١١٧٧ بَابُ أَطَامِ الْمَدِيْنَةِ

১১৭৭ পরিচ্ছেদ ঃ মদীনার প্রস্তর নির্মিত দুর্গসমূহ

١٧٥٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ سَمِعْتُ أُسَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرَى اِنِّىْ لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ .

১৭৫৭ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনার কোন একটি টিলায় আরোহণ করে বললেন ঃ আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? (তিনি বললেন) বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থানসমূহের মত আমি তোমাদের গৃহসমূহের মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি। মা'মার ও সুলায়মান ইবন কাসীর (র) যুহরী (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ানের অনুসরণ করেছেন।

١١٧٨ بَابُ لاَيَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ

১১৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

١٧٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلَى

كُلّ بَابٍ مَلَكَانِ .

১৭৫৮ 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মদীনাতে দাজ্জালের ত্রাস ও ভীতি প্রবেশ করতে পারবে না। ঐ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে। প্রত্যেক পথে দু'জন করে ফিরিশতা (মোতায়েন) থাকবে।

١٧٥٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَيَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ .

১৭৫৯ ইসমা'ঈল (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফিরিশতা প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে। তাই প্লেগ এবং দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

١٧٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْهَا حَدَّثَنَا بِهِ اَنْ قَالَ يَاْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِيْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَقْتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ .

১৭৬০ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত কথাসমূহের মাঝে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, মদীনার প্রবেশ পথে অনুপ্রবেশ করা দাজ্জালের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। তাই সে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মদীনার নিকটবর্তী কোন একটি লোনা জমিতে অবতরণ করবে। তখন তার নিকট এক ব্যক্তি যাবে যে উত্তম ব্যক্তি হবে বা উত্তম মানুষের একজন হবে এবং সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই হলে সে দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আমি যদি তাকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করতে পারি তাহলেও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করবে? তারা বলবে, না। এরপর দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চেয়ে অধিক প্রত্যয় আমার আর কখনো ছিল না। তারপর দাজ্জাল বলবে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু সে লোকটিকে হত্যা করতে আর সক্ষম হবে না।

١٧٦١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَالِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللّٰهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ ٠

১৭৬১ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল অনুপ্রবেশ করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে তিনবার কেঁপে উঠবে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন।

١١٧٩ بَابٌ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

১১৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনা অপবিত্র লোকদেরকে বহিষ্কার করে দেয়

١٧٦٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ اَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ اَقِلْنِيْ فَأَبٰى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا ٠

১৭৬২ 'আমর ইবন 'আব্বাস (র)... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করলো। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমার (বায়'আত) ফিরিয়ে নিন। নবী করীম ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে তিনবার হল। তারপর বললেন ঃ মদীনা কামারের হাঁপরের মত, যা তার আবর্জনা ও মরিচাকে দূরীভূত করে এবং খাঁটি ও নির্ভেজালকে পরিচ্ছন্ন করে।

١٧٦٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى اُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لاَ نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ ٠

১৭৬৩ সুলায়মান ইবন হারব (র)... যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করে তাঁর কতিপয় সাথী ফিরে আসলে একদল লোক বলতে লাগল, আমরা তাদেরকে হত্যা করব, আর অন্য দলটি বলতে লাগলো, না, আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। এ সময়ই فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ الـخ (তোমাদের হল কি, তোমরা মুনাফিকদের সম্পর্কে দু'দল হয়ে পড়েছ?) আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন ঃ মদীনা লোকদেরকে বহিষ্কার করে দেয়, যেমনভাবে আগুন লোহার মরিচাকে দূর করে দেয়।

١١٨٠ بَابٌ

১১৮০. পরিচ্ছেদ

١٧٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىْ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَىْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ.

১৭৬৪ ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেনঃ হে আল্লাহ! মক্কাতে তুমি যে বরকত দান করেছ, মদীনাতে এর দ্বিগুণ বরকত দাও। ‘উসমান ইব্ন ‘উমর (র) ইউনুস (র) থেকে হাদীসটি জাবীর (রা)-র মতই বর্ণনা করেছেন।

١٧٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلٰى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

১৭৬৫ কুতায়বা (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সফর থেকে ফিরে আসার পথে যখন তিনি মদীনার প্রাচীরগুলোর দিকে তাকাতেন, তখন তিনি তাঁর উটকে দ্রুত চালাতেন আর তিনি অন্য কোন জন্তুর উপর থাকলে তাকেও দ্রুত চালিত করতেন, মদীনার ভালবাসার কারণে।

١١٨١ بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ

১১৮১. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করা নবী করীম ﷺ অপছন্দ করতেন

١٧٦٦ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ اَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَتَحَوَّلُوْا اِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ يَابَنِىْ سَلِمَةَ اَلَاتَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ فَاَقَمُوْا .

১৭৬৬ ইবন সালাম (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর নিকটে চলে যাওয়ার সংকল্প করল। নবী করীম ﷺ মদীনাকে জনশূন্য করা অপছন্দ করলেন, তাই তিনি বললেন ঃ হে বনূ সালিমা! মসজিদে নববীর দিকে তোমাদের হাঁটার সওয়াব কি তোমরা হিসাব কর না? এরপর তারা সেখানেই রয়ে গেল।

١١٨٢ بَابٌ

১১৮২. পরিচ্ছেদ

١٧٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلٰى حَوْضِى .

১৭৬৭ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হল জান্নাতের বাগানের একটি বাগান, আর আমার মিম্বরটি হল আমার হাউযের উপর অবস্থিত।

١٧٦٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمّٰى * يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُوْلُ :

اَلَا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ * وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا اَخْرَجُوْنَا مِنْ اَرْضِنَا اِلٰى اَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَفِىْ مُدِّنَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِىَ اَوْبَأُ أَرْضِ اللّٰهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِىْ نَجْلًا يَعْنِىْ مَاءً اٰجِنًا .

১৭৬৮ 'উবায়দ ইবন ইসমা'ঈল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় শুভাগমন করলে আবূ বাকর ও বিলাল (রা) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আবূ বাকর (রা) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি এ কবিতা অংশটি আবৃত্তি করতেন ঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন, অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।"

আর বিলাল (রা) জ্বর উপশম হলে উচ্চস্বরে এ কবিতা অংশ আবৃত্তি করতেন ঃ

"হায়, আমি যদি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম এমনভাবে যে, আমার চারদিকে থাকবে ইযখির এবং জালীল নামক ঘাস।

মাজান্না ঝর্ণার পানি কোন দিন পান করার সুযোগ পাব কি? শামা এবং তাফীল পাহাড় আবার প্রকাশিত হবে কি?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবন রাবী'আ, 'উতবা ইবন রাবী'আ এবং উমায়্যা ইবন খালফের প্রতি লা'নত বর্ষণ কর; যেমনিভাবে তারা আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে বের করে মহামারির দেশে ঠেলে দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দাও যেমন মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় বা এর চেয়েও বেশী। হে আল্লাহ! আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। স্থানান্তরিত করে দাও জুহফাতে এর জ্বরের প্রকোপ বা মহামারীকে। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনা এসেছিলাম তখন তা ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা অধিক মহামারীর স্থান। তিনি আরো বলেন, সে সময় মদীনায় বুতহান নামক একটি ঝর্ণা ছিল যার থেকে বিকৃত বর্ণ ও বিকৃত স্বাদের পানি প্রবাহিত হত।

١٧٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ - قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَذَا قَالَ رَوْحٌ عَنْ اُمِّهِ..

১৭৬৯ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র)... 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ বলে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত বরণ করার সুযোগ দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রাসূলের শহরে দাও। ইবন যুরায়'ই (র)... হাফসা বিনত 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। হিশাম (র) বলেন, যায়দ তাঁর পিতার সূত্রে হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, "রাওহ তাঁর মায়ের সূত্রে এরূপ বলেছেন।"

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায় ঃ সাওম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الصَّوْمِ

অধ্যায় ঃ সাওম

١١٨٣ بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ·

১১৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের সাওম ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হও (২ ঃ ১৮৩)

١٧٧٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لَا اَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ ·

১৭৭০ কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সালাত ফরয করেছেন? তিনি বললেন ঃ পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ রমযান মাসের সাওম; তবে তুমি যদি কিছু নফল সিয়াম আদায় কর তা হল স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন, আমি এর

মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।

১৭৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ النَّبِىُّ ﷺ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ اَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ ·

১৭৭১ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আশূরার দিন সিয়াম পালন করেছেন এবং এ সিয়ামের জন্য আদেশও করেছেন। পরে যখন রমযানের সিয়াম ফরয হল তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়। 'আবদুল্লাহ (র) এ সিয়াম পালন করতেন না, তবে মাসের যে দিনগুলোতে সাধারণত সিয়াম পালন করতেন, তার সাথে মিল হলে করতেন।

১৭৭২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ اَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتّٰى فُرِضَ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ·

১৭৭২ কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগে কুরায়শগণ 'আশূরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সিয়াম ফরয হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যার ইচ্ছা 'আশূরার সিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না।

١١٨٤ بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

১১৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাওমের ফযীলত

১৭৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِى الصِّيَامُ لِى وَاَنَا اَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ·

১৭৭৩ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মত কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সাওম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট, সে

আমার জন্য আহার, পান ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।

١١٨٥ بَابُ الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

১১৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম (গোনাহের) কাফ্ফারা

١٧٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ اَسْاَلُ عَنْ ذِهِ اِنَّمَا اَسْاَلُ عَنِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ وَاِنَّ دُوْنَ ذٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ اَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يُغْلَقَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ .

১৭৭৪ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন 'উমর (রা) বললেন, ফিতনা সম্পর্কিত নবী ﷺ-এর হাদীসটি কার মুখস্থ আছে? হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই মানুষের জন্য ফিতনা। সালাত, সিয়াম এবং সদকা এর কাফফারা হয়ে যায়। 'উমর (রা) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করছি না, আমি তো জিজ্ঞাসা করেছি ঐ ফিতনা সম্পর্কে, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আন্দোলিত হতে থাকবে। হুযায়ফা (রা) বললেন, এ ফিতনার সামনে বন্ধ দরজা আছে। 'উমর (রা) বললেন, এ দরজা কি খুলে যাবে, না ভেঙ্গে যাবে? হুযায়ফা (রা) বললেন, ভেঙ্গে যাবে। 'উমর (রা) বললেন, তাহলে তো তা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আমরা মাসরূক (র)-কে বললাম, হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করুন, 'উমর (রা) কি জানতেন, কে সেই দরজা? তিনি বললেন, হাঁ, তিনি এরূপ জানতেন যে রূপ কালকের দিনের পূর্বে আজকের রাত।

١١٨٦ بَابُ الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِيْنَ

১১৮৬. সাওম পালনকারীর জন্য রায়্যান

١٧٧٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ .

১৭৭৫ খালিদ ইবন মাখলাদ (র)... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ জান্নাতে রায়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।

١٧٧٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ ·

১৭৭৬ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রায়্যান দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সদকা দানকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। এরপর আবূ বাকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান, সকল দরজা থেকে কাউকে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই, তবে কি কাউকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে।

١١٨٧ بَابٌ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ اَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَاَى كُلَّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لَا تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ

১১৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযান বলা হবে, না রমযান মাস বলা হবে? আর যাদের মতে উভয়টি বলা যায়। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করবে এবং আরো বলেছেন ঃ তোমরা রমযানের আগে সিয়াম পালন করবে না

١٧٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ ·

১৭৭৭ কুতায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।

١٧٧٨ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ اَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّيْنَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

১৭৭৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শৃংখলিত করে দেয়া হয় শয়তানগুলোকে।

١١٨٨ بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

১১৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখা

١٧٧٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَقْدُرُوْا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ وَيُوْنُسُ لِهِلاَلِ رَمَضَانَ ـ

১৭৭৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা তা (চাঁদ) দেখবে তখন সাওম পালন করবে, আবার যখন তা দেখবে তখন ইফ্‌তার করবে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় হিসাব করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ব্যতীত অন্যরা লায়স (র) থেকে 'উকায়ল এবং ইউনুস (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ কথাটি বলেছেন রমযানের চাঁদ সম্পর্কে।

١١٨٩ بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ

১১৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় নিয়তসহ সিয়াম পালন করবে

'আয়িশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন নিয়ত অনুযায়ীই লোকদের উঠানো হবে

١٧٨٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ·

১৭৮০ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।

١١٩٠ بَابٌ اَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكُوْنُ فِى رَمَضَانَ

১১৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ রমযানে সর্বাধিক দান করতেন

١٧٨١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِى رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِى رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ·

১৭৮১ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরাঈল ('আ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর নবী ﷺ তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।

١١٩١ بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِى الصَّوْمِ

১১৯১. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন না করা

١٧٨٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ·

১৭৮২ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

١١٩٢ بَابٌ هَلْ يَقُوْلُ اِنِّىْ صَائِمٌ اِذَا شُتِمَ

১১৯২. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে গালি দেওয়া হলে সে কি বলবে, আমি তো সাওম পালনকারী?

١٧٨٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُءٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ٠

১৭৮৩ ইব্‌রাহীম ইবন মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন সায়িম। যাঁর কবজায় মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।

١١٩٣ بَابُ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلٰى نَفْسِهِ الْعُزُوْبَةَ

১১৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের উপর আশংকা করে, তার জন্য সাওম

١٧٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ – قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ ٠

১৭৮৪ 'আবদান (র)... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে চলতে

ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। সাওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, اَلْبَائَةُ শব্দের অর্থ বিবাহ।

١١٩٤ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

১১৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর বাণী ঃ যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম শুরু করবে আবার যখন চাঁদ দেখবে তখন ইফতার করবে

সেলা (র) 'আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে[১] সিয়াম পালন করল সে আবুল কাসিম ﷺ-এর নাফরমানী করল

١٧٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ ٠

১৭৮৫ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের কথা আলোচনা করে বললেন ঃ চাঁদ না দেখে তোমরা সাওম পালন করবে না এবং চাঁদ না দেখে ইফ্‌তার করবে না। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করবে।

١٧٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ ٠

১৭৮৬ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে সাওম শুরু করবে না। যদি আকাশ মেঘাবৃত থাকে তাহলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

١٧٨٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ٠

---

১. অর্থাৎ ৩০শে শা'বান।

১৭৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (দু'হাতের অঙ্গুলী তুলে ইশারা করে) বলেন ঃ মাস এত এত দিনে হয় এবং তৃতীয় বার বৃদ্ধাঙ্গুলিটি বন্ধ করে নিলেন।

١٧٨٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ ·

১৭৮৮ আদম (র)... 'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অথবা বললেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম আরম্ভ করবে এবং চাঁদ দেখে ইফ্‌তার করবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শা'বানের গণনা ত্রিশ দিন পুরা করবে।

١٧٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اٰلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا اَوْرَاحَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا ·

১৭৮৯ আবূ 'আসিম (র)... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা[১] করলেন। ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সকালে বা সন্ধ্যায় তিনি তাঁদের নিকট গেলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছিলেন? তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١٧٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِىْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ·

১৭৯০ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তখন তিনি উপরের কামরায় ঊনত্রিশ রাত অবস্থান করেন। এরপর অবতরণ করলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١١٩٥ بَابٌ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ

১১৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদের দুই মাস কম হয় না

১. এক মাস পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না বলে শপথ করলেন।

١٧٩١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اِسْحٰقَ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِىْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُوالْحِجَّةِ - قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ تَمَّ ذُوْالْحِجَّةِ وَاِنْ نَقَصَ ذُوْالْحِجَّةِ تَمَّ رَمَضَانُ وَقَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ كَانَ اِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُوْلُ لاَ يَنْقُصَانِ فِى الْفَضِيْلَةِ اِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ اَوْثَلاَثِيْنَ ٠

১৭৯১ মুসাদ্দাদ (র)... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, দু'টি মাস কম হয় না। তা হল ঈদের দু'মাস– রমযানের মাস ও যুলহজ্জের মাস। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেছেন, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, রমযান ঘাটতি হলে যুলহজ্জ পূর্ণ হবে। আর যুলহজ্জ ঘাটতি হলে রমযান পূর্ণ হবে। আবুল হাসান (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (র) বলেন, ফযীলতের দিক থেকে এ দুই মাসে কোন ঘাটতি নেই, মাস ঊনত্রিশ দিনে হোক বা ত্রিশ দিনে হোক।

١١٩٦ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ

১১৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না

١٧٩٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا يَعْنِى مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ ٠

১৭৯২ আদম (র)... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না। মাস এরূপ অর্থাৎ কখনও ঊনত্রিশ দিনের আবার কখনো ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে।

١١٩٧ بَابٌ لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ

১১৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের একদিন বা দু'দিন আগে সাওম শুরু করবে না

١٧٩٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ٠

১৭৯৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কেউ রমযানের একদিন কিংবা দুই দিন আগে থেকে সাওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে সেদিন সাওম করতে পারবে।

١١٩٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

১১৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ সিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে, তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। (২ ঃ ১৮৭)

١٧٩٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْاِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَاْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْاِفْطَارُ اَتٰى امْرَاَتَهُ فَقَالَ لَهَا اَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلٰكِنْ اَنْطَلِقُ وَاَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَائَتْهُ امْرَاَتُهُ فَلَمَّا رَاَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِىَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوْا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا وَنَزَلَتْ : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

১৭৯৪ ‘উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র)... বারা’ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণের অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাঁদের কেউ সাওম পালন করতেন ইফ্‌তারের সময় হলে ইফ্‌তার না করে ঘুমিয়ে গেলে সে রাতে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না। কায়স ইব্‌ন সিরমা আনসারী (রা) সাওম পালন করেছিলেন। ইফ্‌তারের সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে আমি যাচ্ছি, দেখি আপনার জন্য কিছু তালাশ করে আনি। তিনি দিনে কাজে রত থাকতেন। তাই ঘুমে তাঁর দু’চোখ বুজে গেল। এরপর তাঁর স্ত্রী এসে যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তাঁকে বললেন, হায়, তুমি বঞ্চিত হয়ে গেলে! পরদিন দুপুর হলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এ ঘটনাটি নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ সিয়ামের রাত্রে তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ

হালাল করা হয়েছে। (২ ঃ ১৮৭)-এ হুকুম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহাবীগণ খুবই আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হল ঃ তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা স্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। (২ ঃ ১৮৭)

١١٩٩ بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কাল রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। তারপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর (২ ঃ ১৮৭)। এ বিষয় নবী করীম ﷺ থেকে বারা' (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন

١٧٩٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ .

১৭৯৫ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো ঃ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর (রাত্রির) কাল রেখা হতে (ভোরের) সাদা রেখা যতক্ষণ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়" তখন আমি একটি কাল এবং একটি সাদা রশি নিলাম এবং উভয়টিকে আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। রাতে আমি এগুলোর দিকে বারবার তাকাতে থাকি। কিন্তু আমার নিকট পার্থক্য প্রকাশিত হলো না। তাই সকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয় বললাম। তিনি বললেন ঃ এতো রাতের আঁধার এবং দিনের আলো।

١٧٩٦ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

১৭৯৬ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র)... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই

আয়াত নাযিল হল ঃ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ "তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ কাল রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" কিন্তু তখনো مِنَ الْفَجْرِ কথাটি নাযিল হয়নি। তখন সাওম পালন করতে ইচ্ছুক লোকেরা নিজেদের দুই পায়ে একটি কাল এবং একটি সাদা সুতলি বেঁধে নিতেন এবং সাদা কাল এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তাঁরা পানাহার করতে থাকতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি নাযিল করলে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাত (-এর আঁধার) এবং দিন (-এর আলো)।

١٢٠٠ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ

১২০০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহ্রী থেকে বিরত না রাখে

١٧٩٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَذَانِهِمَا اِلاَّ اَنْ يَرْقٰى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا ٠

১৭৯৭ 'উবায়দ ইব্ন ইসমা'ঈল (রা)... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা) রাতে আযান দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফজর না হওয়া পর্যন্ত সে আযান দেয় না। কাসিম (র) বলেন, এদের উভয়ের আযানের মাঝে শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, একজন নামতেন এবং অন্যজন উঠতেন।

١٢٠١ بَابُ تَعْجِيْلِ السَّحُوْرِ

১২০১. পরিচ্ছেদ ঃ সাহ্রী খাওয়ায় তাড়াতাড়ি করা

١٧٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِىْ اَهْلِىْ ثُمَّ تَكُوْنُ سُرْعَتِىْ اَنْ اُدْرِكَ السُّجُوْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ٠

১৭৯৮ মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ (র)... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সাহরী খেতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতে শরীক হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতাম।

١٢٠٢ بَابُ قَدْرِكَمْ بَيْنَ السَّحُوْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ

১২০২. পরিচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী ও ফজরের সালাতের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ

١٧٩٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الاَذَانِ وَالسَّحُوْرِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً ٠

১৭৯৯ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাহ্‌রী খাই এরপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আযান ও সাহ্‌রীর মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ।

١٢٠٣ بَابُ بَرَكَةِ السَّحُوْرِ مِنْ غَيْرِ اِيْجَابٍ لاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ وَاصَلُوْا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُوْرُ

১২০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীতে রয়েছে বরকত কিন্তু তা ওয়াজিব নয়। কেননা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একটানা সাওম পালন করেছেন অথচ সেখানে সাহ্‌রীর কোন উল্লেখ নেই

١٨٠٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اَظَلُّ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى ٠

১৮০০ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একটানা সাওম পালন করতে থাকলে লোকেরাও একটানা সাওম পালন করতে শুরু করে। এ কাজ তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তারা বলল, আপনি যে একনাগাড়ে সাওম পালন করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদের মত নই। আমাকে খাওয়ানো হয় ও পান করানো হয়।

١٨٠١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً ٠

১৮০১ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও, কেননা সাহ্‌রীতে বরকত রয়েছে।

١٢٠٤ بَابُ اِذَا نَوٰى بِالنَّهَارِ صَوْمًا ، وَقَالَتْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَاِنْ قُلْنَا لاَ ، قَالَ فَاِنِّىْ صَائِمٌ يَوْمِىْ هٰذَا ، وَفَعَلَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

১২০৪. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ দিনের বেলা সাওমের নিয়ত করে

উম্মুদ-দারদা (রা) বলেন যে, আবুদ-দারদা (রা) তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে? আমরা যদি বলতাম, নেই, তা হলে তিনি বলতেন, আমি আজ সাওম পালন করব। আবূ তালহা, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন 'আব্বাস এবং হুযায়ফা (রা) অনুরূপ করতেন

১৮٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِىْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ اَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ فَلاَ يَاْكُلْ .

১৮০২ আবূ 'আসিম (র)... সালমা ইব্‌ন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'আশূরার দিন নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে এ বলে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে সে যেন পূর্ণ করে নেয় অথবা বলেছেন, সে যেন সাওম আদায় করে নেয় আর যে এখনো খায়নি সে যেন আর না খায়।

١٢٠٥ بَابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

১২০৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুনূবী (অপবিত্র) অবস্থায় সাওম পালনকারীর ভোর হওয়া

١٨٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ جِئْتُ اَنَا وَاَبِىْ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَ مَرْوَانَ اَنَّ عَائِشَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتُقْرِعَنَّ بِهَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ اَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنِّىْ ذَاكِرٌ لَكَ اَمْرًا وَلَوْ لاَ اَنَّ مَرْوَانَ اَقْسَمَ عَلَىَّ فِيْهِ لَمْ اَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَالِكَ حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَعْلَمُ ، وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْاَوَّلُ اَسْنَدُ .

১৮০৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... আবূ বাকর ইব্‌ন 'আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা 'আয়িশা (রা) এবং উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। (অপর বর্ণনায়)

আবুল ইয়ামান (র).... মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা) এবং উম্মে সালামা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মিলনজনিত জুনূবী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজরের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন। মারওয়ান (র) 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন হারিস (র)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে শঙ্কিত করে দিবে। এ সময় মারওয়ান (র) মদীনার গভর্নর ছিলেন। আবূ বাকর (র) বলেন, মারওয়ান (রা)-এর কথা 'আবদুর রাহমান (র) পছন্দ করেন নি। রাবী বলেন, এরপর ভাগ্যক্রমে আমরা যুল-হুলাইফাতে একত্রিত হয়ে যাই। সেখানে আবূ হুরায়রা (রা)-এর একখণ্ড জমি ছিল। 'আবদুর রাহমান (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আমি আপনার নিকট একটি কথা বলতে চাই, মারওয়ান যদি এ বিষয়টি আমাকে কসম দিয়ে না বলতেন, তা হলে আমি তা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতাম না। তারপর তিনি 'আয়িশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণিত উক্তিটি উল্লেখ করলেন, ফায্ল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) অনুরূপ একটি হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি সর্বাধিক অবহিত। হাম্মাম (র) এবং ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এরূপ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম ত্যাগ করে খাওয়ার হুকুম দিতেন। প্রথমোক্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ।

١٢٠٦ بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ:

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا

১২০৬. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িম কর্তৃক স্ত্রী স্পর্শ করা

'আয়িশা (রা) বলেন, সায়িমের জন্য তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান হারাম

١٨٠٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لاِرْبِهِ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِرْبٌ حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ غَيْرَ اُوْلِي الْاِرْبَةِ الْاَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ .

১৮০৪ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাওমের অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চাইতে অধিক সক্ষম ছিলেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, اِرْبٌ মানে হাজত বা চাহিদা। তাউস (র) বলেন, غَيْرَ اُوْلِي الْاَرْبَةِ মানে বোধহীন, যার মেয়েদের প্রতি কোন খাহিশ নেই।

١٢٠٧ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ اِنْ نَظَرَ فَاَمْنٰى يَتِمُّ صَوْمَهُ

১২০৭. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমের চুমু খাওয়া

জাবির ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, (স্ত্রীলোকদের দিকে) তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে, তাহলেও সাওম পূর্ণ করবে

١٨٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ ضَحِكَتْ .

১৮০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সায়িম অবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) 'আয়িশা (রা) হেসে দিলেন।

١٨٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِى فَقَالَ مَالَكِ اَنُفِسْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮০৬ মুসাদ্দাদ (র)... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরে আমি ছিলাম। এমন সময় আমার হায়য শুরু হল। তখন আমি আমার হায়যের কাপড় পরিধান করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হলো? তোমার কি হায়য দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ; তারপর আমি আবার তাঁর সঙ্গে চাদরের ভিতর ঢুকে পড়লাম। তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন এবং সায়িম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে চুমু দিতেন।

١٢٠٨ بَابُ اِغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَاَلْقَى عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ اَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ اَوِ الشَّيْءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِذَا كَانَ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِيْنًا مُتَرَجِّلاً وَقَالَ اَنَسٌ اِنَّ لِى اَبْزَنَ اَتَقَحَّمُ فِيْهِ وَاَنَا صَائِمٌ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَاكُ اَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهُ وَلاَ يَبْلَعُ رِيْقَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ اِنِ ازْدَرَدَ رِيْقَهُ لاَ اَقُوْلُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لاَبَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ قِيْلَ لَهُ طَعْمٌ قَالَ وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَاَنْتَ تَمَضْمَضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ اَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَاِبْرَاهِيْمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا

১২০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর গোসল করা;

সাওমরত অবস্থায় ইব্‌ন ‘উমর (রা) একটি কাপড় ভিজালেন এরপর তা গায়ে দেওয়া হলো। সাওমরত অবস্থায় শা‘বী (র) গোসলখানায় প্রবেশ করেছেন। ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) বলেন, হাঁড়ি থেকে কিছু বা অন্য কোন জিনিস চেটে স্বাদ দেখায় কোন দোষ নেই। হাসান (র) বলেন, সাওম পালনকারীর কুলি করা এবং ঠাণ্ডা লাগান দূষণীয় নয়। ইব্‌ন মাস‘উদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ সাওম পালন করলে সে যেন সকালে তেল লাগায় এবং চুল আঁচড়িয়ে নেয়। আনাস (রা) বলেন, আমার একটি হাউজ আছে, আমি সায়িম অবস্থায় তাতে প্রবেশ করি। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সায়িম অবস্থায় মিস্‌ওয়াক করতেন। ইব্‌ন ‘উমর (রা) সায়িম অবস্থায় দিনের প্রথমভাগে এবং শেষভাগে মিস্‌ওয়াক করতেন। ‘আতা (র) বলেন, থুথু গিলে ফেললে সাওম ভঙ্গ হয়েছে বলা যায় না। ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহারে কোন দোষ নেই। প্রশ্ন করা হল, কাঁচা মিসওয়াকের তো স্বাদ রয়েছে? তিনি বলেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, অথচ এ পানি দিয়েই তুমি কুলি কর। আনাস (রা), হাসান (র) এবং ইব্‌রাহীম (র) সায়িমের সুরমা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না

١٨٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَاَبِىْ بَكْرٍ قَالاَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ .

১৮০৭ আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র)... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান মাসে নবী ﷺ -এর ভোর হত ইহ্‌তিলাম ব্যতীত (জুনুবী অবস্থায়)। তখন তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পালন করতেন।

١٨٠٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبِىْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ ، قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ سَئَلْتُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا اَفْطَرَ يُكَفِّرُ مِثْلَ الْمُجَامِعِ قَالَ لاَ اَلاَ تَرٰى الْاَحَادِيْثَ لَمْ يَقْضِهِ وَاِنْ صَامَ الدَّهْرَ .

১৮০৮ ইসমা‘ঈল (র)... আবূ বাকর ইব্‌ন ‘আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে ‘আয়িশা (রা)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ইহতিলাম ছাড়া স্ত্রী সহবাসের কারণে জুনুবী অবস্থায় সকাল পর্যন্ত থেকেছেন এবং এরপর সাওম পালন করেছেন। তারপর আমরা উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

আবূ জা'ফর বলেন, 'আবদুল্লাহ (র)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি সাওম ভঙ্গ করলে সে কি স্ত্রী সহবাসকারীর মত কাফ্‌ফারা আদায় করবে? তিনি বললেন, না; তুমি কি সে হাদীসগুলো সম্পর্কে জান না যাতে বর্ণিত আছে যে, যুগ যুগ ধরে সাওম পালন করলেও তার কাযা আদায় হবে না?

١٢٠٩ بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِيْ حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

১২০৯. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারী যদি ভুলবশতঃ আহার করে বা পান করে ফেলে। 'আতা (র) বলেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি তা কণ্ঠনালীতে ঢুকে যায়, আর সে ফিরাতে সক্ষম না হয় তা হলে কোন দোষ নেই। হাসান (র) বলেন, সায়িম ব্যক্তির কণ্ঠনালীতে মাছি ঢুকে পড়লে তার কিছু করতে হবে না। হাসান এবং মুজাহিদ (র) বলেছেন, সায়িম ব্যক্তি যদি ভুলবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার কিছু করতে হবে না

١٨٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ .

১৮০৯ 'আবদান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ রোযাদার ভুলক্রমে যদি আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সাওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

١٢١٠ بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِيْ أَوْ أَعُدُّ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيْقَهُ

১২১০. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা। 'আমির ইব্‌ন রাবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সায়িম অবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তা হলে প্রতিবার উযূর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবির (রা) এবং যায়েদ ইব্‌ন খালিদ (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি সায়িম এবং যে সায়িম নয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। 'আয়িশা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে

বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। 'আতা (র) এবং কাতাদা (র) বলেছেন, সায়িম তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে

১৮১০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوْئِي هٰذَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوْئِي هٰذَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮১০ 'আবদান (র)... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উসমান (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার হাতের উপর পানি ঢাললেন। এরপর তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার চেহারা (মুখমণ্ডল) ধুইলেন। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন এবং বামহাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ করলেন। তারপর ডান পা তিনবার ধুইলেন তারপর বাম পা তিনবার ধুইলেন। এরপর বললেন,, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযূ করতে দেখেছি আমার এ উযূর মতই। এরপর তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর মত উযূ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং এতে মনে মনে কোন কিছুর চিন্তা- ভাবনায় লিপ্ত হবে না, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

١٢١١ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوْطِ لِلصَّائِمِ اِنْ لَمْ يَصِلْ اِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ اِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ اَفْرَغَ مَافِيْ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لاَ يَضِيْرُهُ اَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِيَ فِيْ فِيْهِ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَاِنْ اِزْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكِ لاَ اَقُوْلُ اِنَّهُ يُفْطِرُ وَلٰكِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ .

১২১১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর বাণী ঃ যখন উযূ করবে তখন নাকের ছিদ্র দিয়ে পানি টেনে নিবে। নবী করীম ﷺ সায়িম এবং সায়িম নয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। হাসান (র) বলেন, সায়িমের জন্য নাকে ঔষধ ব্যবহার করায় দোষ নেই যদি তা কণ্ঠনালীতে না পৌঁছে এবং সে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। 'আতা (র) বলেন, কুলি করে মুখের পানি ফেলে দেওয়ার পর থুথু এবং মুখের অবশিষ্ট পানি গিলে ফেলায় কোন ক্ষতি নেই এবং সায়িম গোন্দ (আঠা) চিবাবে না। গোন্দ চিবিয়ে যদি কেউ থুথু গিলে ফেলে, তা হলে তার সাওম নষ্ট হয়ে যাবে, আমি এ কথা বলছি না, তবে এরূপ করা থেকে নিষেধ করা উচিত

١٢١٢ بَابُ اِذَا جَامَعَ فِىْ رَمَضَانَ ، وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَاِنْ صَامَهُ ، وَبِهِ قَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ ، وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَاِبْرَاهِيْمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِىْ يَوْمًا مَكَانَهُ

১২১২. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানে সহবাস করা। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ওযর এবং রোগ ব্যতীত রমযানের একটি সাওম ভেংগে ফেলল, তার সারা জীবনের সাওমের দ্বারাও এ কাযা আদায় হবে না, যদিও সে সারা জীবন সাওম পালন করে। ইব্ন মাস'উদ (রা)-ও অনুরূপ কথাই বলেছেন। সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব, শা'বী, ইব্ন যুবায়র, ইব্রাহীম, কাতাদা এবং হাম্মাদ (র) বলেছেন, তার স্থলে একদিন কাযা করবে

١٨١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ اَنَا يَحْيٰى ابْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْقَاسِمِ اَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلِىْ فِىْ رَمَضَانَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ ، فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ اَنَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا .

১৮১১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম [redacted] -এর নিকট এসে বলল, সে তো জ্বলে গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, রমযানে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। এ সময় নবী [redacted]-এর কাছে (খেজুর ভর্তি) ঝুড়ি এল, যাকে 'আরাক (১৫ সা' পরিমাণ) বলা হয়। তখন নবী [redacted] বললেন ঃ অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? লোকটি বলল, আমি। নবী করীম [redacted] বললেন ঃ এ গুলো সাদকা করে দাও।

١٢١٣ بَابُ اِذَا جَامَعَ فِىْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْئٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

১২১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যদি রমযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে এবং তাকে সাদকা দেওয়া হয়, তা হলে সে যেন তা কাফ্ফারা স্বরূপ দিয়ে দেয়

١٨١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذَالِكَ اُتِىَ

النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهٗ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ .

১৮১২ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি সায়িম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একাধারে দু'মাস সাওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন ঃ ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ থেমে গেলেন, আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হল যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হল ঝুড়ি। নবী ﷺ বললেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চাইতেও বেশী অভাবগ্রস্তকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় লাবা[১] অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চাইতে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।

١٢١٤ بَابُ الْمُجَامِعِ فِىْ رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَفَّارَةِ اِذَا كَانُوْا مَحَاوِيْجَ

১২১৪. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানে রোযাদার অবস্থায় যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে সে ব্যক্তি কি কাফ্ফারা থেকে তার অভাবগ্রস্ত পরিবারকে খাওয়াতে পারবে?

١٨١٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْاٰخِرَ وَقَعَ عَلٰى امْرَأَتِهٖ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهٖ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيْلُ قَالَ اَطْعِمْ هٰذَا عَنْكَ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ .

১৮১৩ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, এই হতভাগা স্ত্রী সহবাস করেছে রমযানে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ক্রমাগত দু' মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না।

১। লাবা এবং হাররা মদীনা নগরীর দু' পাশের প্রস্তরাকীর্ণ মাঠ।

এমতাবস্থায় নবী ﷺ-এর নিকট এক 'আরাক অর্থাৎ এক ঝুড়ি খেজুর এল। নবী ﷺ বললেন ঃ এগুলো তোমার তরফ থেকে লোকদেরকে আহার করাও। লোকটি বলল, আমার চাইতেও অধিক অভাবগ্রস্ত কে? অথচ মদীনার উভয় লাবার অর্থাৎ হাররার মধ্যবর্তী স্থলে আমার পরিবারের চাইতে অধিক অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। নবী ﷺ বললেন ঃ তা হলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

١٢١٥ بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً، وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ أَعْلَمُ

১২১৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর শিংগা লাগানো বা বমি করা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সালিহ (র) আমাকে বলেছেন... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বমি করলে সাওম ভঙ্গ হয় না। কেননা এতে কিছু বের হয়, ভিতরে প্রবেশ করে না। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রথম উক্তিটি বেশী সহীহ। ইবন 'আব্বাস (রা) এবং 'ইকরিমা (র) বলেন, কোন কিছু ভিতরে প্রবেশ করলে সাওম নষ্ট হয়। কিন্তু বের হওয়ার কারণে নয়। ইবন 'উমর (রা) সায়িম অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি দিনে শিংগা লাগানো ছেড়ে দিয়ে রাতে শিংগা লাগাতেন। আবূ মূসা (রা) রাতে শিংগা লাগিয়েছেন। সা'ঈদ, যায়দ ইবন আরকাম এবং উম্মে সালামা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সকলেই রোযাদার অবস্থায় শিংগা লাগাতেন। বুকায়র (র) উম্মে 'আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা 'আয়িশা (রা)-এর সামনে শিংগা লাগাতাম, তিনি আমাদের নিষেধ করতেন না। হাসান (র) থেকে একাধিক রাবী সূত্রে মরফূ' হাদীসে আছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের সাওমই নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'আইয়াশ (র) হাসান (র) থেকে আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত

١٨١٤ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮১৪ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং সায়িম অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

١٨١٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৮১৫ আবূ মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সায়িম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

١٨١٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا اِلَّا مِنْ اَجْلِ الضُّعْفِ وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮১৬ আদম ইবন আবূ ইয়াস (র)... সাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করা হল, আপনারা কি সায়িমের শিংগা লাগানো অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, না। তবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে অপছন্দ করতাম। শাবাবা (র) শু'বা, (র) থেকে عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ 'নবী ﷺ-এর যুগে' কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

١٢١٦ بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْاِفْطَارِ

১২১৬. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে সাওম পালন করা ও না করা

١٨١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِيْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِيْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمٰى بِيَدِهٖ هَاهُنَا ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ .

১৮১৭ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)... ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সওয়ারী থেকে নেমে আমার

জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। তিনি বললেন ঃ সওয়ারী থেকে নেমে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সূর্য এখনো ডুবেনি। তিনি বললেন ঃ সওয়ারী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর সে সওয়ারী থেকে নেমে ছাতু গুলিয়ে আনলে তিনি তা পান করলেন এবং হাতের ইশারায় বললেন ঃ যখন দেখবে রাত এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে, সাওম পালনকারী ব্যক্তির ইফতারের সময় হয়েছে। জারীর (রা) এবং আবূ বাকর ইবন 'আইয়াশ (রা)... ইবন আবূ 'আওফা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি নবী [redacted]-এর সঙ্গে ছিলাম।

١٨١٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَسْرُدُ الصَّوْمَ .

১৮১৮ মুসাদ্দাদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হামযা ইবন 'আম্র আসলামী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ক্রমাগত সিয়াম পালন করছি।

١٨١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

১৮১৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা)... নবী [redacted]-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হামযা ইবন 'আমর আসলামী (রা) অধিক সাওম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী [redacted]-কে বললেন, আমি সফরেও কি সাওম পালন করতে পারি? তিনি বললেন ঃ ইচ্ছা করলে তুমি সাওম পালন করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে নাও করতে পার।

١٢١٧ بَابُ اِذَا صَامَ اَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

১২১৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের কয়েকদিন সাওম পালন করে যদি কেউ সফর আরম্ভ করে

١٨٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْكَدِيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ .

১৮২০ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [redacted] সাওমের

অবস্থায় কোন এক রমযানে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি সাওম ভঙ্গ করে ফেললে লোকেরা সকলেই সাওম ভঙ্গ করলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, 'উসফান ও কুদায়দ নামক দুই স্থানের মধ্যে কাদীদ একটি ঝর্ণা।

١٨٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ حَتّٰى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ .

১৮২১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবী ﷺ এবং ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের কেউই সায়িম ছিল না।

١٢١٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ

১২১৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের কারণে যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে নবী ﷺ-এর বাণী ঃ সফরে সাওম পালন করায় নেকী নেই

١٨٢٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ .

১৮২২ আদম (র)... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এর কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সে সায়িম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সফরে সাওম পালনে কোন নেকী নেই।

١٢١٩ بَابُ لَمْ يَعِبْ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِى الصَّوْمِ وَالْاِفْطَارِ

১২১৯. পরিচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালন করা ও না করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতেন না

١٨٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ

ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ‏.‏

১৮২৩ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সফরে যেতাম। সায়িম ব্যক্তি গায়ের সায়িমকে (যে সাওম পালন করছে না) এবং গায়ের সায়িম ব্যক্তি সায়িমকে দোষারোপ করত না।

١٢٢٠ بَابُ مَنْ اَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

১২২০. পরিচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় সাওম ভঙ্গ করা, যাতে লোকেরা দেখতে পায়

١٨٢٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَاَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ‏.‏

১৮২৪ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলেন। তখন তিনি সাওম পালন করছিলেন। 'উসফানে পৌঁছার পর তিনি পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে দেখানোর জন্য পানি হাতের উপর উঁচু করে ধরে সাওম ভঙ্গ করলেন এবং এ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলেন। এ ছিল রমযান মাসে। তাই ইবন 'আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম পালন করেছেন এবং সাওম ভঙ্গও করেছেন। যার ইচ্ছা সাওম পালন করতে পারে আর যার ইচ্ছা সাওম ভঙ্গ করতে পারে।

١٢٢١ بَابُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ نَسَخَتْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ اَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ فَنَسَخَتْهَا وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ فَاُمِرُوْا بِالصَّوْمِ

১২২১. পরিচ্ছেদ ঃ এ (রোযা) যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া— একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা (২ ঃ ১৮৪) ইবন 'উমর (রা) এবং সালামা ইবন

আকওয়া‘ (রা) বলেন যে, উক্ত আয়াতকে রহিত করেছে এ আয়াত ঃ রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর, তা চান না; এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (২ ঃ ১৮৫)। ইবন নুমায়র (র) ইবন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রমযানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁদের মধ্যে কেউ সাওম পালনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সাওম ত্যাগ করে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াতো। এ ব্যাপারে তাদের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। তারপর وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ‘আর সাওম পালন করাই তোমাদের জন্য উত্তম’, এ আয়াতটি পূর্বের হুকুমকে রহিত করে দেয় এবং সবাইকে সাওম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়

١٨٢٥ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ هِىَ مَنْسُوْخَةٌ ·

১৮২৫ ‘আইয়াশ (র)... ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতটি পড়ে বলেছেন যে, ইহা রহিত।

١٢٢٢ بَابُ مَتٰى يُقْضٰى قَضَاءُ رَمَضَانَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَبَأْسَ اَنْ يُفَرِّقَ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَقَالَ سَعِيْدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فِىْ صَوْمِ الْعَشْرِ لاَ يَصْلُحُ حَتّٰى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ اِذَا فَرَّطَ حَتّٰى جَاءَ رَمَضَانُ اٰخَرُ يَصُوْمُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهُ الاِطْعَامَ اِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

১২২২. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের কাযা কখন আদায় করা হবে?

ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, পৃথক পৃথক রাখলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ‘অন্যদিনে এর সংখ্যা পূর্ণ করবে।’ সা‘ঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, রমযানের কাযা আদায় না করে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে সাওম পালন করা

উচিত নয়। ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) বলেন, অবহেলার কারণে যদি পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে উভয় রমযানের সাওম এক সাথে আদায় করবে। মিসকীন খাওয়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে এবং ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে খাওয়াবে; অথচ আল্লাহ তা'আলা খাওয়ানোর কথাটি উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ 'অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে'

١٨٢٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِىَ اِلاَّ فِىْ شَعْبَانَ قَالَ يَحْيٰى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ بِالنَّبِىِّ ﷺ ·

১৮২৬ আহমদ ইবন ইউনুস (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপর রমযানের যে কাযা থেকে যেত তা পরবর্তী শা'বান ছাড়া আমি আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহ্ইয়া (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর ব্যস্ততার কারণে কিংবা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ব্যস্ততার কারণে।

١٢٢٣ بَابُ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ وَقَالَ اَبُو الزِّنَادِ اِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوْهَ الْحَقِّ لَتَأْتِىْ كَثِيْرًا عَلٰى خِلاَفِ الرَّأْىِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِنْ اِتِّبَاعِهَا مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ

১২২৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সাওম উভয়ই ত্যাগ করবে

আবুয-যিনাদ (র) বলেন, শরীয়াতের হুকুম-আহকাম অনেক সময় কিয়াসের বিপরীতও হয়ে থাকে। মুসলমানের জন্য এর অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় নেই। এর একটি উদাহরণ হল যে, ঋতুবতী মহিলা সাওমের কাযা করবে কিন্তু সালাতের কাযা করবে না

١٨٢٧ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا ·

১৮২৭ ইবন আবূ মারইয়াম (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ কথা কি ঠিক নয় যে, হায়য শুরু হলে মেয়েরা সালাত আদায় করে না এবং সাওমও পালন করে না। এ হল তাদের দীনেরই ত্রুটি।

١٢٢٤ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ؛ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُوْنَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ

১২২৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যার মৃত্যু হয়

হাসান (র) বলেন, তার পক্ষ থেকে ত্রিশজন লোক একদিন সাওম পালন করলে হবে

١٨٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَرَوَاهُ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ .

১৮২৮ মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সাওম আদায় করবে। ইবন ওয়াহব (র) 'আমর (র) থেকে উক্ত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব (র)... ইবন আবূ জা'ফর (র) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيْعًا جُلُوْسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالاَ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطِيْنِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ امْرَاَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُخْتِىْ مَاتَتْ وَقَالَ يَحْيٰى وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَاَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَاَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ وَقَالَ اَبُوْ حَرِيْزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَاَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَاتَتْ اُمِّىْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

১৮২৯ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রাহীম (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা এক মাসের সাওম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ সাওম কাযা করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হল অধিক যোগ্য। সুলায়মান (র) বলেন, হাকাম (র) এবং সালামা (র) বলেছেন, মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনা করার সময় আমরা সকলেই একসাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁরা উভয়ই বলেছেন যে, ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে মুজাহিদ (র)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে আমরা শুনেছি। আবূ খালিদ আহমার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার বোন মারা গেছে। ইয়াহইয়া (র) ও আবূ মু'আবিয়া...

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছেন। 'উবায়দুল্লাহ (র),... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছে, অথচ তার যিম্মায় মানতের সাওম রয়েছে। আবূ হারীয (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, আমার মা মারা গেছে, অথচ তার যিম্মায় পনর দিনের সাওম রয়ে গেছে।

١٢٢٥ بَابُ مَتٰى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ وَاَفْطَرَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ حِيْنَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

১২২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সায়িমের জন্য কখন ইফতার করা হালাল।

সূর্যের গোলাকার বৃত্ত অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথেই আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) ইফতার করতেন

١٨٣٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮৩০ হুমায়দী (র)... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রাত্র সে দিক থেকে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক থেকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন সায়িম ইফতার করবে।

١٨٣١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَافُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮৩১ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আর তিনি ছিলেন সায়িম। যখন সূর্য ডুবে গেল তখন তিনি দলের কাউকে বললেন ঃ হে অমুক! উঠ। আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন ঃ নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সন্ধ্যা হলে ভাল হতো। তিনি বললেন ঃ নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন তো আপনার এখনো রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর সে নামল এবং তাঁদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আনল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পান করলেন, তারপর বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে, রাত একদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে, তখন সায়িম ইফতার করবে।

١٢٢٦ بَابُ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ

১২২৬. পরিচ্ছেদ ঃ পানি বা সহজলভ্য অন্য কিছু দিয়ে ইফতার করবে

١٨٣٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ٠

১৮৩২ মুসাদ্দাদ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওয়ানা দিলাম এবং তিনি রোযাদার ছিলেন। সূর্য অস্ত যেতেই তিনি বললেন ঃ তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর একটু সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনো তো আপনার সামনে দিন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি নেমে যাও এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। তারপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং ছাতু গুলিয়ে আনলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে যে, রাত এদিক থেকে আসছে, তখনই রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গেল।

١٢٢٧ بَابُ تَعْجِيْلِ الْاِفْطَارِ

১২২৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইফতার ত্বরান্বিত করা

١٨٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ٠

১৮৩৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা যতদিন যাবত ওয়াক্ত হওয়ামাত্র ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।

١٨٣٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَصَامَ حَتّٰى اَمْسٰى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ اِنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ لَوِ انْتَظَرْتَ حَتّٰى تُمْسِىَ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ اِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ ٠

১৮৩৪ আহমদ ইবন ইউনুস (র)... ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত সাওম পালন করেন। এরপর এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সওয়ারী

হতে নেমে ছাতু গুলিয়ে আন। লোকটি বলল, আপনি যদি (পূর্ণ সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত) অপেক্ষা করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ) পুনরায় বললেন ঃ নেমে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। (তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ) যখন তুমি এদিক (পূর্বদিক) হতে রাত্রির আগমন দেখতে পাবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

١٢٢٨ بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

১২২৮. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানে ইফতারের পরে যদি সূর্য দেখা যায়

١٨٣٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لَا .

১৮৩৫ ‘আবদুল্লাহ ইবন আবূ শায়বা (র)... আসমা বিনত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করলাম, এরপর সূর্য দেখা যায়। বর্ণনাকারী হিশামকে জিজ্ঞাসা করা হল, তাদের কি কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? হিশাম (র) বললেন, কাযা ছাড়া উপায় কি? (অপর বর্ণনাকারী) মা‘মার (র) বলেন, আমি হিশামকে বলতে শুনেছি, তাঁরা কাযা করেছিলেন কি না তা আমি জানি না।

١٢٢٩ بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ

১২২৯. পরিচ্ছেদ ঃ বাচ্চাদের সাওম পালন করা। রমযানে দিনের বেলায় এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ‘উমর (রা) বলেন, আমাদের বাচ্চারা পর্যন্ত সাওম পালন করছে। তোমার সর্বনাশ হোক! তারপর ‘উমর (রা) তাকে মারলেন

١٨٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذٰلِكَ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ - قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْعِهْنُ الصُّوْفُ .

১৮৩৬ মুসাদ্দাদ (র)... রুবায়্যি‘ বিনত মু‘আব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আশূরার[১] সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেন ঃ যে ব্যক্তি সাওম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার সাওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন সাওম পূর্ণ করে। তিনি (রুবায়্যি‘) (রা) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোযা রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ইফতার

১. মুহাররম মাসের দশম তারিখ, রমযানের রোযা ফরয হবার আগে এই দিন রোযা করার নির্দেশ ছিল।

পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম। আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, عِهْن অর্থ পশম।

١٢٣٠ بَابُ الْوِصَالِ؛ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ

১২৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সাওমে বেসাল (বিরতিহীন সাওম)। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (২ ঃ ১৮৭) এর পরিপ্রেক্ষিতে রাতে সাওম পালন করা যাবে না বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, নবী করীম ﷺ উম্মতের উপর দয়াপরবশ হয়ে ও তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করেছেন এবং কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা নিন্দনীয়

١٨٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوَاصِلُوْا قَالُوْا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ قَالَ إِنِّيْ أُطْعَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّيْ أَبِيْتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

১৮৩৭ মুসাদ্দাদ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। লোকেরা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয় (অথবা বললেন) আমি পানাহার অবস্থায় রাত অতিবাহিত করি।

١٨٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّيْ أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

১৮৩৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করলেন। লোকেরা বললো, আপনি যে সাওমে বেসাল পালন করেন! তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়।

١٨٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُوَاصِلُوْا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّيْ أَبِيْتُ لِيْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِيْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِيْ.

১৮৩৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা সাওমে বেসাল পালন করবে না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সে যেন সাহরীর সময় পর্যন্ত করে। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে সাওমে বেসাল পালন করেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমি রাত্রি যাপন করি এরূপ অবস্থায় যে, আমার জন্য একজন খাদ্য

পরিবেশনকারী থাকেন যিনি আমাকে আহার করান এবং একজন পানীয় পরিবেশনকারী আমাকে পান করান।

١٨٤٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ .

১৮৪০ 'উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে সাওমে বেসাল হতে নিষেধ করলে তারা বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল করে থাকেন! তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাবী 'উসমান (র) (رحمة لهم) 'তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٢٣١ بَابُ التَّنْكِيْلِ لِمَنْ اَكْثَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১২৩১. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সাওমে বেসাল পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান। আনাস (রা) নবী করীম ﷺ হতে এ বর্ণনা করেছেন

١٨٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِيْنَ اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا .

১৮৪১ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরতিহীন সাওম পালন করতে নিষেধ করলে মুসলিমদের এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে বিরতিহীন সাওম পালন করেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। এরপর যখন লোকেরা সাওমে বেসাল করা হতে বিরত থাকল না তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে দিনের পর দিন সাওমে বেসাল করতে থাকলেন। এরপর লোকেরা যখন চাঁদ দেখতে পেল তখন তিনি বললেন ঃ যদি চাঁদ উঠতে আরো দেরী হত তবে আমি তোমাদেরকে নিয়ে আরো বেশী দিন সাওমে বেসাল করতাম। এ কথা তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান স্বরূপ বলেছিলেন, যখন তারা বিরত থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

١٨٤٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ

ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى اَبِيْتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ .

১৮৪২ ইয়াহ্ইয়া (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা সাওমে বেসাল পালন করা হতে বিরত থাক (বাক্যটি তিনি) দু'বার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল করেন। তিনি বললেন ঃ আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করিয়ে থাকেন। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করার দায়িত্ব গ্রহণ করো।

١٢٣٢ بَابُ الْوِصَالِ اِلَى السَّحَرِ

১২৩২. পরিচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রীর সময় পর্যন্ত সাওমে বেসাল পালন করা

١٨٤٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَتُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتّٰى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى اَبِيْتُ لِى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِىْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِىْ .

১৮৪৩ ইবরাহীম ইবন হামযা (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তোমরা সাওমে বেসাল করবে না। তোমাদের কেউ যদি সাওমে বেসাল করতে চায়, তবে যেন সাহ্‌রীর সময় পর্যন্ত করে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো সাওমে বেসাল পালন করেন? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমি এভাবে রাত যাপন করি যে, আমার জন্য একজন আহারদাতা রয়েছেন যিনি আমাকে আহার করান, একজন পানীয় দানকারী আছেন যিনি আমাকে পান করান।

١٢٣٣ بَابُ مَنْ اَقْسَمَ عَلٰى اَخِيْهِ لِيُفْطِرَ فِى التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً اِذَا كَانَ اَوْفَقَ لَهُ

১২৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নফল সাওম ভঙ্গের জন্য কসম দিলে এবং তার জন্য এ সাওমের কাযা ওয়াজিব মনে না করলে, যখন সাওম পালন না করা তার জন্য উত্তম হয়

١٨٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ .

১৮৪৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালমান (রা) ও আবুদ দারদা (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। (একবার) সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে উম্মুদ দারদা (রা)-কে মলিন কাপড় পরিহিত দেখতে পান। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উম্মুদ দারদা (রা) বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার পার্থিব কোন কিছুর প্রতি মোহ নেই। কিছুক্ষণ পরে আবুদ দারদা (রা) এলেন। তারপর তিনি সালমান (রা)-এর জন্য আহার্য প্রস্তুত করান এবং বলেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি সাওম পালন করছি। সালমান (রা) বললেন, আপনি না খেলে আমি খাবো না। এরপর আবুদ দারদা (রা) সালমান (রা)-এর সঙ্গে খেলেন। রাত হলে আবুদ দারদা (রা) (সালাত আদায়ে) দাঁড়াতে গেলেন। সালমান (রা) বললেন, এখন ঘুমিয়ে যান। আবুদ দারদা (রা) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবুদ দারদা (রা) আবার সালাতে দাঁড়াতে উদ্যত হলেন, সালমান (রা) বললেন, ঘুমিয়ে যান। যখন রাতের শেষ ভাগ হলো, সালমান (রা) আবুদ দারদা (রা)-কে বললেন, এখন দাঁড়ান। এরপর তাঁরা দু'জনে সালাত আদায় করলেন। পরে সালমান (রা) তাঁকে বললেন, আপনার প্রতিপালকের হক আপনার উপর আছে। আপনার নিজেরও হক আপনার উপর রয়েছে। আবার আপনার পরিবারেরও হক রয়েছে। প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করুন। এরপর আবুদ দারদা (রা) নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। (সব শুনে) নবী ﷺ বললেন ঃ সালমান ঠিকই বলেছে।

١٢٣٤ بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

১২৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ শা'বান (মাস)-এর সাওম

١٨٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ اِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ ٠

১৮৪৫ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে (এত বেশী) সাওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সাওম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশী) সাওম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সাওম পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমযান ব্যতীত কোন পুরা মাসের সাওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে বেশী (নফল) সাওম পালন করতে দেখিনি।

١٨٤٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ

الْعَمَلِ مَا تُطِيقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا ، وَاَحَبُّ الصَّلاَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَادِيمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّتْ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا ۔

১৮৪৬ মুআ'য ইবন ফাযালা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শা'বান মাসের চেয়ে বেশী (নাফল) সাওম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি (প্রায়) পুরা শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন এবং তিনি বলতেন ঃ তোমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায় ততটুকু (নফল) আমল কর, কারণ তোমরা (আমল করতে করতে) ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা (সাওয়াব দান) বন্ধ করেন না। নবী করীম ﷺ-এর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সালাত ছিল তাই– যা যথাযথ নিয়মে সর্বদা আদায় করা হত, যদিও তা পরিমাণে কম হত এবং তিনি যখন কোন (নফল) সালাত আদায় করতেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

١٢٣٥ بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِفْطَارِهِ

১২৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর সাওম পালন করা ও না করার বর্ণনা

١٨٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُوْمُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَصُوْمُ ۔

১৮৪৭ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রমযান ব্যতীত কোন মাসে পুরা মাসের সাওম পালন করেন নাই। তিনি এমনভাবে (নফল) সাওম পালন করতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন পরিত্যাগ করবেন না। আবার এমনভাবে (নফল) সাওম ছেড়ে দিতেন যে, কেউ বলতে চাইলে বলতে পারতো আল্লাহর কসম! তিনি আর সাওম পালন করবেন না।

١٨٤٨ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَأَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَأَلَ اَنَسًا فِى الصَّوْمِ ۔

১৮৪৮ 'আবদুল 'আযীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসে এভাবে সাওম ছেড়ে দিতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি এ মাসে আর সাওম পালন করবেন না। আবার কোন মাসে এভাবে সাওম পালন করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি এ মাসে আর সাওম

ছাড়বেন না। আর তুমি যদি তাঁকে রাতে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চাইতে তবে তা দেখতে পেতে, আবার যদি তুমি তাঁকে ঘুমন্ত দেখতে চাইতে তবে তাও দেখতে পেতে। সুলায়মান (র) হুমায়দ (র) সূত্রে বলেন যে, তিনি আনাস (রা)-কে সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

١٨٤٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ اَنْ اَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا اِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا اِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا اِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَرِيْرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৪৯ মুহাম্মদ (র)... হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী করীম ﷺ -এর (নফল) সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যে কোন মাসে আমি তাঁকে সাওম পালনরত অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, তাঁকে সে অবস্থায় দেখেছি, আবার তাঁকে সাওম পালন না করা অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেয়েছি। রাতে যদি তাঁকে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে চেয়েছি, তা প্রত্যক্ষ করেছি। আবার ঘুমন্ত দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত মুবারক হতে নরম কোন পশমী বা রেশমী কাপড় স্পর্শ করি নাই। আর আমি তাঁর (শরীরের) ঘ্রাণ হতে অধিক সুগন্ধযুক্ত কোন মিশক বা আম্বর পাইনি।

١٢٣٦ بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِىْ الصَّوْمِ

১২৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ (নফল) সাওমের ব্যাপারে মেহমানের হক

١٨٥٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ يَعْنِى اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

১৮৫০ ইসহাক (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। এরপর তিনি ['আবদুল্লাহ (রা)] হাদীসটি বর্ণনা করেন অর্থাৎ "তোমার উপর মেহমানের হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাওমে দাউদ ('আ) কি? তিনি বললেন, "অর্ধেক বছর" (-এর সাওম পালন করা)।

١٢٣٧ بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِى الصَّوْمِ

১২৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ নফল সাওমে শরীরের হক

١٨٥١ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا فَاِذَا ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ ، قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮৫১ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন সাওম পালন কর এবং সারারাত সালাত আদায় করে থাক। আমি বললাম, ঠিক (শুনেছেন) ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ এরূপ করবে না (বরং মাঝে মাঝে) সাওম পালন কর আবার সাওম ছেড়েও দাও। (রাতে) সালাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা নেক আমলের বদলে তোমার জন্য রয়েছে দশগুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের সাওম হয়ে যায়। আমি (বললাম) আমি এর চেয়েও কঠোর আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও কঠিন আমলের অনুমতি দেওয়া হল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আরো বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তবে আল্লাহর নবী দাউদ ('আ)-এর সাওম পালন কর, এর থেকে বেশী করতে যেয়ো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ ('আ)-এর সাওম কেমন? তিনি বললেন ঃ অর্ধেক বছর। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহা! আমি যদি নবী করীম ﷺ প্রদত্ত রুখসত (সহজতর বিধান) কবূল করে নিতাম!

١٢٣٨ بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

১২৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পুরা বছর সাওম পালন করা

١٨٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ اُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا صُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ،

فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

১৮৫২ আবুল ইয়ামান (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার সম্পর্কে এ কথা পৌছে যায় যে, আমি বলেছি, আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সাওম পালন করব এবং রাতভর সালাত আদায় করব। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন! আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তো এরূপ করতে সক্ষম হবে না। বরং তুমি সাওম পালন কর ও ছেড়েও দাও, (রাতে) সালাত আদায় কর ও নিদ্রা যাও। তুমি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন কর, কারণ নেক কাজের ফল তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সাওম পালন হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন সাওম পালন কর এবং দু'দিন ছেড়ে দাও। আমি বললাম, আমি এর থেকে বেশী করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন ছেড়ে দাও। এই হল দাঊদ ('আ)-এর সাওম এবং এই হল সর্বোত্তম (সাওম)। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ এর চেয়ে উত্তম সাওম (রাখার পদ্ধতি) আর নেই।

١٢٣٩ بَابُ حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনের ব্যাপারে পরিজনের হক। আবূ জুহায়ফা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন

١٨٥٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي وَلاَ تَنَامُ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، قَالَ إِنِّي لَأَقْوَى لِذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ لاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى قَالَ مَنْ لِي بِهٰذِهِ يَانَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ عَطَاءٌ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ .

১৮৫৩ 'আমর ইবন 'আলী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর

নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, আমি একটানা সাওম পালন করি এবং রাতভর সালাত আদায় করি। এরপর হয়ত তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন অথবা আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি কি এ কথা ঠিক শুনি নাই যে, তুমি সাওম পালন করতে থাক আর ছাড় না এবং তুমি (রাতভর) সালাত আদায় করতে থাক আর ঘুমাও না? (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) ঃ তুমি সাওম পালন কর এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দাও। রাতে সালাত আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের শরীরের ও তোমার পরিবারের হক তোমার উপর আছে। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। তিনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] বললেন ঃ তাহলে তুমি দাউদ ('আ)-এর সিয়াম পালন কর। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ দাউদ ('আ) একদিন সাওম পালন করতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং তিনি (শত্রুর) সম্মুখীন হলে পলায়ন করতেন না। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এ শক্তি কে যোগাবে? বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, (এই হাদীসে) কি ভাবে সব সময়ের সিয়ামের প্রসঙ্গ আসে সে কথাটুকু আমার মনে নেই (অবশ্য) এতটুকু মনে আছে যে, নবী করীম ﷺ দু'বার এ কথাটি বলেছেন, সব সময়ের সাওম কোন সাওম নয়।

١٢٤٠ بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

১২৪০. পরিচ্ছেদ ঃ একদিন সাওম পালন করা ও একদিন ছেড়ে দেওয়া

١٨٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَمَا زَالَ حَتّٰى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا فَقَالَ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتّٰى قَالَ فِىْ ثَلاَثٍ ·

১৮৫৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তুমি প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি এর চাইতে বেশী করার শক্তি রাখি। এভাবে তিনি বৃদ্ধির আবেদন করতে লাগলেন যে, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ একদিন সাওম পালন কর আর একদিন ছেড়ে দাও এবং আরো বললেন ঃ প্রতি মাসে (এক খতম) কুরআন পাঠ কর। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি। এভাবে বলতে লাগলেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তিন দিনে (পাঠ কর)।

١٢٤١ بَابُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

১২৪১. পরিচ্ছেদ ঃ দাউদ ('আ)-এর সাওম

١٨٥٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّىَ وَكَانَ شَاعِرًا

وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ لَتَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَاِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقَى ٠

১৮৫৫ আদম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি সব সময় সাওম পালন কর এবং রাতভর সালাত আদায় করে থাক? আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি এরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। যে সারা বছর সাওম পালন করে সে যেন সাওম পালন করে না। মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করা সারা বছর সাওম পালনের সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি দাঊদী সাওম পালন কর, তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না।

١٨٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْوَاسِطِىُّ اَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِى فَدَخَلَ عَلَىَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِى وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ اَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمَ وَاَفْطِرْ يَوْمًا ٠

১৮৫৬ ইসহাক ওয়াসিতী (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমার সাওমের আলোচনা করায় তিনি আমার এখানে আগমন করেন। আমি তাঁর জন্য খেজুরের গাছের ছালে পরিপূর্ণ চামড়ার বালিশ (হেলান দিয়ে বসার জন্য) পেশ করলাম। তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। বালিশটি তাঁর ও আমার মাঝে পড়ে থাকল। তিনি বললেন ঃ প্রতি মাসে তুমি তিন দিন রোযা রাখলে হয় না? 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন ঃ সাত দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন ঃ নয় দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরো)। তিনি বললেন ঃ এগারো দিন। এরপর নবী করীম ﷺ বললেন, দাঊদ ('আ)-এর সাওমের চেয়ে উত্তম সাওম আর হয় না– অর্ধেক বছর, একদিন সাওম পালন কর ও একদিন ছেড়ে দাও।

١٢٤٢ بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

১২৪২. পরিচ্ছেদ ঃ সিয়ামুল বীয ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ (–এর সাওম)

١٨٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ ·

১৮৫৭ আবূ মা'মার (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি মাসে তিন দিন করে সাওম পালন করা এবং দু'রাক'আত সালাতুয-যুহা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা।

١٢٤٣ بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

১২৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে (নফল) সাওম ভঙ্গ না করা

١٨٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى اُمِّ سُلَيْمٍ فَاَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ اَعِيْدُوْا سَمْنَكُمْ فِىْ سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِىْ وِعَائِهِ فَاِنِّىْ صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ اِلٰى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَصَلّٰى غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ فَدَعَا لِاُمِّ سُلَيْمٍ وَاَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ خُوَيْصَّةً قَالَ مَا هِىَ قَالَتْ خَادِمُكَ اَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ اٰخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا اِلاَّ دَعَالِىْ بِهِ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فَاِنِّىْ لَمِنْ اَكْثَرِ الْاَنْصَارِ مَالاً وَحَدَّثَتْنِىْ ابْنَتِىْ اُمَيْنَةُ اَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِىْ مَقْدَمَ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ وَمِائَةٌ ·

১৮৫৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (আমার মাতা) উম্মে সুলাইম (রা)-এর ঘরে আগমন করলেন। তিনি তাঁর সামনে খেজুর ও ঘি পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের ঘি মশকে এবং খেজুর তার বরতনে রেখে দাও। কারণ আমি রোযাদার। এরপর তিনি ঘরের এক পাশে গিয়ে নফল সালাত আদায় করলেন এবং উম্মে সুলাইম (রা) ও তাঁর পরিজনের জন্য দুআ করলেন। উম্মে সুলাইম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি ছোট ছেলে আছে। তিনি বললেন ঃ কে সে? উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, আপনার খাদেম আনাস। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের দু'আ করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাল ও সন্তান-সন্ততি দান কর এবং তাকে বরকত দাও। আনাস (রা) বলেন, আমি আনসারগণের মধ্যে অধিক সম্পদশালীদের একজন এবং আমার কন্যা উমায়না আমাকে জানিয়েছে যে, হাজ্জাজ (ইবন ইউসুফ)-এর বসরায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একশত বিশের অধিক আমার নিজের সন্তান মারা গেছে।

١٨٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ سَمِعَ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৯ ইবন আবূ মারইয়াম (র)... হুমায়দ (র) আনাস (রা)-কে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন।

١٢٤٤ بَابُ الصَّوْمِ مِنْ اٰخِرِ الشَّهْرِ

১২৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ মাসের শেষভাগে সাওম পালন করা

١٨٦٠ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ عَنْ غَيْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سَاَلَهُ اَوْ سَاَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا اَبَا فُلاَنٍ اَمَا صُمْتَ سَرَرَ هٰذَا الشَّهْرِ قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِىْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ اَظُنُّهُ يَعْنِىْ رَمَضَانَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَشَعْبَانُ اَصَحُّ.

১৮৬০ সালত ইবন মুহাম্মদ (র)... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে অথবা (রাবী বলেন) অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং 'ইমরান (রা) তা শুনছিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে সাওম পালন করনি? (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় (আমার ওস্তাদ) বলেছেন, অর্থাৎ রমযান। লোকটি উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না। তিনি বললেন ঃ যখন সাওম পালন শেষ করবে তখন দু'দিন সাওম পালন করে নিবে। আমার মনে হয় সালত (র) রমযান শব্দটি বর্ণনা করেননি। সাবিত (র) 'ইমরান সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে (مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ) শা'বানের শেষভাগে বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, শা'বান শব্দটি অধিকতর সহীহ।

١٢٤٥ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاِذَا اَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ اَنْ يُفْطِرَ يَعْنِىْ اِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ

১২৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে সাওম পালন করা। যদি জুমু'আর দিনে সাওম পালনরত অবস্থায় ভোর হয় তবে তার উচিত সাওম ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ যদি এর আগের দিনে সাওম পালন না করে থাকে এবং পরের দিনে সাওম পালনের ইচ্ছা না থাকে।

١٨٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ اَبِىْ عَاصِمٍ اَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ .

১৮৬১ আবূ 'আসিম (র)... মুহাম্মদ ইবন 'আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী করীম ﷺ কি জুমু'আর দিনে (নফল) সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। আবূ 'আসিম (র) ব্যতীত অন্যেরা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পৃথকভাবে জুমু'আর দিনের সাওম পালন (-কে নিষেধ করেছেন)।

١٨٦٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ ثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَصُوْمَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ .

১৮৬২ 'উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিনে সাওম পালন না করে কিন্তু তার আগে একদিন অথবা পরের দিন (যদি পালন করে তবে জুমু'আর দিনে সাওম পালন করা যায়)।

١٨٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَصُوْمِيْنَ غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَاَفْطِرِىْ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَاَمَرَهَا فَاَفْطَرَتْ .

১৮৬৩ মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মদ (র)... জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমু'আর দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করেন তখন তিনি (জুয়াইরিয়া) সাওম পালনরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি গতকাল সাওম পালন করেছিলে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি আগামীকাল সাওম পালনের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তাহলে সাওম ভেঙ্গে ফেল। হাম্মাদ ইবনুল জা'দ (র) স্বীয় সূত্রে জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আদেশ দেন এবং তিনি সাওম ভঙ্গ করেন।

١٢٤٦ بَابٌ هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْاَيَّامِ

১২৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ সাওম পালনের (উদ্দেশ্যে) কোন দিন কি নির্দিষ্ট করা যায়?

١٨٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الْاَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْقُ .

১৮৬৪ মুসাদ্দাদ (র)... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কোন দিন কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং তাঁর আমল স্থায়ী হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব আমল করার শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সে সবের সামর্থ্য রাখে?

١٢٤٧ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

১২৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ 'আরাফাতের দিনে সাওম পালন করা

١٨٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنِـي يَحْيٰـى عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي سَالِمٌ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلٰـى أُمِّ الْفَضْلِ اَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ.

১৮৬৫ মুসাদ্দাদ (র) ও 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... উম্মুল ফাযল বিনত হারিস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কিছুসংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে তাঁর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদের কেউ বলল, তিনি সাওম পালন করেছেন। আর কেউ বলল, না, তিনি করেন নাই। এতে উম্মুল ফাযল (রা) এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা পান করে নিলেন। এ সময় তিনি উটের পিঠে ('আরাফাতে) উকূফ অবস্থায় ছিলেন।

١٨٦٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِيْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ .

১৮৬৬ ইয়াহ্ইয়া ইবন সুলায়মান (র)... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক 'আরাফাতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওম পালন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি স্বল্প পরিমাণ দুধ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন ও লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তখন তিনি ('আরাফাতে) অবস্থান স্থলে ওকূফ করছিলেন।[১]

١٢٤٨ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

১২৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিতরের দিনে সাওম পালন করা

১. নবী সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-এর মাতা উম্মুল ফাযল (রা) উভয়ে সহোদরা বোন, উভয়ে পরামর্শ করে দুধ প্রেরণ করেছিলেন অথবা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে প্রেরণ করেছিলেন।

١٨٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى بَنِىْ اَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْاٰخَرُ تَاْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ـ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ بْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلٰى ابْنُ اَزْهَرَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ اَصَابَ .

১৮৬৭ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... বনূ আযহারের আযাদকৃত গোলাম আবূ ‘উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার ঈদে ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। (ঈদুল ফিতরের দিন) যে দিন তোমরা তোমাদের সাওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও। আবূ ‘আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন ‘উয়ায়না (র) বলেন, যিনি ইবন আযহারের মাওলা বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি ঠিক বর্ণনা করেছেন; আর যিনি ‘আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ (রা)-এর মাওলা বলেছেন, তিনিও ঠিক বর্ণনা করেছেন।

١٨٦٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ .

১৮৬৮ মূসা ইবন ইসমা‘ঈল (র)... আবূ সা‘ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর ঈদের দিন সাওম পালন করা থেকে, ‘সাম্মা’[১] ধরনের কাপড় পরিধান করতে, এক কাপড় পরিধানরত অবস্থায় দুই হাঁটু তুলে নিতম্বের উপর বসতে (কেননা এতে সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকা রয়েছে) এবং ফজর ও ‘আসরের পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

١٢٤٩ بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

১২৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন সাওম পালন

١٨٦٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يُنْهٰى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

১৮৬৯ ইবরাহীম ইবন মূসা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু’ (দিনের) সাওম ও দু’

---

১. সাম্মা-এক কাপড় এমনভাবে জড়িয়ে পরিধান করা যাতে দু’হাত আটকে যায় এবং হাত বের করতে গেলে সতর প্রকাশ পাওয়ার আশংকা থাকে।

(প্রকারের) ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর (দিনের) সাওম এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা[১] (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) হতে।

১৮৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُعَاذٌ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ اَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا اَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَرَ اللّٰهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ .

১৮৭০ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... যিয়াদ ইবন জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে ('আবদুল্লাহ) ইবন 'উমর (রা)-কে বলল যে, এক ব্যক্তি কোন এক দিনের সাওম পালন করার মানত করেছে, আমার মনে হয় সে সোমবারের কথা বলেছিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিন ঈদের দিন পড়ে যায়। ইবন 'উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মানত পুরা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নবী করীম ﷺ এই (ঈদের) দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[২]

১৮৭১ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ اَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِيْ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا .

১৮৭১ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে চারটি কথা শুনেছি, যা আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি বলেছেন, স্বামী অথবা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষ ছাড়া কোন নারী যেন দুই দিনের দূরত্বের সফর না করে। ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিনে সাওম নেই। ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় এবং 'আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই। মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে কেউ যেন সফর না করে।

١٢٥٠ بَابُ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ :

وَقَالَ لِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَصُوْمُ اَيَّامَ مِنًى وَكَانَ اَبُوْهَا يَصُوْمُهَا

১. জাহিলিয়্যা যুগে প্রচলিত প্রতারণামূলক দু' প্রকার ক্রয়-বিক্রয়। এতে বিক্রেতা অথবা ক্রেতার স্বাধীন মত প্রকাশের অবকাশ মিলতো না। পর্দার অন্তরাল থেকে না দেখে স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করাকে মুলামাসা এবং কাপড় বা কংকর ছুঁড়ে মেরে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করাকে মুনাবাযা বলা হয়। —বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬৭, টীকা নং ৬, আসাহহুল মাতাবে, দিল্লী।

২. ঈদের পরে কোন একদিন কাযা করে নিবে বলে ফতওয়া দেওয়া হয়েছে।

১২৫০. পরিচ্ছেদ ঃ আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করা;

মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... হিশাম (র) সূত্রে বর্ণিত যে, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'আয়িশা (রা) মিনাতে (অবস্থানের) দিনগুলোতে সাওম পালন করতেন। আর তাঁর পিতাও সে দিনগুলোতে সাওম পালন করতেন

১৮٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عِيْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَنْ يُصَمْنَ اِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ·

১৮৭২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)... 'আয়িশা (রা) ও ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যাঁর নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সাওম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

١٨٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ اَيَّامَ مِنًى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ تَابَعَهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ·

১৮৭৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি একই সঙ্গে হজ্জ ও 'উমরা পালনের সুযোগ লাভ করল সে 'আরাফাত দিবস পর্যন্ত সাওম পালন করবে। সে যদি কুরবানী না করতে পারে এবং সাওমও পালন না করে থাকে তবে মিনার দিনগুলোতে সাওম পালন করবে।[১] ইবন শিহাব (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইবন সা'দ (র) ইবন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٥١ بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

১২৫১. পরিচ্ছেদ ঃ 'আশূরার দিনে সাওম পালন করা

١٨٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اِنْ شَاءَ صَامَ ·

১৮৭৪ আবূ 'আসিম (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ 'আশূরার দিনে কেউ চাইলে সাওম পালন করতে পারে।

১. অধিকাংশ ইমামের মতে আইয়্যামে মিনা অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ তারিখ (কারো মতে ১৩ তারিখও) রোযা রাখা নিষিদ্ধ; যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য হাদীসটি যাঁরা অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের সমর্থনে। সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

١٨٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ .

১৮৭৫ আবুল ইয়ামান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে 'আশূরার দিনে সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমযানের সাওম ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা ('আশূরার) সাওম পালন করত আর যার ইচ্ছা করত না।

١٨٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

১৮৭৬ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরাইশগণ 'আশূরার সাওম পালন করত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ সাওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখনও এ সাওম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রমযানের সাওম ফরয করা হল তখন 'আশূরার সাওম ছেড়ে দেয়া হলো, যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা পালন করবে না।

١٨٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ .

১৮৭৭ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)... হুমায়দ ইবন 'আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর মু'আবিয়া (রা) হজ্জ করেন সে বছর 'আশূরার দিনে (মসজিদে নববীর) মিম্বরে তিনি (রাবী) তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসিগণ! তোমাদের 'আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আজকে 'আশূরার দিন, আল্লাহ তা'আলা এর সাওম তোমাদের উপর ফরয করেননি বটে, তবে আমি (আজ) সাওম পালন করছি। যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করুক যার ইচ্ছা সে পালন না করুক।

١٨٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسٰى قَالَ فَاَنَا اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ

فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ‏.‏

১৮৭৮ আবূ মা'মার (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ 'আশূরার দিনে সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা ('আ) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন।

١٨٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَصُوْمُوْهُ اَنْتُمْ ‏.‏

১৮৭৯ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আশূরার দিনকে ইয়াহূদীগণ ঈদ মনে করত। নবী করীম ﷺ (সাহাবীগণকে) বললেন ঃ তোমরাও এ দিনের সাওম পালন কর।

١٨٨٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ ، يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ ‏.‏

১৮৮০ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আশূরার দিনের সাওমের উপরে অন্য কোন দিনের সাওমকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখি নাই এবং এ মাস অর্থাৎ রমযান মাস (এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখি নাই)।

١٨٨١ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَنْ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ ‏.‏

১৮৮১ মক্কী ইবন ইবরাহীম (র)... সালামা ইবন আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন যে, যে ব্যক্তি খেয়েছে, সে যেন দিনের বাকি অংশে সাওম পালন করে আর যে খায় নাই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা আজকের দিন 'আশূরার দিন।

كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ

অধ্যায় ঃ তারাবীহর সালাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ صَلاَةِ التَّرَاوِيْحِ

অধ্যায় ঃ তারাবীহর সালাত

١٢٥٢ بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

১২৫২. পরিচ্ছেদ ঃ কিয়ামে রমযান-এর (রমযানে তারাবীহর সালাতের) ফযীলত

١٨٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ·

১৮৮২ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রমযান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহর সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

١٨٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ أَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِىْ رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّىْ أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِىْ تَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِىْ تَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ ·

১৮৮৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় তারাবীহর সালাতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। হাদীসের রাবী ইবন শিহাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল

করেন এবং তারাবীহর ব্যাপারটি এ ভাবেই চালু ছিল। এমনকি আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফতকালে ও 'উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম ভাগে এরূপই ছিল। ইবন শিহাব (র) 'উরওয়া ইবন যুবায়র (র) সূত্রে 'আবদুর রাহমান ইবন 'আবদ আল-ক্বারী (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামায়াতে বিভক্ত। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে এবং তার ইকতেদা করে একদল লোক সালাত আদায় করছে। 'উমর (রা) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর ['উমর (রা)] সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে সালাত আদায় করছিল। 'উমর (রা) বললেন, কত না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় কর, এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন, কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা সালাত আদায় করত।

١٨٨٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ .

১৮৮৪ ইসমা'ঈল (র)... নবী-সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেন এবং তা ছিল রমযানে।

١٨٨٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ وَصَلّٰى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ اَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَاَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ حَتّٰى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ وَلٰكِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ .

১৮৮৫ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে সালাত আদায় করেন, কিছু সংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, ফলে লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। সকালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে সালাত আদায় করেন ও

লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হল না, কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফজরের সালাতে বেরিয়ে আসলেন এবং সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর বললেন ঃ শোন! তোমাদের (গতরাতের) অবস্থান আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি এই সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবার আশংকা করছি (বিধায় বের হই নাই)। কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হলো আর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায়।

١٨٨٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهَا عَلَى اِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ ، وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ .

১৮৮৬ ইসমা'ঈল (র)... আবূ সালামা ইবন 'আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রমযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমযান মাসে ও রমযান ছাড়া অন্য সময়ে (রাতে) তিনি এগারো রাক'আত হতে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, সে চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি ['আয়িশা (রা)] বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিতর আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন? তিনি বললেন ঃ হে 'আয়িশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কালব নিদ্রাভিভূত হয় না।

١٢٥٣ بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؛ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَا كَانَ فِى الْقُرْاٰنِ مَا اَدْرٰكَ فَقَدْ اَعْلَمَهُ وَمَا قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ فَاِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ .

১২৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ লাইলাতুল কাদ্‌র-এর ফযীলত আর মহান আল্লাহর বাণী ঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআন মজীদ মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। আপনি কি জানেন মহিমান্বিত রজনী কি? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয়, প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তি শান্তি, সে রাত উষার

আবির্ভাব পর্যন্ত (৯৭ ঃ ১-৫) ইবন 'উয়ায়না (র) বলেন, কুরআন মজীদে যে স্থলে وَمَا أَدْرَاكَ উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করেছেন। আর যে স্থলে وَمَا يُدْرِيكَ উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁকে অবহিত করেননি

১৮৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَاِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ·

১৮৮৭ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কাদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। সুলায়মান ইবন কাসীর (র) যুহরী (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٤ بَابُ اِلْتَمِسُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ·

১২৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ (রমযানের) শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কাদ্‌রের সন্ধান করো

১৮৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ·

১৮৮৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীকে স্বপ্নযোগে রমযানের শেষের সাত রাতে লাইলাতুল কাদ্‌র দেখানো হয়। (এ শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমাকেও তোমাদের স্বপ্নের অনুরূপ দেখানো হয়েছে। (তোমাদের দেখা ও আমার দেখা) শেষ সাত দিনের ক্ষেত্রে মিলে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি এর সন্ধান প্রত্যাশী, সে যেন শেষ সাত রাতে সন্ধান করে।

১৮৮৯ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ وَكَانَ لِىْ صَدِيْقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ : اِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا اَوْنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى الْوِتْرِ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ اَنِّىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَ طِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَائَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ

حَتّٰى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِى جَبْهَتِهِ ·

১৮৮৯ মু'য়ায ইবন ফাযালা (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে রমযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করি। তিনি বিশ তারিখের সকালে বের হয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমাকে লাইলাতুল কাদ্‌র (-এর সঠিক তারিখ) দেখানো হয়েছিল পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতে তার সন্ধান কর। আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি (ঐ রাতে) কাদা-পানিতে সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে (মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়)। আমরা সকলে ফিরে আসলাম (থেকে গেলাম)। আমরা আকাশে হাল্কা মেঘ খণ্ডও দেখতে পাই নাই। পরে মেঘ দেখা দিল ও এমন জোরে বৃষ্টি হলো যে, খেজুরের শাখায় তৈরি মসজিদের ছাদ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। সালাত শুরু করা হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাদা-পানিতে সিজদা করতে দেখলাম। পরে তাঁর কপালে আমি কাদার চিহ্ন দেখতে পাই।

١٢٥٥ بَابُ تَحَرِّىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ

১২৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কাদ্‌র সন্ধান করা; এ প্রসঙ্গে 'উবাদা (রা) থেকে রেওয়ায়ত রয়েছে

١٨٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ·

১৮৯০ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কাদ্‌রের সন্ধান কর।

١٨٩١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَبِىْ حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِىْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِىْ فِىْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ حِيْنَ يُمْسِىْ مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِىْ وَيَسْتَقْبِلُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ اِلٰى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَاَنَّهُ اَقَامَ فِىْ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِىْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَالِىْ اَنْ اُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَثْبُتْ فِىْ مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَابْتَغُوْهَا فِىْ

كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِى أَسْجُدُ فِى مَاءٍ وَطِيْنٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِى مُصَلَّى النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فَبَصُرَتْ عَيْنِى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِيْنًا وَمَاءً ·

১৮৯১ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (রা)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করেন। বিশ তারিখ অতীত হওয়ার সন্ধ্যায় এবং একুশ তারিখের শুরুতে তিনি এবং তাঁর সংগে যাঁরা ই'তিকাফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে প্রস্থান করেন এবং তিনি যে মাসে ই'তিকাফ করেন ঐ মাসের যে রাতে ফিরে যান সে রাতে লোকদের সামনে ভাষণ দেন। আর তাতে মাশাআল্লাহ্, তাদেরকে বহু নির্দেশ দান করেন, তারপর বলেন যে, আমি এই দশকে ই'তিকাফ করেছিলাম। এরপর আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, শেষ দশকে ই'তিকাফ করব। যে আমার সংগে ই'তিকাফ করেছিল সে যেন তার ই'তিকাফস্থলে থেকে যায়। আমাকে সে রাত দেখানো হয়েছিল, পরে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) ঃ শেষ দশকে ঐ রাতের তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা তালাশ কর। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, ঐ রাতে আমি কাদা-পানিতে সিজদা করছি। ঐ রাতে আকাশে প্রচুর মেঘের সঞ্চার হয় এবং বৃষ্টি হয়। মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থানেও বৃষ্টির পানি পড়তে থাকে। এটা ছিল একুশ তারিখের রাত। যখন তিনি ফজরের সালাত শেষে ফিরে বসেন তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, তাঁর মুখমণ্ডল কাদা-পানি মাখা।

١٨٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْتَمِسُوْا ·

১৮৯২ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, তোমরা (লাইলাতুল কাদ্‌র) তালাশ কর।

١٨٩٣ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِى عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ·

১৮৯৩ মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কাদ্‌র তালাশ কর।

١٨٩٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِى سَابِعَةٍ تَبْقَى فِى خَامِسَةٍ تَبْقَى ·

১৮৯৪ মূসা ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তা (লাইলাতুল কাদ্র) রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর। লাইলাতুল কাদ্র (শেষ দিক হতে গণনায়) নবম, সপ্তম বা পঞ্চম রাত অবশিষ্ট থাকে।

١٨٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ قَالاَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ فِى الْعَشْرِ هِىَ فِىْ تِسْعٍ يَمْضِيْنَ اَوْ فِى سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِىْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلْتَمِسُوْا فِىْ اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ ·

১৮৯৫ 'আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তা শেষ দশকে, তা অতিবাহিত নবম রাতে অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে অর্থাৎ লাইলাতুল কাদ্র। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত যে, তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ কর।

١٢٥٦ بَابُ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاَحِى النَّاسِ

১২৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কাদ্রের সুনির্দিষ্ট তারিখের জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া

١٨٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحٰى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لاُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحٰى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسٰى اَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ·

১৮৯৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ আমাদেরকে লাইলাতুল কাদ্রের (নির্দিষ্ট তারিখের) অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিল। তা দেখে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কাদ্রের সংবাদ দিবার জন্য বের হয়েছিলাম, তখন অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, ফলে তার (নির্দিষ্ট তারিখের) পরিচয় হারিয়ে যায়। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তা তালাশ কর।

١٢٥٧ بَابُ الْعَمَلِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

১২৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের শেষ দশকের আমল

١٨٩٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهُ وَاَحْيَا لَيْلَةً وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ .

১৮৯৭ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত তখন নবী করীম ﷺ তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্রে জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায় ঃ ই'তিকাফ

۱۲۵۸ بَابُ الْاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

১২৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ এবং ই'তিকাফ সব মসজিদেই হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে (২ ঃ ১৮৭)

۱۸۹۸ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ٠

১৮৯৮ ইসমা'ঈল ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন।

۱۸۹۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ٠

১৮৯৯ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... নবী সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ রমযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই'তিকাফ করতেন।

۱۹۰۰ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

كَانَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ ، اِعْتَكَفَ عَامًا حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِى يَخْرُجُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا مِنْ اِعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعِى فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَاَيْتُنِى اَسْجُدُ فِى مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيْحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِى كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَبْهَتِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صُبْحِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ ٠

১৯০০ ইসমা'ঈল (র)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করতেন। এক বছর এরূপ ই'তিকাফ করেন, যখন একুশের রাত এল, যে রাতের সকালে তিনি তাঁর ই'তিকাফ হতে বের হবেন, তখন তিনি বললেন ঃ যারা আমার সংগে ই'তিকাফ করেছে তারা যেন শেষ দশক ই'তিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই রাত (লাইলাতুল কাদ্র) দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ঐ রাতের সকালে আমি কাদা-পানির মাঝে সিজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ কর। পরে এই রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরের পাতার ছাউনির। ফলে মসজিদে টপটপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একুশের রাতের সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপালে কাদা-পানির চিহ্ন আমার এ দু'চোখ দেখতে পায়।

١٢٥٩ بَابُ الْحَائِضُ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ

১২৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারী কর্তৃক ই'তিকাফকারীর চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া

١٩٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصْغِى اِلَىَّ رَاْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ٠

১৯০১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)... নবী সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় নবী করীম ﷺ আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।

١٢٦٠ بَابُ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةٍ

১২৬০. পরিচ্ছেদ ঃ (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী (তার) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না

١٩٠٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَيَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةٍ اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .

১৯০২ কুতায়বা (র)... নবী সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে থাকাবস্থায় আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি যখন ই'তিকাফে থাকতেন তখন (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।

١٢٦١ بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

১২৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারীর (মাথা) ধৌত করা

١٩٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

১৯০৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার ঋতুবতী অবস্থায় আমার সংগে কাটাতেন এবং তিনি ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ হতে তাঁর মাথা বের করে দিতেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

١٢٦٢ بَابُ الْاِعْتِكَافِ لَيْلاً

১২৬২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ই'তিকাফ করা

١٩٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ .

১৯০৪ মুসাদ্দাদ (র)... ইবন 'উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, 'উমর (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি জাহিলিয়্যা যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ তোমার মানত পুরা কর।

١٢٦٣ بَابُ اِعْتِكَافِ النِّسَاءِ

১২৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ নারীদের ই'তিকাফ করা

١٩٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هٰذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ آلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

১৯০৫ আবুন নু'মান (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশকে নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ করতেন। আমি তাঁর তাঁবু তৈরি করে দিতাম। তিনি ফজরের সালাত আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। (নবী-সহধর্মিণী) হাফসা (রা) তাঁবু খাটাবার জন্য 'আয়িশা (রা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলে হাফসা (রা) তাঁবু খাটালেন। (নবী- সহধর্মিণী) যায়নাব বিনত জাহ্শ (রা) তা দেখে আরেকটি তাঁবু তৈরি করলেন। সকালে নবী করীম ﷺ তাঁবুগুলো দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এগুলো কী? তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর এগুলো দিয়ে নেকী হাসিল হবে? এ মাসে তিনি ই'তিকাফ ত্যাগ করলেন এবং পরে শাওয়াল মাসে দশ দিন (কাযা স্বরূপ) ই'তিকাফ করেন।

١٢٦٤ بَابُ الْأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

১২৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁবু খাটানো

١٩٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ الْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

১৯০৬ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন। এরপর যে স্থানে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করেছিলেন সেখানে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। (তাঁবুগুলো হল নবী-সহধর্মিণী) 'আয়িশা (রা), হাফসা (রা) ও যায়নাব (রা)-এর তাঁবু। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এগুলো দিয়ে নেকী হাসিলের ধারণা কর? এরপর তিনি চলে গেলেন আর ই'তিকাফ করলেন না। পরে শাওয়াল মাসে দশ দিনের ই'তিকাফ করলেন।

١٢٦٥ بَابُ هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

১২৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন প্রয়োজনে ই'তিকাফকারী কি মসজিদের দরজা পর্যন্ত বের হতে পারেন?

١٩٠٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ فِيْ اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا .

১৯০৭ আবুল ইয়ামান (র)... নবী-সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে মসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত ছিলেন। তিনি তাঁর সংগে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তারপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী করীম ﷺ তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালমা (রা)-এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন দু'জন আনসারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম করলেন। তাঁদের দু'জনকে নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা দু'জন থাম। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা বিনত হুয়ায়্যী। এতে তাঁরা দু'জনে সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ শয়তান মানুষের রক্ত শিরায় চলাচল করে। আমি আশংকা করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।

١٢٦٦ بَابُ الْاِعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ

১২৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ এবং নবী ﷺ কর্তৃক (রমযানের) বিশ তারিখ সকালে বেরিয়ে আসা

١٩٠٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ هَارُوْنَ بْنَ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ

فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ اِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِىْ وِتْرٍ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ اَنْ اَسْجُدَ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ فَجَائَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الطِّيْنِ وَالْمَاءِ حَتّٰى رَاَيْتُ الطِّيْنَ فِىْ اَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ ·

১৯০৮ 'আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র)... আবূ সালামা ইবন 'আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাইলাতুল কাদর প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমরা রমযানের মধ্যম দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ই'তিকাফ করেছিলাম। রাবী বলেন, এরপর আমরা বিশ তারিখের সকালে বের হতে চাইলাম। তিনি বিশ তারিখের সকালে আমাদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে (স্বপ্নযোগে) লাইলাতুল কাদ্‌র (-এর নির্দিষ্ট তারিখ) দেখানো হয়েছিল। পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা শেষ দশকের বেজোড় তারিখে তা তালাশ কর। আমি দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ই'তিকাফ করেছে সে যেন ফিরে আসে (বের হওয়া থেকে বিরত থাকে)। লোকেরা মসজিদে ফিরে এল। আমরা তখন আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখতে পাইনি। একটু পরে এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল ও বর্ষণ হল এবং সালাত শুরু হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাদা-পানির মাঝে সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপালে ও নাকে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

١٢٦٧ بَابُ اِعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

১২৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযা (প্রদর স্রাবযুক্ত) নারীর ই'তিকাফ করা

١٩٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ اَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِىَ تُصَلِّىْ ·

১৯০৯ কুতায়বা (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে তাঁর এক মুস্তাহাযা সহধর্মিণী ই'তিকাফ করেন। তিনি লাল ও হলুদ রংয়ের স্রাব নির্গত হতে দেখতে পেতেন। অনেক সময় আমরা তাঁর নীচে একটি গামলা রেখে দিতাম আর তিনি উহার উপর সালাত আদায় করতেন।

١٢٦٨ بَابُ زِيَارَةِ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا فِىْ اِعْتِكَافِهِ

১২৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ অবস্থায় স্বামীর সংগে স্ত্রীর সাক্ষাত করা

١٩١٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ اَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ لاَ تَعْجَلِى حَتّٰى اَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُهَا فِى دَارِ اُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَظَرَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ اَجَازَا فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ تَعَالَيَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّى خَشِيْتُ اَنْ يُلْقِىَ فِى اَنْفُسِكُمَا شَيْئًا ٠

১৯১০ সা'ঈদ ইবন 'উফায়র (র) ও 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... 'আলী ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ (ই'তিকাফ অবস্থায়) মসজিদে অবস্থান করছিলেন, ঐ সময়ে তাঁর নিকট তাঁর সহধর্মিণীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) সাফিয়্যা বিনতে হুয়ায়্যীকে বললেন ঃ তুমি তাড়াতাড়ি করো না। আমি তোমার সাথে যাব। তাঁর [সাফিয়্যা (রা)]-এর ঘর ছিল উসামার বাড়ীতে। এরপর নবী করীম ﷺ তাঁকে সংগে করে বের হলেন। এমতাবস্থায় দু'জন আনসার ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটলে তারা নবী করীম ﷺ-কে দেখতে পেয়ে (দ্রুত) আগে বেড়ে গেলেন। নবী করীম ﷺ তাদের দু'জনকে বললেন ঃ তোমরা এদিকে আস। এ তো সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায়্যী। তাঁরা দু'জন বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ শয়তান মানব দেহে রক্তের মত চলাচল করে। আমি আশংকা বোধ করলাম যে, সে তোমাদের মনে কিছু সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়।

١٢٦٩ بَابٌ هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ

১২৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারীর নিজের উপর সৃষ্ট সন্দেহ অপনোদন করা

١٩١١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى اَخِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ صَفِيَّةَ اَخْبَرَتْهُ ح حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ اَنَّ صَفِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشٰى مَعَهَا فَاَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا اَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِىَ صَفِيَّةُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ هٰذِهِ صَفِيَّةُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : اَتَتْهُ لَيْلاً قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاَّ لَيْلٍ ٠

১৯১১ ইসমা'ঈল ইবন 'আবদুল্লাহ (র) এবং 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... সাফিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম -এর ই'তিকাফ অবস্থায় একবার তিনি তাঁর সংগে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি যখন ফিরে যান তখন নবী তাঁর সাথে কিছু দূর হেঁটে আসেন। ঐ সময়ে এক আনসার ব্যক্তি তাঁকে দেখতে পায়। তিনি যখন তাকে দেখতে পেলেন তখন তাকে ডাক দিলেন ও বললেন ঃ এসো, এ তো সাফিয়্যা বিনত হুয়ায়্যী। শয়তান মানব দেহে রক্তের মত চলাচল করে থাকে। রাবী বলেন, আমি সুফিয়ান (রা)-কে বললাম, তিনি রাতে এসেছিলেন? তিনি বললেন, রাতে ছাড়া আর কি?

١٢٧٠ بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ اِعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ

১২৭০. পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ হতে সকাল বেলা বের হওয়া

١٩١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ خَالِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ح قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ وَاَظُنُّ اَنَّ ابْنَ اَبِىْ لَبِيْدٍ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيْحَةُ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ اِلٰى مُعْتَكَفِهِ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَيْتُنِىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطِرْنَا فَوَالَّذِىْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلٰى اَنْفِهِ وَاَرْنَبَتِهِ اَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ .

১৯১২ 'আবদুর রাহমান ইবন বিশর (র)... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রমযানের মধ্যম দশকে রাসূলুল্লাহ -এর সংগে ই'তিকাফ করেছিলাম। বিশ তারিখের সকালে (ই'তিকাফ শেষ করে চলে আসার উদ্দেশ্যে) আমরা আমাদের আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলি। রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকটে এসে বললেন ঃ যে ব্যক্তি ই'তিকাফ করেছে সে যেন তার ই'তিকাফস্থলে ফিরে যায়। কারণ আমি এই রাতে (লাইলাতুল কাদ্‌র) দেখতে পেয়েছি এবং আমি আরো দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। এরপর যখন তিনি তাঁর ই'তিকাফের স্থানে ফিরে গেলেন ও আকাশে মেঘ দেখা দিল, তখন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল। সেই সত্তার কসম! যিনি তাঁকে যথাযথই প্রেরণ করেছেন, ঐ দিনের শেষভাগে আকাশে মেঘ দেখা দিল। মসজিদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনীর। আমি তাঁর নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছিলাম।

١٢٧١ بَابُ الْاِعْتِكَافِ فِى شَوَّالٍ

১২৭১. পরিচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসে ই'তিকাফ করা

١٩١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ فَاِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِىْ اعْتَكَفَ فِيْهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ اَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيْهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً اُخْرٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ اَبْصَرَ اَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هٰذَا فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلٰى هٰذَا الْبِرُّ انْزِعُوْهَا فَلاَ اَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى اعْتَكَفَ فِىْ اٰخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ .

১৯১৩ মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রমযানে ই'তিকাফ করতেন। ফজরের সালাত শেষে ই'তিকাফের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতেন। 'আয়িশা (রা) তাঁর কাছে ই'তিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। 'আয়িশা (রা) মসজিদে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু করে নিলেন। হাফসা (রা) তা শুনে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন এবং যায়নাব (রা)-ও তা শুনে (নিজের জন্য) আর একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত শেষে এসে চারটি তাঁবু দেখতে পেয়ে বললেন ঃ একি? তাঁকে তাঁদের ব্যাপার জানানো হলে, তিনি বললেন ঃ নেক আমলের প্রেরণা তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব খুলে ফেলা হল। তিনি সেই রমযানে আর ই'তিকাফ করলেন না। পরে শাওয়াল মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেন।

١٢٧٢ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْمًا اِذَا اعْتَكَفَ

১২৭২. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি ই'তিকাফকারীর জন্য সাওম পালন জরুরী মনে করেন না

١٩١٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .

১৯১৪ ইসমা'ঈল ইবন 'আবদুল্লাহ (র)... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জাহিলিয়্যাতের যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তোমার মানত পুরা কর। তিনি এক রাতের ই'তিকাফ করলেন।

١٢٧٣ بَابُ اِذَا نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ اَسْلَمَ

১২৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলিয়্যাতের যুগে ই'তিকাফ করার মানত করে পরে ইসলাম কবূল করা

١٩١٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ ·

১৯১৫ 'উবায়দ ইবন ইসমা'ঈল (র)... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমর (রা) জাহিলিয়্যাতের যুগে মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করার মানত করেছিলেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এক রাতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তোমার মানত পুরা কর।

١٢٧٤ بَابُ الْاِعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

১২৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের মাঝের দশকে ই'তিকাফ করা

١٩١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا.

১৯১৬ 'আবদুল্লাহ ইবন আবূ শায়বা (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রতি রমযানে দশ দিনের ই'তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন সে বছর তিনি বিশ দিনের ইতিকাফ করেছিলেন।

١٢٧٥ بَابُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يَخْرُجَ

১২৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করে পরে কোন কারণে তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভাল মনে করা

١٩١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ اَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَاْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَاَذِنَ لَهَا وَسَاَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ اَنْ تَسْتَاْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَاَتْ ذٰلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ اَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِىَ لَهَا ، قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى انْصَرَفَ اِلٰى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِرَّ اَرَدْنَ بِهٰذَا مَا اَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا اَفْطَرَ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ·

১৯১৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে 'আয়িশা (রা) তাঁর কাছে ই'তিকাফ করার অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর হাফসা (রা) 'আয়িশা (রা)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তা দেখে যায়নাব বিনত জাহশ (রা) নিজের জন্য তাঁবু লাগানোর নির্দেশ দিলে তা পালন করা হল। 'আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এ কি ব্যাপার? লোকেরা বলল, 'আয়িশা, হাফসা ও যায়নাব (রা)-এর তাঁবু। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তারা কি নেকী পেতে চায়? আমি আর ই'তিকাফ করবো না। এরপর তিনি ফিরে আসলেন। পরে সাওম শেষ করে শাওয়াল মাসের দশ দিন ই'তিকাফ করেন।

١٢٧٦ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسْلِ

১২৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারী মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে তার মাথা ঘরে প্রবেশ করানো

١٩١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِيْ حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ .

১৯১৮ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ঋতুবতী অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। ঐ সময়ে তিনি মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় থাকতেন আর 'আয়িশা (রা) তাঁর হুজরায় অবস্থান করতেন। তিনি 'আয়িশা (রা)-এর দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন।

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৬৭৫৮(উ)—৭,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ